নাট্য-সিরিজ

সীতারাম

মূল্য ১৲ এক টাকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক
নাট্যাকারে গ্রথিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
* * বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে * *
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশিত

কলিকাতা,
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-
বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন যন্ত্রে'
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

পাত্র-পাত্রীগণ

পাত্র

সীতারাম রায়	...	মহম্মদপুরের রাজা
চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার	...	সীতারামের গুরুদেব
মৃন্ময়	...	ঐ সেনাপতি
গঙ্গারাম	...	ঐ নগর-রক্ষক
প্যারীলাল	...	ঐ গোলন্দাজ সৈন্য
গঙ্গাধর স্বামী	...	সন্ন্যাসী
তোরাব খাঁ	...	ভূষণার ফৌজদার
শাহ সাহেব	...	মুসলমান ফকীর
চাঁদ শাহ	...	সীতারামের শুভানুধ্যায়ী ফকীর
বন্দে আলী	...	মুসলমান গুপ্তচর
পাঁড়ে	...	সীতারামের অন্তঃপুর-দ্বাররক্ষক

কাজী, কামার, মুসলমান সিপাহীগণ, রাজপুত সিপাহীগণ, খঞ্জ, গুলিখোর, প্রজাগণ, কবিরাজগণ, উড়েগণ, জমাদার, নায়েব জমাদার, চণ্ডাল, কশাই ইত্যাদি।

পাত্রী

শ্রী	...	সীতারামের পরিত্যক্তা প্রথমা পত্নী
নন্দা	...	ঐ দ্বিতীয়া পত্নী
রমা	...	ঐ কনিষ্ঠা পত্নী
জয়ন্তী	...	সন্ন্যাসিনী
মুরলা	...	রমার দাসী
যমুনা	...	ঐ নূতন দাসী

প্রতিবেশিনীগণ, দাসী, উড়েনীগণ ইত্যাদি।

সীতারাম

—:*:—

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

সীতারামের বর্হিবাটীর কক্ষ

সীতারাম ও শ্রী

সীতারাম। তুমি কে?

শ্রী। আমি শ্রী।

সীতা। শ্রী! তুমি কি তবে আমায় চেন না? না চিনে আমার কাছে এসেছ? আমি সীতারাম রায়। (শ্রীর ঘোমটা উন্মোচন) শ্রী তুমি, এত সুন্দরী!

শ্রী। আমি বড় দুঃখিনী, আমি আপনার ব্যঙ্গের যোগ্য নই।

সীতা। এতদিনের পর কেন এসেছ? এসেছ তো অত কাঁদছো কেন? আমার কাছে এস।

শ্রী। আমি বিছানা মাড়াবো না। আমার অশৌচ।

সীতা। সে কি!

শ্রী। আজ আমার মা মরেছেন।

সীতা। সেই বিপদে প'ড়ে কি আজ তুমি আমার কাছে এসেছ ?

শ্রী। না, আমার মার কাজ আমি যথাসাধ্য করবো। সেজন্য তোমায় দুঃখ দোব না। তুমি আমায় ত্যাগ ক'রেছ,—এ সামান্য কারণে তোমায় আমি মুখ দেখাতেম না। কেন ত্যাগ করেছিলে,—আমার কত বার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল,—কিন্তু মনের বেগ মনে চেপে রেখেছিলেম—তোমার সঙ্গে দেখা করিনি। কেন দেখা করবো ? মনে মনে তো তোমায় দেখতে পাই। আমি মার দায়ে আসিনি, কিন্তু আজ আমার ভারি বিপদ।

সীতা। আর কি বিপদ !

শ্রী। আমার ভাই যায়। কাজী সাহেব তাঁর জীবন্ত কবরের হুকুম দিয়েছেন ! তিনি এখন হাবুজখানায় আছেন।

সীতা। সে কি ? কি করেছে ?

শ্রী। কিছু না। মার সাংঘাতিক পীড়া হয়, দাদা বদ্দি ডাকতে যান। পথে দেখেন, গলির পথ যোড়া করে একজন ফকীর শুয়ে আছে। তিনি পথ না পেয়ে ফকীরকে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু ফকীর কোন মতেই তাঁর কথায় কর্ণপাত কল্লে না।

সীতা। ডিঙ্গিয়ে চলে গেলো না কেন ?

শ্রী। তাতেই তো এই সর্ব্বনাশ। তিনি মনের আবেগে ফকীরকে ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছিলেন। ফকীর পায়ে পা ঠেকিয়ে দিলে। দাদা বদ্দির বাড়ী গেলেন, ফকীর উঠে কোথায় গেল, কে জানে।

সীতা। বোধ হয় কাজীর কাছে।

শ্রী। সেইরূপ শুনলেম্। আর যা দেখলেম, তাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল।

সীতা। কি দেখ্‌লে ?

শ্রী। মার জীবন রক্ষা হ'ল না। আমরা শ্মশান থেকে শবদাহ করে ফিরে আস্‌ছি, পথে কাজীর অনুচরেরা তাঁকে বন্ধন ক'রে লয়ে গেল। একজন ফকীরকেও তাদের সঙ্গে দেখেছিলেম। সেই চিনিয়ে দিলে॥

সীতা। তোমায় কিছু বলে নি ?

শ্রী। আমায় ধর্‌তে পারে নি, আমি দ্রুতবেগে পলায়ন করেছিলেম।

সীতা। হুঁ—এখন উপায় ?

শ্রী। এখন উপায় তুমি, তাই এত বৎসরের পর এসেছি।

সীতা। আমি কি কর্‌বো ?

শ্রী। তুমি কি ক'র্বে ? তবে কে ক'র্বে ? আমি জানি, তুমি সব পার।

সীতা। দিল্লীর বাদশাহের চাকর এই কাজী। দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধ করে কার সাধ্য ?

শ্রী। তবে কি কোন উপায় নেই ?

সীতা। উপায় আছে। তোমার ভাইকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু আমি—আমি ম'রবো।

শ্রী। দেখ দেবতা আছেন, ধর্ম্ম আছেন, নারায়ণ আছেন। কিছু মিথ্যা নয়! তুমি দীন দুঃখীকে বাঁচালে তোমার কখনও অমঙ্গল হবে না। হিন্দুকে হিন্দু না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে ?

সীতা। তুমি সত্য ব'লেছ, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখ্‌লে কে আর রাখ্‌বে।" আমি তোমার কাছে স্বীকার কল্লেম—গঙ্গারামের জন্য আমি যথাসাধ্য ক'রবো।

শ্রী। অশুচি দেহে প্রণামের অধিকার নাই।

[প্রস্থান।

সীতা। যথার্থই সহধর্ম্মিণীর উপযুক্তা। এমন রূপ কি কখনও দেখেছি! হৃদয় ভরে গেল! কলিকা এরূপ প্রস্ফুটিত হবে, তা আমি জান্‌তেম না। আগে অঙ্গীকার পালন করি, পরের কথা পরে। ওহো! এমন স্ত্রীকে এক দিনের জন্য মনে করিনি। কিরূপে গঙ্গারামকে উদ্ধার করবো? যেরূপে হয় আমার ভাববার অধিকার নেই। অবশ্যই বিপদ সম্ভাবনা। বিপদ—শ্রী বিপদ! যদি বিপদ হয়, সেও আমার সম্পদ। কে আছ, মৃন্ময়কে ডেকে দাও।

(মৃন্ময়ের প্রবেশ)

মৃ। মহারাজের জয় হৌক্।

সীতা। মৃন্ময়! তোমার নিকট আমি দূত প্রেরণ কর্‌ছিলাম।

মৃ। রাজদর্শনে আস্‌তে আস্‌তে রাজ-আজ্ঞা শুনেছি। আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ অকারণ আমাকে দেখে লোকে ভয় পায়।

সীতা। তোমার বীর-মূর্ত্তি দর্শনে বলবান্ শত্রুর অসি হস্তচ্যুত হয়। তোমায় আজ রাণীদের লয়ে শ্যামপুরে যেতে হবে।

মৃ। মহারাজ! অকস্মাৎ কি প্রয়োজন?

সীতা। কল্য যবনহস্ত হ'তে এক জন হিন্দুর জীবন রক্ষা ক'র্ত্তে স্বীকৃত হয়েছি।

মৃ। দাস আপনার সঙ্গে থাক্‌বে না?

সীতা। মৃন্ময়, অবিশ্বাস করো না। আমি আত্মরক্ষায় সক্ষম! আমি রাজ্ঞীদের গঙ্গাস্নানে যেতে আদেশ করবো। তুমি বিশ্বাসী সতর্ক কয়েক জন সেপাই লয়ে তাদের শ্যামপুরে ল'য়ে যাও।

মৃ। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য! আমি অর্দ্ধ দণ্ড মধ্যে প্রস্তুত হব।

[মৃন্ময়ের প্রস্থান।

(চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের প্রবেশ)

চন্দ্র। অনেক দিন তোমায় দেখিনি হে। প্রাণটা কেমন ক'রে উঠলো, তাতেই তোমায় একবার দেখ্‌তে এলেম।

সীতা। গুরুদেব! আপনি অন্তর্য্যামী। আমার অন্তর বুঝেই এসেছেন। প্রাতে মহাকাণ্ড উপস্থিত; কি কোর্ব্বো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। আমি শ্রীচরণ দর্শনে যাচ্ছিলেম, আপনি নিজেই এসে উপস্থিত হোয়েছেন।

চন্দ্র। কি হে—কি হে, ব্যাপারটা কি বল তো? প্রজাগুলো বড় বজ্জাত হয়ে উঠেছে বটে? মহল অশাসিত না? তা দাও না—আমায় পাঠিয়ে দাও না, তিন দিনে গিয়ে শাসিত করে আসি। টোলের কথা বল্‌ছ? তা থাক্ এখন টোল; তোমার কাজ আমার আগে। ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি আমার মাথায় থাক্। বলি, কি কাজটা, বল তো হে।

সীতা। প্রভু! অতি গুরুতর কার্য্য। কাল প্রাতে এক জন হিন্দুর প্রাণরক্ষা কোর্ত্তে হবে। কাজীর হুকুম, মুসলমানেরা কাল তাকে জীবিত কবর দেবে!

চন্দ্র। বটে—বটে, আস্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছে! নাও ওঠো, অনেক কাজ আছে। আমায় একবার মেধো বাগ্‌দীর বাড়ী যেতে হবে। সড়্‌কীওয়ালা চাই-ই।

সীতা। প্রভু! যুদ্ধ ব্যতীত কি অন্য উপায় হয় না?

চন্দ্র। অন্য উপায় থাকে থাকুক, সে বিবেচনার সময় পাবো। কাল প্রাতে কবর দেবে, লোক যোগাড় করা চাই। "বলং বলং বাহুবলং" ওঠো ওঠো, আর দেরী কোরো না।

সীতা। যে আজ্ঞা।

চন্দ্র। খাতাঞ্জীকে বল, আমায় হাজার খানেক টাকা দিক্। আমি একটা ভারি রকম হোম কোর্ব্বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সীতারামের অন্তঃপুর

নন্দা ও মুরলা

মুরলা। বড় রাণী ঠাকরুণ, মহারাজের হুকুম, সব গঙ্গাস্নানে যেতে হবে।

নন্দা। তুইও যাবি না কি?

মুর। যাবো না? ছোটমার সঙ্গে আমায় থাকতে হবে। ছোট মা চুলের দড়ি গুছিয়ে ঠিক্ ঠাক্ হোয়ে বোসে আছে।

নন্দা। গঙ্গাস্নানে যেতে হবে, তোকে কে বোল্লে?

মুর। মহারাজ মেনা হাতীকে বলেছে, মেনা হাতী ভাণ্ডারীকে ব'লেছে! ভাণ্ডারী কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমাকে বোল্লে। [প্রস্থান।

(সীতারামের প্রবেশ)

নন্দা। হঠাৎ গঙ্গাস্নানের এত ঘটা কেন ?

সীতা। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ—

নন্দা। তা জানি, তিনি মাথায় থাকুন। হঠাৎ তাঁর উপর এ ভক্তি কেন ?

সীতা। তোমাদের ঐহিক সুখের জন্য আমার যেমন জবাবদিহি, তোমাদের পরকালের সুখের জন্যও আমার তেমনি জবাবদিহি। সাম্‌নে একটা যোগ আছে, তোমাদের গঙ্গাস্নানে পাঠাব না ?

নন্দা। তুমি যখন কাছে আছ, তখন আবার আমাদের গঙ্গাস্নান কি ? তুমিই আমাদের সকল তীর্থ। তোমার পাদোদক খেলেই আমার একশ' গঙ্গাস্নানের ফল হবে। আমি যাব না।

সীতা। তা তুমি না যাও না যাবে, যারা যেতে চায়, তারা যাক্‌।

নন্দা। ভেতরের কথা কি, বলবে ?

সীতা। বলবার হ'তো তো বল্‌তেম।

নন্দা। (ধরা ধরা আওয়াজে) তা নাই বোল্লে। তা সন্ধ্যের পর তোমার কাছে কে এসেছিল, সেইটে বল ?

সীতা। তা ঢের লোক তো আমার কাছে আসে। সন্ধ্যের পর অনেক লোক এসেছিল।

নন্দা। মেয়েমানুষ কে এসেছিল ?

সীতা। তাও তো ঢের আসে। খাজনা মেটাতে, ভিক্ষে মাগ্‌তে, দায়ে অদায়ে প'ড়ে ঢের মাগী তো আসে। স্ত্রীলোক প্রায় সন্ধ্যার পরই আসে।

নন্দা। আজ সন্ধ্যার পর ক'জন স্ত্রীলোক এসেছিল ?

সীতা। মোটে এক জন।

নন্দা। সে কে?

সীতা। তার ভাই বাঁচে না।

নন্দা। তা নয়, সে কে? নাম কি?

সীতা। আর একদিন বল্‌বো।

নন্দা। ভাল। (ক্রন্দন)

সীতা। কেন, অকস্মাৎ মেঘোদয় কেন? ছি। ছি! এ কি কর?

নন্দা। কি জানি, আমার প্রাণ কেমন করে।

[প্রস্থান।

সীতা। তোমায় যে সত্যভামা বলে, তা ঠিক। তোমার পদে পদে অভিমান। এই যে রুক্মিণী আস্‌ছে,—দেখি ওঁর কি মত?

(রমার প্রবেশ)

সীতা। কি রুক্মিণী, গঙ্গাস্নানের কথা শুনেছ?

রমা। ছি! ছি! ওকি কথা!

সীতা। কোন্‌টা ছি ছি? গঙ্গাস্নান ছি ছি? না রুক্মিণী ছি ছি?

রমা। তাঁরা হলেন দেবতা, লক্ষ্মী। আর সেই একটা কি নাম মনে আসে না—

সীতা। শিশুপালের গল্পটা বটে? তা সে কথা রইলো। গঙ্গাস্নানের কথাটা কি শুনেছ?

রমা। তুমি যাবে কি?

সীতা। যাব।

রমা। তবে আমিও যাব।

সীতা। কিন্তু আজ আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। কাল পথে মিল্‌বো।

রমা। তোমার কি কাজ?

সীতা। সব কথা কি বলা যায়?

রমা। (সীতারামকে বাহুবেষ্টন) বল্‌তে হবে। তোমার বড় সাহস, আমার বড় ভয় করে। তুমি কোন দুঃসাহসের কাজ কোর্ব্বে, তাই আমাদের সরিয়ে দিচ্চ।

সীতা। (খোঁপা টানিয়া ও নাক টানিয়া) আমি বড় দুঃসাহসের কাজ কোর্ব্বো সত্য, কিন্তু কোন ভয় নেই।

রমা। সকল কথা ভেঙ্গে না বোল্লে আমি ছাড়বো না।

সীতা। তবে শোনো। কাজী সাহেব শ্রীর ভাইকে জাবন্ত পুঁতে ফেল্‌বার হুকুম দিয়েছে। শ্রীর ভিক্ষা, আমি তার ভাইকে রক্ষা করি। আমি তা স্বীকার করেছি।

রমা। তাই আমরা আজ গঙ্গাস্নানে যাব! তুমি আমাদের পাঠিয়ে দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ফৌজদারের সঙ্গে লাঠালাঠী দাঙ্গা কোর্ব্বে।

সীতা তুমি জান, আমার সত্য ভঙ্গ হ'লে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি, তা জানো তো?

রমা। তবে আমার কাছে একটা সত্য কর, আমি ছেড়ে দিচ্চি।

সীতা। কি?

রমা। তুমি অস্ত্র সঙ্গে নেবে না।

সীতা। না।

[রমার প্রস্থান।

(চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। রাজা! আমার হোম করা শেষ হয়েছে। যা যা উপকরণ সংগ্রহ কোরেছি, তার তালিকা লও। তোমার অর্থ আমি অপব্যয় করিনি।

সীতা। গুরুদেব! আমি আপনার নিকট হাজার টাকার হিসেব নেব?

চন্দ্র। আরে শোনোই না! নীলে ডোম্‌কে দুশো টাকা দিয়েছি। তারা দু ভাই আর দেড়শো লোক প্রস্তুত থাক্‌বে। মেধো চাঁড়ালকে—

সীতা। গুরুদেব! আপনি লোক সংগ্রহ ক'রেছেন বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু আমি রাজ্ঞীর নিকট প্রতিশ্রুত যে, অস্ত্রধারণ কোর্ব্বো না।

চন্দ্র। কে তোমায় বল্‌ছে? তোমার যা ইচ্ছে হয় কোর্ব্বে।

সীতা। তবে লোক সংগ্রহের প্রয়োজন?

চন্দ্র। সে প্রয়োজন থাকে না থাকে, আমি বুঝবো। তুমি রাজা আছ রাজাই আছে। আমার পুত্রের জীবনরক্ষার্থে আমি লোক সংগ্রহ কোর্ব্বো, তাতে বাধা দেবার তুমি কে হে? এস, এখন আরও কাজ আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর

গাছের উপর চন্দ্রচূড় ও গাছের তলায় শ্রী দণ্ডায়মান

দূরে জনতা

শ্রী। ঠাকুর! এখন কিছু দেখা যায় না?

চন্দ্র। না।

শ্রী। তবে বোধ হয় নারায়ণ রক্ষা ক'ল্লেন।

চন্দ্র। (স্বগত) আমি ধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত, ধর্ম্মের জন্য সকলই কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) নারায়ণ অবশ্য রক্ষা করবেন, আমার ভরসা আছে। তুমি উতলা হোয়ো না। কিন্তু এখনও রক্ষার উপায় হয়নি বোধ হচ্ছে। কতকগুলো লাল্ পাগ্ড়ি আস্‌চে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

শ্রী। কিসের লাল পাগড়ি?

চন্দ্র। বোধ হয় ফৌজদারী সিপাই।

শ্রী। কত সিপাই?

চন্দ্র। দুই শত হবে।

শ্রী। আমরা দীন নিঃসহায়। আমাদের মারবার জন্য এত সিপাই কেন?

চন্দ্র। বোধ হয় বহু লোকের সমাগম হয়েছে শুনে, সতর্ক হয়ে ফৌজদার এত সিপাই পাঠিয়েছেন।

শ্রী। তার পর কি হচ্ছে?

চন্দ্র। সিপাইরা এসে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে প্রস্তুত কবরের নিকট দাঁড়াল মধ্যে গঙ্গারাম, পেছনে খোদ কাজী আর সেই ফকীর।

শ্রী। দাদা কি ক'রছেন ?

চন্দ্র। পাপিষ্ঠেরা তাঁর হাতে হাত-কড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়েছে।

শ্রী। কাঁদ্ছেন কি ?

চন্দ্র। না, নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ। মূর্ত্তি বড় গম্ভীর, বড় সুন্দর !

শ্রী। আমি একবার দেখ্তে পাই না ? জন্মের শোধ দেখ্বো।

চন্দ্র। দেখবার সুবিধা আছে, তুমি এই নীচের ডালে উঠ্তে পারো ?

শ্রী। আমি স্ত্রীলোক, গাছে উঠ্তে জানি না।

চন্দ্র। এ কি লজ্জার সময় মা ?

(শ্রীর বৃক্ষে আরোহণ)

জনৈক দর্শক। মরি মরি, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ! এ কি কোন দেবী ? আহা, দুই চক্ষে জলধারা পড়্ছে দেখ ! মা যেন উন্মাদিনী ! কোথা হতে এ বনদেবী এলেন ?

(পট-পরিবর্ত্তন)

শাহ সাহেব। কিয়া দেখ্তে হো ? কাফেরকো মাট্টি দেও।

কাজী। শাহ সাহেব ! সীতারাম হাত উঠাযকে মানা করতে হো ; ইস্কা কেয়া সবব্ সম্ঝনা চাহি। যব্তক্ উহ না পৌহুঁছে থোড়া সবুর।

(সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। বন্দে কাজী সাহেব !

কাজী। কেমন রায় সাহেব, আপনার মেজাজ সরীফ ?

সীতা। অলহম্ দল্ ইল্লা। মেজাজে মবারকের সংবাদ পেলেই এ ক্ষুদ্র প্রাণী চরিতার্থ হয়।

। খোদা নফরকে যেমন রেখেছেন। এখন উত্তর, বাল সফেদ. কাজা পৌছিলেই হয়। দৌলতখানার কুশল সংবাদ তো ?

সীতা। হুজুরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি ?

কাজী। এখন এখানে কি মনে করে ?

সীতা। এই গঙ্গারাম—বদ্খত্—বেতমিজ। যাই হোক্, আমার স্বজাতি। তাই দুঃখে প'ড়ে হুজুরে হাজির হয়েছি। জান্ বখশিস্ ফরমাস করুন।

কাজী। সে কি ?—তাও কি হয় ?

সীতা। মেহেরবান্ কদরদান্ সব পারেন।

কাজী। খোদা মালেক। আমা হতে এ বিষয়ে কিছু হবে না।

সীতা। হাজার আসরফি জরিমানা দেবো। জান বখশিস্ ফরমায়েস্ করুন।

কাজী। (ফকিরের প্রতি দৃষ্টি)।

ফকীর। (ঘাড় নাড়িয়া) নেহী।

কাজী। সে সব কিছু হবে না।

ফকীর। কবরমে কাফেরকো ডারো।

সীতা। দু হাজার আসরফি দেব। আমি যোড় হাত কর্‌চি, গ্রহণ করুন। আমার খাতির।

কাজী। (ফকীরের মুখ পানে চাহনি)।

ফকীর। সো নেহী হোগা।

কাজী। রায সাহেব ! তা হয় না।

সীতা। চার হাজার আসরফি দেব।

ফকীর। সো নেহী হোগা।

কাজী। তাও না।

সীতা। পাঁচ হাজার।

ফকীর। সো নেহী হোগা।

কাজী। তাও না।

সীতা। আট হাজার—দশ হাজার ?

ফকীর। সো নেহী হোগা।

কাজী। তাও না।

সীতা। (জানু পাতিয়া) আমার আর নেই : তবে আর অন্য যা কিছু আছে, তাও দিচ্চি। আমার তালুক-মুলুক জমী-জরাত বিষয়-আশয় সর্ব্বস্ব দিচ্চি। সব গ্রহণ করুন, ওকে ছেড়ে দিন।

কাজী। ও তোমার এমন কে যে, ওর জন্যে সর্ব্বস্ব দিচ্চ ?

সীতা। ও আমার যেই হোক, আমি ওর প্রাণদানে স্বীকৃত। আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে ওর প্রাণ রাখ্‌বো, এই আমাদের হিন্দুধর্ম্ম।

কাজী। হিন্দুধর্ম্ম যাই হোক্, মুসলমান-ধর্ম্ম তার বড়। এ ব্যক্তি মুসলমান ফকীরের অপমান করেছে। ওর প্রাণ লব—তাতে সন্দেহ নাই। কাফেরের প্রাণ ভিন্ন এর অন্য দণ্ড নাই।

সীতা। কাফেরের প্রাণ ? আমিও কাফের। আমার প্রাণ নিলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয় না ? আমি এই কবরে নাম্‌ছি, আমাকে মাটী চাপা দিন, আমি হরিনাম ক'রতে ক'রতে বৈকুণ্ঠে যাব। আমার প্রাণ নিয়ে এই দুঃখীর প্রাণ দান করুন। দোহাই তোমার কাজী সাহেব ! তোমার যে আল্লা, আমারও সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর। ধর্ম্মাচরণ

করুন। আমি প্রাণ দিচ্চি—বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রাণ দান করুন।

সকলে। ধন্য রায়জী! ধন্য রায় মহাশয়! জয় কাজী সাহেবকা! গরিবকে ছেড়ে দাও।

কাজী। এ কি বলছেন রায় মহাশয়! এ আপনার কে যে, এর জন্যে আপনি প্রাণ দিতে চাচ্চেন?

সীতা। এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা—পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়, কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়ে—প্রাণ দিয়ে শরণাগতকে রক্ষা করবে। রাজা ঔশীনর আপনার শরীরের সকল মাংস কেটে দিয়ে একটি পায়রাকে রক্ষা করেছিলেন। আমাকে গ্রহণ করুন—একে ছেড়ে দিন।

কাজী। (ফকীরের প্রতি) এ আদ্‌মী দশ হাজার আস্‌রফি দেনে মাংতা, লেনেসে সরকারী তহবিলকা বহুত কিফায়েৎ। এ বদ্‌বক্তকো ছোড়্‌নেসে হোতা নেহী? আপ্‌ ক্যা ফর্‌মাইয়ে?

ফকীর। হামার জিউ চাহাতা, দোনোকো কবরমে ডারো।

কাজী। তোবা। হাম্‌সে নেহী হোগা। ইস্‌কা কসুর কুচ্‌ নেহী। সীতারাম ইজ্জতদার হ্যায়। আদ্‌মী লোক মান্‌তে হে—গল্পে হে, সো নেহী হোগা।

গঙ্গা। হুজুর! মর্জ্জি মবারকে কি হয় বল্‌তে পারিনে। কিন্তু এ গরিবের প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে গরিবেরও একটা কথা শুন্‌তে হয়। একের অপরাধে অন্যের প্রাণ নেবেন, এ কোন এন্‌সাফ। সীতারামের প্রাণ নিয়ে আমার প্রাণদান দেবেন, আমি এমন

প্রাণদান নেব না। এই হাতকড়ি মাথায় মেরে আপনার মাথা ফাটাবো।

চন্দ্র। হাতকড়ি মাথায় মেরেই মর। মুসলমানের হাত এড়াবে।

জমাদার। পাক্‌ড়াও উস্কো।

শাহ ফকীর। (স্বগত) মরণে মাংতা কবর নেহী হোগা। (প্রকাশ্যে) আবি হাতকড়িসে ক্যা কাম, ছিনায় লেও। দেব কিস্‌কো ওযাস্তে? ইস্কো কবর দেনে হুকুম দি জিয়ে।

কুমার। বেড়ী পাযে থাক্‌বে কি ? সরকারী বেড়ী লোকসান্ হবে কেন ?

কাজী। আচ্ছা, খোল্ দেও।

(কামার কর্ত্তৃক গঙ্গারামের বেড়ী উন্মোচন)

গঙ্গা। এই তো সময়, ঘোড়াও তোয়ের রয়েছে। (গঙ্গারামেব পলায়ন)

সিপাহিগণ। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো। (অনুসবণ)

কাজী। এ কি ব্যাপার ?

সীতা। আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

কাজী। বুঝতে পাচ্চ না ? আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি, এ তোমার খেলা।

সীতা। তা হ'লে আপনার কাছে নিরস্ত্র হ'যে মৃত্যু-ভিক্ষা চাইতে আস্‌তেম না।

কাজী। এখন আমি তোমার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করব। এ কবরে তোমাকে পুঁতবো। (কামারের প্রতি) এর হাতে-পায়ে ঐ হাতকড়ি আব বেড়ী লাগাও।

শ্রী। মার্! মার্! শত্রু মার্! শত্রু মার্!

সকলে। মার্! মার্! পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর

(সিপাহীগণ ও একজন খঞ্জের প্রবেশ)

১ম সি। এ শশুরা বদমাস্ হায! দাঙ্গামে ল্যাংড়া হুযা।

খঞ্জ। নেই সিপাই বাবা, আমায ধরো না বাবা। আমি খোঁড়া মানুষ, ভিক্ষে ক'রে খাই বাবা, আমি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধার ধারিনি বাবা।

১ম সি। আরে চোপ্ রও।

(একজন গুলিখোরের প্রবেশ)

২য় সি। এ ভি বদমাস্! চল্বে চল্। তোম্কো গারদমে জানে হোগা।

গুলি। খাঁ সাহেব! তুমি এমন বেলয় কথাটা বল্লে? মৌতাতের সময় হ'য়েছে বাবা, হাই উঠ্ছে। এ সময়ে তোমার গদিতে কেমন করে শুই বাবা? চখের জলে বিছানা ভেসে যাবে! দেখ্ছো তো, মুহুর্মুহু হাই উঠ্ছে।

২য় সি। নেহী—নেহী—তোম্কো জানে হোগা।

গুলী। খাঁ সাহেব। একটু ক্ষেমা-ঘেন্না কর। এমন লোক করে থাকে। তুমি দশ জনকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। যা গেরেপ্তার ক'রেছ তাতেই তোমার ডঙ্কা বেজে গেছে। এই এড়াটে ফেড়াটেকে ছেড়ে দিলে তাতে আর তোমার বদ্নাম হ'চ্ছে না। এই দেখ না, দিল্লী থেকে তোমার খেতাব এলো বলে। তুমি যমের পেয়ারের দোস্ত।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রান্তর

(সীতারাম, চন্দ্রচূড় ও গঙ্গারামের প্রবেশ)

[ভূতলে মূর্চ্ছিতা শ্রী]

সীতা। তুমি যে আমার ঘোড়া চুরি ক'রে পালিয়েছিলে, সে ঘোড়া কি ক'ল্লে? বেচে খেয়েছ?

গঙ্গা। (সহাস্যে) আজ্ঞে না। ঘোড়া মাঠে ছেড়ে দিয়েছি—ধরে দিচ্ছি।

সীতা। ঘোড়া ধোরে তার ওপর আর একবার চড়ে পালাও?

গঙ্গা। আপনাদের ছেড়ে?

সীতা। তোমার ভগ্নীর জন্য ভেব না।

গঙ্গা। আপনাকে ত্যাগ ক'রে আমি যাব না।

সাতা। তুমি বড় নদী পার হ'য়ে যাও। শ্যামপুর চেন ত?

গঙ্গা। তা চিনি না?

সীতা। সেইখানে অতি দ্রুতগতি যাও। সেইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ ক'রে যাব না।!

সীতা। (ভ্রূকুটি করিয়া) আমি এখন ফৌজদারের কাছে যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

[গঙ্গারামের প্রস্থান।

সীতা। (চন্দ্রচূড়ের প্রতি) আপনি গঙ্গারামের পেছু পেছু যান। ওঁর যাতে রক্ষা হয়, সে ব্যবস্থা ক'র্বেন। আপনাকে বেশী বল্‌তে হবে না।

চন্দ্র। আর তুমি এখন কি ক'র্ব্বে?

সীতা। আপনাকে কিছু বল্‌তে পারি না। কেন না, আপনার কাছে যা বল্‌বো, তা ঘটনাক্রমে যদি মিথ্যা হয়, তা হলে অপরাধ হবে—অতএব কিছুই বল্‌বো না। আপনি শ্যামপুরে গমন করুন। যদি জীবিত থাকি, সেইখানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

[চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান।

এই যে আমার উত্তেজনাকারী সিংহবাহিনী সচেতন হয়েছে। আমার রাজরাণী আমার বামে থাক্‌লে আমি ভুবন-বিজয়ী হব।

(শ্রীর উত্থান)

শ্রী! তুমি এখন কোথায় যাবে?

শ্রী আমার স্থান কোথায়?

সীতা। কেন, তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। সেখানে কে আছে? এখন আমায় সেখানে কে রক্ষা ক'র্‌বে?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছা কর।

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এখানেই থাক্‌বে? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নেই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি ক'র্‌বে?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসী দিতে পারে, মেরে ফেল্‌তে পারে, বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামপুরে যাচ্ছি—তোমার ভাইও সেখানে যাবে। সেখানে

তার ঘর দোর হবার সম্ভাবনা। তুমি সেইখানে যাও। সেখানে বা যেখানে তুমি অভিলাষ কর।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাবো?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাকে সঙ্গে দেবে যে, দুরন্ত সেপাইদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা ক'র্‌বে?

সীতা। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্চি।

শ্রী। এত দিনের পর এ কথা কেন?

সীতা। সে কথা বোঝানো বড দায়। নাই বুঝ্‌লে?

শ্রী। না বুঝ্‌লে আমি তোমার সঙ্গে যাব না। যখন তুমি ত্যাগ করেছ, তখন আর তোমার সঙ্গে যাব কেন? * [যাব বৈ কি? তুমি দয়া করে আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাবার জন্যে যে এক দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, আমি সে দয়া চাই না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী। আমি শুধু তোমার দয়া নেব কেন? যার আর কিছুতেই অধিকার নেই, সেই দয়া চায়। না প্রভু! তুমি যাও আমি যাব না। এত কাল যদি তোমা বিনা আমার কেটে থাকে, তবে আজও কাট্‌বে।

সীতা। এস, কথাটা আমি বুঝিয়ে দেব।

শ্রী। কি বোঝাবে? আমি তোমাব সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। তোমার আর দুই স্ত্রী আছে, কিন্তু আমি সহধর্ম্মিণী; আমি কুলটাও

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

নই, জাতিভ্রষ্টাও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে তুমি আমাকে ত্যাগ ক'রেছ। কখনও বলনি যে, কি অপরাধে ত্যাগ ক'রেছ। কাকেও জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারি নি! অনেক দিন মনে করেছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণ ত্যাগ ক'রবো। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি ক'রে তোমাকে পাপ হ'তে মুক্ত করবো। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পেলে আমি এখান হতে যাব না।

সীতা। সে কথা সব বলবো। কিন্তু একটা কথা আগে আমার কাছে স্বীকার কর যে, কথাগুলো শুনে তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে না?

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ ক'রবো?

সীতা। স্বীকার কর, যাবে না?

শ্রী। এমন কি কথা? তবে না শুনে আগে স্বীকার করি কি প্রকারে?] *

সীতা। দেখ, সিপাইদের বন্দুকের শব্দ শোনা যাচ্চে; যারা পালিয়েছে, সিপাইরা তাদের পেছু ছুটছে! এই বেলা যদি এস, এখনও বোধ হয়, তোমায় নগরের বাইরে নিয়ে যেতে পারি। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে উভয়ে নষ্ট হব।

শ্রী। তবে কোথায় যাব?

সীতা। আমার সঙ্গে এস। নিভৃত স্থানে ল'য়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মধুমতীর তীর

চন্দ্রচূড়

চন্দ্র। (কাটা মুণ্ড লইয়া) উঃ। বেটার মাথাটা কেটে তবে গায়ের জ্বালা গেল। ওঃ! ধেই ধেই ক'রে নৃত্য কি আর সাধে ক'রেছি? জয় মা জগদম্বা! এক চোপে সাফ্ ক'রেছি! এ্যাঁ, সীতারামের তো তত্ত্ব পেলেম না। এখনও তো এসে পৌঁছল না। আমি মৃন্ময়কে লোক-জন সঙ্গে দিযে পাঠাযেছি। সে তেমন লোক নয যে, ছেড়ে আস্‌বে। ঐ যে, ঘাটে পেরুচ্চে তারা।

[প্রস্থান।

(সীতারাম ও শ্রীর প্রবেশ)

সীতা। এই স্থান নির্জ্জন। এখন যা শুন্‌তে ইচ্ছে করছিলে, শোনো। না শুনলেই ভাল হোতো। তোমাব সঙ্গে আমাব বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমাব পিতা তোমার কুষ্ঠী দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, তোমার মনে আছে?

শ্রী। না।

সীতা। তোমার কুষ্ঠী ছিল না, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হযেছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী ব'লে আমার মা জিদ ক'রে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রী। হ্যাঁ, প্রতিদিনের কথা আমার স্মরণ আছে।

সীতা। বিবাহের এক মাস পরে আমাদের বাড়ীতে এক জন বিখ্যাত

দৈবজ্ঞ এলো। সে আমাদের সকলের কুষ্ঠী দেখ্‌লে। তার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর আপ্যায়িত হলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট-কুষ্ঠী উদ্ধার করতে জান্‌তো। পিতাঠাকুর তাকে তোমার কুষ্ঠী প্রস্তুত কর্ত্তে নিযুক্ত ক'র্লেন। দৈবজ্ঞ কুষ্ঠী প্রস্তুত করে আন্‌লে, কুষ্ঠীর ফল পিতাঠাকুর শুন্‌লেন। সেই দিন হতে তুমি পরিত্যাজ্যা হ'লে।

শ্রী। কেন ?

সীতা। আমার দুর্ভাগ্য। তোমার কুষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র।

শ্রী। তা হ'লে কি হয় ?

সীতা। যাব এরূপ হয়, সেই স্ত্রী প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হয়। স্ত্রীলোকের পতি প্রিয় হয়; কিন্তু পরস্পবের দেখা-সাক্ষাৎ না থাক্‌লে অপর কোন আত্মীয় প্রিয় হয়। সুতরাং কুষ্ঠীর ফল সেই আত্মীযের প্রতি ঘটে। এ কাবণ পিতৃদেব তোমায় তোমার পিত্রালয়ে পাঠালেন। আর আমায় তোমাকে গ্রহণ ক'র্ত্তে নিষেধ কল্লেন।

শ্রী। নারায়ণ! (উঠিতে উদ্যত)

সীতা। (বসাইয়া) শোনো—শোনো, এখনও আমার কথা বাকী আছে। যখন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, আমি তাঁর অধীন ছিলেম—তিনি যা আজ্ঞা ক'র্ত্তেন, তাই ক'র্‌তেম।

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়েছেন বোলে তুমি তাঁর অধীন নও ?

সীতা। পিতার আজ্ঞা সকল সময়ই পালনীয়। তিনি যখন আছেন তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে তখনও পালনীয়। কিন্তু যদি অধর্ম্ম ক'র্‌তে বলেন, তবে তা কি পালনীয় ? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না। কেন না, যিনি পিতা-মাতার

পিতা-মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম ক'র্লে তাঁর বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনা অপরাধে স্ত্রীত্যাগ করা ঘোরতর অধর্ম্ম—অতএব আমি পিতৃআজ্ঞা পালন ক'রে অধর্ম্ম কচ্চি। শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাতেম্, কিন্তু—

শ্রী। আমাকে পরিত্যাগ ক'রেও যে তুমি আমাকে এত দয়া ক'রেছ, আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা দিয়েছ, এ তোমার অশেষ গুণ। আর কখনও আমি তোমাকে মুখ দেখাব না বা তুমি কখনও আমার নাম শুন্‌বে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন আর স্ত্রীলোকের কেহই প্রিয় নয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—একথা লুকান আমার উচিত নয়। আমি এখন হোতে তোমার শত যোজন তফাতে থাক্‌বো।

[প্রস্থান।

সীতা। শ্রী—শ্রী! যেও না—যেও না! কোথায় যাও?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈতরণী তীর

(উড়েণীগণের গীত)

আরে কেমতি এমতি কঁউটি কড়াই ।
ছোড়ি দে দধি বেচি বাকু যাই ॥
দধি টিকা তু নেই সে মতে ছোড়ি দে,
দধি কো পাই অঞ্চড় ধড়ুচি কাঁই,
তু এমতি সেমতি নহু বধাই ।

[উড়েণীগণের প্রস্থান ।

শ্রী। মরি মরি কি অপূর্ব্ব শোভা! ঐ দূরে নীল মেঘের মত নীলগিরিশিখরপুঞ্জ; নীল সলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী, যেন রজত প্রস্তরের মধ্যে বয়ে যাচ্চে! সপ্তমাতৃকা! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। তোমাদের বিরাজ করবার উপযুক্ত স্থান। এই তো বৈতরণী, পার হোলে আমার জ্বালা জুড়াবে কি?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। এ সে বৈতরণী নয়, যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী নয়; আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও, তবে সে বৈতরণী দেখ্‌বে।

শ্রী। (ফিরিয়া দেখিয়া) ওমা! সেই সন্ন্যাসিনী! * [তা মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ-পারে না ও-পারে?

জয়ন্তী। বৈতরণী পার হ'য়ে যমপুরে পৌঁছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে? তুমি এ-পারে কি যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্ছ?

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দু'পারেই আছে।

জয়। না মা, যন্ত্রণা সব এই পারে। ও-পারে যে যন্ত্রণার কথা শুন্‌তে পাও, সে আমরা এ-পার থেকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই! আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বেঁধে বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়ে, বিনা কড়িতে পার ক'রে নিয়ে যাই। পরে যমালয় গিয়ে গাঁটরি খুলে ধীরে-সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা ভোগ করি।

শ্রী। তা মা, বোঝাটা এ-পারে রেখে যাবার কোন উপায় আছে কি? থাকে তো আমায় বলে দাও। আমি শীঘ্র শীঘ্র ওর বিলি কোরে, বেলায় বেলায় পার হয়ে চ'লে যাই। রাত করবার দরকার দেখিনি।

জয়। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হলে বাতাস উঠ্‌বে।

জয়। তুফানের ভয় কর মা? কেন, তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নেই?

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তার নৌকায় উঠলেম্ না। কেন তার নৌকা ভারি ক'র্‌বো।

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

জয়। তাই কি খুঁজে খুঁজে বৈতরণীর তীরে এসে বসে আছো ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাচ্ছি। শুনেছি, শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই না কি পারের কাণ্ডারী।

জয়। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজতে যাচ্ছি। চল না, দু'জনে একত্রে যাই। কিন্তু আজ তুমি একা কেন ?] * সে দিন সুবর্ণরেখা তীরে তোমাকে দেখেছিলেম, তখন তোমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল—আজ একা কেন ?

শ্রী। আমার কেউ নেই, অর্থাৎ আমার অনেক আছে, কিন্তু আমি ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্যাগী। আমি এক যাত্রীদলে জুটে শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছিলেম, কিন্তু যে পাণ্ডার সঙ্গে আমরা যাচ্ছিলেম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করায় দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে কাল রাত্রিতে যাত্রীদল থেকে সোরে পড়েছি।

জয়। এখন ?

শ্রী। এখন বৈতরণীর তীরে এসে ভাবছি, দু'বার পারে কাজ নেই, একবারই ভাল। জল যথেষ্ট আছে

জয়। সে কথাটা না হয় তোমায় আমায় দু'দিন বিচার ক'রে দেখা যাবে তার পর বিচারে যা স্থির হয়, তাই কর্‌বো। বৈতরণী তো তোমার ভয়ে পালাবে না ? কেমন, আমার সঙ্গে আস্‌বে কি ?

শ্রী। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো মা। তুমি দিনপাত কর কিসে ?

জয়। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তা পারবো না। বৈতরণী তা অপেক্ষা সহজ বোধ হচ্ছিল।

জয়। তা তোমায় ক'র্‌তে হবে না, আমি তোমার হয়ে ভিক্ষা ক'রবো।

শ্রী। বাছা, তোমার এই বয়েস, তুমি আমার অপেক্ষা ছোট বই বড় হবে না, তোমার এই রূপরাশি !—

জয়। আমরা উদাসীন, সংসারত্যাগী, আমাদের কিছুতেই কোন ভয় নেই ! ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।

শ্রী। তা যেন হ'লো, তুমি সন্ন্যাসিনী বলে নির্ভয়। কিন্তু আমি বেল-পাতার পোকার মত তোমার সঙ্গে বেড়াব কি ক'রে ? তুমিই বা লোকের কাছে এ পোকার কি পরিচয় দেবে ? বল্‌বে কি যে, উড়ে এসে গায়ে প'ড়েছে।

জয়। তুমি কেন বাছা এ বেশ ধারণ কর না ?

শ্রী। সে কি ? আমি সন্ন্যাসিনী হবার কে ?

জয়। আমি তা হ'তে বলছিনে। তুমি যখন সর্ব্বত্যাগী হয়েছ বলছ, তখন তোমার চিত্তে যদি পাপ না থাকে, তবে হলেই বা দোষ কি ? কিন্তু এখন সে কথা থাক্‌—এখন তা ব'লছিনে। এখন এই বেশ ছদ্মবেশ স্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি ?

শ্রী। মাথা মোড়াতে হবে ? আমি সধবা।

জয়। আমি মাথা মোড়াইনি, দেখছো !

শ্রী। জটা ধারণ করেছ ?

জয়। তাও করিনি। তবে চুলগুলোতে কখন তেল দিইনি। ছাই মাখিয়ে রাখি, তাইতে কিছু জোট্‌ পড়ে থাকবে।

শ্রী। চুলগুলি যে রকম কুণ্ডলী ক'রে ফণা ধরে আছে, আমার ইচ্ছে কচ্ছে, একবার তেল দিয়ে আঁচড়ে বেঁধে দি।

জয়। জন্মান্তরে হবে, যদি মানব-দেহ পাই। এখন তোমায় সন্ন্যাসিনী সাজাব কি ?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখ্‌লে কি সাজ হবে ?

জয়। না গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি সব এই ঝুলিতে আছে।

(ঝুলি প্রদান)

(জয়ন্তীর গীত)

উদার অম্বর শূন্য সাগর শূন্যে মিলাও প্রাণ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফোটে অভিমান ॥
অহম্‌ অহম্‌ ইতি শূন্যে বিভাসিত,
শূন্যে বিকশিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ মাৎসর্য্য ভোক্তা ভোজ্য শূন্য সকলি এ ভান ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

[দ্বিতীয় দৃশ্য

উড়িষ্যার পথ

উড়ে ও উড়েনীগণ

(শ্রী ও জয়ন্তীর প্রবেশ ও প্রস্থান)

১ম উড়ে। মলা দেখ্‌ দেখ্‌, পরি সাই কি কিনিয়া মানে ; যাউছন্তি পরা।

২য় উড়ে। তুই চাঁপা কেড়া বুঝিলি সে মনে দেবতা হব, হই দেবী

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

আশিস মতে কিছু কৌড়ি দে দেই, মু বড় গরীব। মতে ভাইয়ের টৌকিটা মিলিছে মাঙ্গিছে পিতড় পানশের পিতড় মাঙ্গিছে। মু দেই পারিছিনি নিত্তি নিত্তি মোকে ঝাড়ু মারিকি পকাই দেয়। হয় দেবী মোতে কৌড়ি হুকুম দিযায় মু পিতড় কিনথু।

১ম উড়ে। আরে বাধব! কাইকো বুলুছি, রুক্মিণী সত্যভামা দেবী যাউছন্তি।

২য় উড়ে। মু বলুচু, রাধা দেবী চন্দ্রাবিলি দেবী যাউছি!

উড়েণী। হো হো, ভোঁড়ি যাউছি, জগন্নাথ দেখি বাকু যাউছি। যা—যা সিঠি তা ভোঁড়ি আছি, তোমানঙ্ক মারি পকাইবে।

[সকলের প্রস্থান।

(শ্রী ও জয়ন্তীর পুনঃ প্রবেশ)

জয়ন্তী। তুমি বলেছিলে তোমার স্বামী আছেন! তিনি তোমাকে নিয়ে ঘর-সংসার ক'রতেও ইচ্ছুক। তুমি কেন গৃহত্যাগিনী হয়েছ, তাও তোমায় জিজ্ঞাসা করি না; তোমার ঘরের কথা আমার জেনে কি হবে? তবে এটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি-যে, কখনও ঘরে ফিরে যাবার তোমার ইচ্ছা আছে কি না?

শ্রী। তুমি হাত দেখ্‌তে জান?

জয়। না, হাত দেখে কি তা জান্‌তে হবে?

শ্রী। না, তা হলে আমি তোমাকে হাত দেখিয়ে, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে, সে বিষয় স্থির করতেম।

জয়। আমি হাত দেখ্‌তে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের

কাছে নিয়ে যেতে পারি যে, তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি ?

জয়। ললিতগিরিতে হস্তিগুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁর কথা বলছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায় ?

জয়। আমরা চেষ্টা করলে আজ সন্ধ্যার পর পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।] *

তৃতীয় দৃশ্য

সীতারামের কক্ষ

সীতারাম

সীতা। কৈ, কোথাও তো শ্রীর সন্ধান পেলেম না। যখন গঙ্গারাম স্বয়ং দেশে দেশে—তীর্থে তীর্থে—নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে—পর্ণ-কুটীরে—অট্টালিকায় অনুসন্ধান ক'রে দেখা পাই নি, তখন বোধ হয়, আমার শ্রী আর নাই। কিন্তু হৃদয়ের সেই সিংহবাহিনী চেতন-প্রতিমা এক ভাবেই আছে। মার্ মার্—শত্রু মার্—শব্দ এখনও আমার কর্ণকুহরে ঝঙ্কার ক'চ্চে। এখনও সেই অঞ্চল সঞ্চালন আমার দৃষ্টিতে বিরাজিত! মরি মরি, কি অপূর্ব্ব মাধুরী! শ্যামল পত্ররাশি মধ্যে যেন এখনও দেখ্‌ছি—চুলের উপর পাতা পড়েছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা প'ড়েছে, বক্ষস্থ কেশদাম পাতায় অর্দ্ধ আবরিত, নবীন

পত্র চরণে লুটছে! মার্ মার্—শত্রু মার্ শব্দ! এ স্বপ্ন কি এ জীবনে আমার ভঙ্গ হবে?

(রমার প্রবেশ)

রমা। ওগো, তোমায় মিনতি কচ্ছি, পায়ে ধরছি, আমার একটি কথা শোন।

সীতা। রোজ রোজ কি শুন্‌বো বলো?

রমা। তুমি তো জান, মুসলমানেরা বীর্য্যবান, হিন্দু অপেক্ষা সাহসী, তাইতে আমার প্রাণ কাঁপে!

সীতা। তোমার ও সব কথা বলে কি আশ মেটে নি? বল, যত পার বল, আমি শুনছি।

রমা। ওগো! আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি, যেন মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমাকে ধরেছে, আমাকে ধরেছে, তোমায় মার্‌ছে। তোমার প্রতি তর্জ্জন ক'র্‌ছে! সেই বিকট চীৎকার এখনও যেন শুন্‌তে পাচ্ছি।

সীতা। শুন্‌তে পাচ্ছ ভাল, এখন আমায় কি ক'র্ত্তে বল—বল। জ্বালাতন ক'রে তুলেছে। হায়! শ্রীকে ত্যাগ ক'রে আমি রমাকে পেলেম!

রমা। তা শ্রীকে পাও না কেন?

সীতা। শ্রীকে এখন আর কোথায় পাব?

রমা। যদি আমি তোমার পায়ে অপরাধিণী হয়ে থাকি, সে অন্য অপরাধ নয়, তোমায় 'ভালবাসি এই অপরাধ। পাছে তোমার

বিপদ ঘটে, এই চিন্তায় আমি ব্যাকুলা। পাছে তোমার ঔরসজাত সন্তানের অকল্যাণ হয়, তাই তোমার পায়ে বার বার মিনতি করি।

সীতা। গুরুদেব! শীঘ্র যেন আমি রমার ভালবাসা থেকে উদ্ধার পাই। তুমি তো যাবে না, আমি যাই। ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ কর তো বল আমি চলে যাই, দিবা-রাত্র কাজে বিঘ্ন।

রমা। না, না—যেও না—যেও না, আর আমার একটা কোথা শোন।

সীতা। আর শুন্‌তে পারিনি। দেখ্‌ছি, তোমার হাতে আমার এড়ান নাই; আর অন্তঃপুরে আস্‌বো না। নন্দার মহলে গেলে তুমি লুকিয়ে থেকে টেনে নিয়ে এস। আন বেশ, তা চিরদিনই কি যন্ত্রণা দেবে? মুসলমানের পায়ে ধর্‌বো কেন বল দেখি? কিছু কি অপরাধ ক'রেছি?

রমা। তারা মনে ক'র্‌লে এখনই সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পারে।

সীতা। (স্বগত) এর চেয়ে সর্ব্বনাশ কি হবে বল? আমার দুই স্ত্রী, কিন্তু কেহই সহধর্ম্মিণী নয়—সহধর্ম্মিণী ছিল শ্রী। সে নাই! এদিকে রমার ভালবাসায় আমি জ্বালাতন হ'য়েছি। নন্দা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু আমার উচ্চ আশার সহকারিণী কোথায়? আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী কই? আমার কঠিন কার্য্যে সহায় কৈ? সঙ্কটে মন্ত্রী—বিপদে সাহসদায়িনী—জয়ে আনন্দদায়িনী কই? সে কোথায়? সমরে সিংহবাহিনী কই? নন্দার সেবায় আমার প্রাণ তৃপ্ত নয়। পদে পদে আমার সেই সংক্ষুব্ধ সৈন্যচালিনীকে মনে পড়ে। মহিমাময়ী মূর্ত্তি দিবারাত্র আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী।

রমা। কি ভাব্‌ছো ?

সীতা। আমার মুণ্ডু !

রমা। না না,—রাগ ক'র না। আমি বড় দুঃখিনী। তুমি আমার সর্ব্বস্বধন। আমার উপর রাগ কোর না।

সীতা। না।

(চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। রাজা ! আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে ?

সীতা। গুরুদেব ! এখনও তো রাজা হই নি। যদি অনুমতি হয়, দিল্লীতে সনন্দ আন্‌তে যাব মনে ক'রেছি।

চন্দ্র। সাধু ! সাধু ! তোমারই উপযুক্ত প্রস্তাব। জয় মহারাজাধিরাজের জয় ! বৎস, মুসলমানেরা যে দিন তোমাকে মহারাজ ব'লে ডাক্‌বে, আমার মুসলমান-তাড়িত তাপিত প্রাণ শীতল হবে। বৎস ! যাও, তোমার মঙ্গল হোক। অদ্য রাত্রেই যাত্রা কর—অতি শুভ লগ্ন।

সীতা। যে আজ্ঞা, আমি প্রস্তুত হলেম।

রমা। গুরুদেব ! মুসলমানেরা না কি আস্‌চে শুন্‌তে পাচ্ছি ?

চন্দ্র। কোথায় ? কে মা ? কার সাধ্য মহম্মদপুরে পদার্পণ করে।

[সীতারাম ও চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান।

রমা। যান্ যান্—দিল্লীতে যান। আমার প্রাণ জুড়ুলো। ফৌজদার আর ওকে ধ'রতে পার্‌বে না। মুসলমানে কি ছেলে মারে ? এঁ্যা, তবেই তো ! যদি মারে ? তাই তো তবে কি হবে ? কাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো ? দিদিকে জিজ্ঞাসা করি গিয়ে। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দরবার-কক্ষ

সীতারাম, চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারাম

সীতা। গুরুদেব! আপনি মন্ত্রণায় বৃহস্পতি, মন্ত্রণার ভার আপনার। মৃন্ময়! তোমার বল ও সাহসের উপর নির্ভর ক'রে আমি দিল্লী যাত্রা কচ্চি। গঙ্গারাম! তুমি আমার একান্ত অনুগত, তোমার ন্যায় কার্য্য-কুশল আর দ্বিতীয় নাই। মহম্মদপুরের ভার তোমাদের অর্পণ করে যাচ্ছি।

চন্দ্র। রাজা! এস—শীঘ্র এস—শীঘ্র এস। মহারাজ উপাধি নিয়ে ফিরে এলে, এইরূপ ক'রে ফের আলিঙ্গন ক'রবো। বৎস! সর্ব্বত্র বিজয় লাভ কর। আমি ব্রাহ্মণ, যদি পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য সঞ্চয় থাকে—যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে—যদি মা ভবানীকে কখনও স্মরণ করে থাকি—যদি রাজরাজেশ্বরের চরণে কখনও তুলসী প্রদান ক'রে থাকি, তুমি সিংহাসনে উপবেশন ক'রে আমার চক্ষু সার্থক করো। সীতারাম! আর একবার কোল দে!

সীতা। প্রভু! চরণধূলির আমি অধিকারী মাত্র!

মৃন্ময়। চন্দ্র-সূর্য্য আমার সাক্ষ্য হল। মহারাজের নিকট তরবারি পেয়েছি—সে তরবারি না কলঙ্কিত করি। যেন শত শত শত্রু-শোণিতে অসি শাণিত হয়—যেন মহারাজের শত্রুর চক্ষে বজ্রসঙ্গিনী দামিনী তুল্যপ্রভাময়ী হয়—যেন এই অসিহস্তে শত্রু-শবোপরি আমার জীবনলীলা সম্বরণ হয়। প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি সিদ্ধ মনোরথ হই।

সীতা। মৃন্ময়! তুমি প্রভুবৎসল!

চন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণ, তোরে পায়ের ধূলা দিচ্চি। তোর মনস্কামনা জগদম্বা পূর্ণ ক'রবেন। হনুমানের ন্যায় তোর শরীর অক্ষয় হবে। অনলে, সলিলে, অস্ত্রে তোর নিধন নাই। তুই আমার সীতারামের সেবক। তোর জয় হোক্!

গঙ্গারাম। প্রভু, জীবনদাতা, অন্নদাতা! কায়, মন, প্রাণ যেন মহারাজের কার্য্যে নিয়োজিত থাকে। যেন অপার কৃপার কণামাত্র প্রতিশোধদানে সক্ষম হই। যেন কৃতজ্ঞতা আমার চিত্তকমল সদাই প্রফুল্ল রাখে। যেন রাজকার্য্যে আলস্য বা অকৃতজ্ঞতার ছায়া আমায় স্পর্শ না করে। যেন আমার জীবনদাতা অন্নদাতাকে রাজরাজেশ্বররূপে সিংহাসনে বিরাজমান দেখি। যেন মহারাজ-অর্পিত গুরুভার সুসম্পন্ন হয়। রাজাধিরাজ! আশীর্ব্বাদ করুন।

সীতা। গঙ্গারাম! তুমি আমার অতি স্নেহের পাত্র।

চন্দ্র। গঙ্গা—গঙ্গা! তোরে আর অধিক কি ব'লবো? আমার হৃদয় যেমন আনন্দে পরিপ্লুত, তোর হৃদয়ে যেন সর্ব্বদাই আনন্দময়ী বিরাজ করেন। তুই নন্দীর ন্যায় কার্য্যদক্ষ হ। রাজা—রাজা! চলো—সময় বয়ে যাবে। জয় রাজাধিরাজ সীতারামের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

হস্তিগুম্ফার সম্মুখ

গঙ্গাধর স্বামী, জয়ন্তী ও শ্রী

* [গঙ্গা। এ স্ত্রী কে ?

জয়ন্তী। পথিক।

গঙ্গা। এখানে কেন ?

জয়। ভবিষ্যৎ নিয়ে গোলে প'ড়েছে। আপনাকে কর দেখাবার জন্য এসেছে। এর প্রতি ধর্ম্মানুগত আদেশ করুন।

(শ্রীর গঙ্গাধর স্বামীকে প্রণাম করণ)

গঙ্গা। তোমার কর্কটরাশি। তোমার পুষ্যানক্ষত্রস্থিতি চন্দ্রে জন্ম। এসো, তোমার হাত দেখি। তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা ? তুমি যে রাজ-মহিষী !

শ্রী। শুনেছি, আমার স্বামী রাজা হ'য়েছেন। আমি তা দেখিনি।

গঙ্গা। তুমি তা দেখবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে পাপদৃষ্ট হয়ে আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজভোগ নাই।

শ্রী। আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখ্ছেন ?

গঙ্গা। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাতে কি হয় ?

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

গঙ্গা। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হবে। (শ্রী যাইতে উদ্যত) তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তার সময় এখনও হয় নাই। সময় উপস্থিত হলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন ক'রো।

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হবে ?

গঙ্গা। এখন তা বল্‌তে পার্‌ছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নয়। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

শ্রী। পুরুষোত্তম দর্শনে যাব, মনে করেছি।

গঙ্গা। যাও! সময়ান্তরে, আগামী বৎসর তুমি আমাব নিকটে এস। সময় নির্দ্দেশ ক'রে ব'ল্‌বো। (জয়ন্তীকে) তুমিও এস মা!

[গঙ্গাধর স্বামীর প্রস্থান।] *

জয়। কোথা যাও গো বহিন! ছুট্‌লে কি অদৃষ্ট ছাড়িয়ে যেতে পার্‌বি ?

শ্রী। তোমার স্নেহ-সম্বোধনে আমার প্রাণ জুড়ুলো!

জয়। আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না। আমাদের দু'জনেরই সমান বয়েস—আমরা দু'জনে ভগ্নী।

শ্রী। তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ ক'রেছ ?

জয়। আমার সুখ-দুঃখ নাই। তোমার দুঃখের কথা শুন্‌বো, সে এখন-কার কথা নয়। তোমার নাম এখন পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কি বলে তোমায় ডাক্‌বো ?

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলে ডাক্‌বো ?

জয়। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধ'রেই ডেকো। এখন তোমায় জিজ্ঞাসা করি, স্বামিজী যা বল্লেন, তা শুন্‌লে ? এখন বোধ

হয়, তোমার ঘরে ফির্‌বার ইচ্ছা নেই। দিন কাটাবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাবে কি প্রকারে, কখনও কি ভেবেছ?

শ্রী। না—ভাবিনি। কিন্তু এতদিন তো কেটে গেল।

জয়। কিরূপে কাটলো?

শ্রী। বড় কষ্টে। পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নেই।

জয়। এর এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দেব?

জয়। এত বড় জগৎ—কিছুতে কি মন দেবার নেই?

শ্রী। পাপে?

জয়। না, পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য—স্বামি-সেবা। যখন তাই ছেড়ে এসেছি, তখন আমার আবার কি পুণ্য আছে?

জয়। স্বামীর এক জন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন্। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নয়।

জয়। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী—কেন না, তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বর জানি না—স্বামীই জানি।

জয়। জান্‌বে? জান্‌লে এত দুঃখ থাক্‌বে না।

শ্রী। না, স্বামী ছেড়ে আমি ঈশ্বর চাই না। আমার স্বামীকে ত্যাগ ক'রেছি ব'লে আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পেলে আমার যে সুখ, এর মধ্যে আমার স্বামীর বিরহ-দুঃখই আমি ভালবাসি।

জয়। যদি এত ভালবেসেছিলে, তবে ত্যাগ কল্লে কেন ?

শ্রী। আমার কুষ্ঠীর ফল শুন্‌লে না ? কুষ্ঠীর ফল শুনেছিলুম।

জয়। বিবাহ অবধি তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই বল্লেই হয়, তবে এত ভালবাস্‌লে কিসে ?

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস,—ক'দিন তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'য়েছে ?

জয়। আমি ঈশ্বরকে রাত্রিদিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকাবয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করেছিলেন, সে দিন হ'তে আমিও তাঁকে রাত্রিদিন ভেবেছিলেম। যদি একত্রে ঘর-সংসার ক'ত্তেম, তা হ'লে বুঝি এমনটা ঘট্‌তো না। মানুষ-মাত্রেরই দোষ-গুণ আছে, তাঁরও দোষ থাক্‌তে পারে। না থাক্‌লেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখ্‌তুম। কখনও না কখনও কথান্তর, মনভার, অকৌশল ঘট্‌তো। তা হ'লে এ আগুন এত জ্বল্‌তো না। কেবল মনে মনে দেবতা গ'ড়ে তাঁর আমি এত বৎসর পূজা ক'রেছি। চন্দন ঘসে দেয়ালে লেপন ক'রে মনে ক'রেছি—তাঁর অঙ্গে মাখালুম্‌। বাগানে বাগানে ফুল চুরি ক'রে তুলে দিন-ভোর কাজকর্ম্ম ফেলে অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গেঁথে ফুল-ভরা গাছের ডালে ঝুলিয়ে মনে ক'রেছি—তাঁর গলায় দিলুম। অলঙ্কার বিক্রী ক'রে ভাল খাবার-সামগ্রী কিনে পরিপাটী ক'রে রন্ধন ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে মনে ক'রেছি—তাঁকে খেতে দিলুম্‌। ঠাকুর প্রণাম ক'র্‌তে গিয়ে কখন মনে হয়নি যে, ঠাকুর প্রণাম কচ্চি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখেছি।

তারপর জয়ন্তি! তাঁকে ছেড়ে এসেছি। তিনি ডাক্‌লেন—তবু ছেড়ে এসেছি।

জয়। কি প্রবোধ দেব? প্রবোধের তো কথা নয়। আমারই প্রাণ ব্যাকুল হচ্চে। এ সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী? চল, এখানে থেকে আর কি হবে?

*[(শ্রীর গীত)

আমি সন্ন্যাসিনী।

রাজরাণী নহি আমি শূন্যমনা উন্মাদিনী।

দেহ বিলাস-বর্জ্জিত অভিলাষহীন চিত,

কিবা ধারা প্রবাহিত; নারি বুঝিতে কামিনী।] *

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নন্দার কক্ষ

নন্দা ও রমা

রমা। দিদি, আমার বড় ভয় ক'চ্ছে। রাজা কেন এখন দিল্লী গেলেন? যদি এক বৎসর আগে তিনি যেতেন, আমি ভাবতেম্ না। এই পেটের কাঁটা প্রসব ক'রেই বিপদে প'ড়েছি। আমায় মারতো, কুচি

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

কুচি ক'রে কাট্‌তো, নুন্ ঘোস্‌তো, আগুনে ছেঁকা দিত, তার জন্যে আমি ভাব্‌তুম না। মনে ক'রেছিলেম, ছেলেটাকে তোমায় দিয়ে বিষ খেয়ে মর্‌বো। দিদি ! তুমি তো পীর নও, তোমায় ধ'রেও তো মার্‌বে !

নন্দা। রাজার কাজ রাজা বোঝেন, আমরা কি বুঝ্‌বো বোন ! মুসলমানকে আমাদের ভয় কি ? আমাদের পদসেবার ভার, আমরা সেই কাযে নিযুক্ত থাক্‌ব।

রমা। যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা ক'রবে ?

নন্দা। বিধাতা ক'র্‌বেন। তিনি না রাখ্‌লে কে রাখ্‌বে ?

রমা। তা মুসলমান কি সকলকেই মেরে ফেলে ?

নন্দা। যে শত্রু, সে কি আর দয়া করে ?

রমা। তা না হয় আমাদেরই মেরে ফেল্‌বে, ছেলেপিলের উপর দয়া ক'র্‌বে না কি ?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন দিদি ? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘট্‌বে। * [কপালে মঙ্গল লিখে থাকেন, মঙ্গলই হবে। আমরা তো তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করিনি—আমাদের কেন মন্দ হবে ? কেন তুমি ভেবে সারা হও] * আয় পাশা খেল্‌বি ? তোর নথের নতুন নোলোক জিতে নিই আয়। এই দেখ আমার দান পড়েছে—ছ'তিন-নয়।

রমা। কুচি কুচি ক'রে কাট্‌বে ?

নন্দা। নে, পাশা নে লো, খেল্‌বি তো খেল্। এই তোর কচে-বার প'ড়েছে।

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

রমা। কচি ছেলেটাকে খুঁচিয়ে মার্‌বে ?

নন্দা। কেন মিছে ভাব্‌ছিস ? খেলিস্‌ তো খেল্‌।

রমা। হ্যাঁ দিদি ! মুসলমানেরা কি মানুষ না ? তারা ছেলে মারে ?

নন্দা। নে, তুই খেল্‌বিনি, আমি ছক্‌ উঠিয়ে রাখি।

[নন্দার প্রস্থান

(জনৈক দাসীর প্রবেশ)

রমা। হ্যাঁ গা, মুসলমানেরা কি ছেলে মারে ?

দাসী। তারা কাকে না মারে ? ছেলে মাবে না তো কি ?

রমা। তুই যা, একবার দিদিকে ডেকে আন্‌।

[দাসীর প্রস্থান।

(নন্দার পুনঃ প্রবেশ)

নন্দা। কি লো, কি ! আবার ডাক্‌ছিস্‌ কেন ?

রমা। ও দিদি ! আমার মাথা ঘুর্‌ছে, প্রাণ কেমন কচ্ছে।

(মূর্চ্ছা)

নন্দা। ওমা ! এ কি গো ! মূর্চ্ছা গেল না কি ! ওরে, জল আন। মলেই বাঁচি ! কি জ্বালা ! প্রভু, আমায় এই ছেঁয়ে পেত্নীর ভার দিয়ে গেলেন, আমার শরীর জ্বালাতন হয়েছে।

(রমার মূর্চ্ছা-ভঙ্গ)

(মুরলা ও জনৈক প্রতিবেশিনীর প্রবেশ)

প্রতি। ওমা ! শুনেছ গো শুনেছ, মহারাজ হেতায় নেই ব'লে, তোরাফ্ খাঁ দশ হাজার লোক নিয়ে মহম্মদপুর পোড়াতে আস্‌ছে।

নন্দা। ভয় কি ? রাজা নগররক্ষার উপায় ক'রে গিয়েছে, ভেব না।

* [প্রতি। মা, তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে বারণ কর। সহর ছেড়ে দিয়ে সকলের প্রাণ ভিক্ষে চেয়ে নাও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ, লড়াই-ঝগড়ায় কাজ কি মা ? প্রাণ বাঁচলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে—মা, তোমার মঙ্গল হোক্—আমাদের কথা শোনো।

নন্দা। ভয় কি মা, পুরুষ মানুষের চেয়ে কি আমরা বেশী বুঝি। তাঁরা যখন ব'লছেন—ভয় নেই, তখন ভয় কেন ? তাদের কি আপনার প্রাণে দরদ নেই ? না আমাদের প্রাণে দরদ নেই ?] * ওলো ! তোর মুখে হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়ুলো। রাত-দিন মূর্চ্ছা যাওয়া—রাত দিন কান্না ! ভাবনা কিসের বাপু ? যা, চান্‌টান্ কর্‌গে যা।

[নন্দার প্রস্থান।

প্রতি। ওমা ! তুমি মুসলমানদের জান না মা, তারা বড় সর্ব্বনেশে মানুষ !

[প্রতিবেশিনীর প্রস্থান।

রমা। লক্ষ্মীনারায়ণ বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। এ অকুলে কূল পেলেও পেতে পারি। দেখি, বিধাতার মনে কি আছে। মুরলা, একটা কাজ পার্‌বি ?

মুরলা। রাণী ঠাকরুণ হুকুম ক'ল্লে কি না পারি ? হুকুম পেলে আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে পারি।

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

রমা। দেখ্, বড় শক্ত কাজ।

মুরলা। তুমি বল। শক্ত নরম আমি বুঝ্‌বো।

রমা। চুপি চুপি আমার শোবার ঘরে আয়; কেউ না শুন্‌তে পায়। কেউ শুন্‌তে পেলে সে কাজ হবে না।

মুরলা। ওমা! আমার কাছ থেকে কথা বার করবে আজও মানুষের চামড়া গায়ে এমন কেউ জন্মায়নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

রাজবাটীর খিড়্‌কীর সম্মুখ

মুরলা

মুরলা। কাজের মতন কাজ হ'লে কি পারিনি। পোড়ারমুখো নগররক্ষক কোথায মলো! এদিকে আস্‌বেই এখন। আমরা দাসী, আমাদের দরওয়ানের সঙ্গে ইসারা-আস্‌টা। রাণী ঠাকরুণের তো তাতে হবে না; একটু ভারিক্কি রকমের লোক চাই! কাজটা দিনকতক চল্‌লেই বেশ কিছু হাতাতে পার্ব্ব। শেষো পোড়ারমুখোকে উঠ-বস্ করাব—মুখপোড়াকে উঠ্‌তে আর বোস্‌তে নাতি আর খেংরা। ঐ পোড়ার-মুখো নগরক্ষক আস্‌ছে। হুঁঃ! সেই বটে! এ অন্ধকারে শ্যাল্‌-কুকুর বেড়ায় না—সে নইলে কে ভূতের মতন ঘুর্‌বে?

(নগররক্ষকের প্রবেশ ও মুরলা কর্ত্তৃক বস্ত্র টানন)

গঙ্গা। এ কে? একজন স্ত্রীলোক দেখ্‌তে পাচ্চি যে। রাজপথে আর

কেউ নাই, একজন স্ত্রীলোক দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ কে? এ অন্ধকার রাত্রে একলা স্ত্রীলোক কি কচ্ছে? এ কি অভিসারে এসেছে? তুমি কে?

মুরলা। আমি যে হই, তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কি চাই।

গঙ্গা। সে কথা পরে হবে। আগে বল দেখি, তুমি স্ত্রীলোক, এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াচ্ছ? আজকাল্ কিরূপ সময় প'ড়েছে, তা কি জান না?

মুর। এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে, আর কিছু কচ্ছিনি—কেবল আপনার সন্ধান কচ্ছি।

গঙ্গা। মিছে কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে, আমি কে?

মুর। আমি চিনি যে, আপনি দাস মহাশয়, নগররক্ষক।

গঙ্গা। ভাল, চেন দেখ্‌চি। কিন্তু এখানে যে আমার দেখা পাবে, তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেন না, আমিই জান্‌তেম না যে, আমি এখন এ পথে আস্‌বো।

মুরলা। আমি অনেকক্ষণ ধ'রে আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনার বাড়ীতেও সন্ধান নিইছি।

গঙ্গা! কেন?

মুর। সে কথা আপনার আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ কর্ত্তে পারবেন?

গঙ্গা। কি?

মুর। আমি আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে এখনি যেতে পারবেন?

গঙ্গা। কোথা যেতে হবে ?

মুর। তা আমি আপনাকে বল্‌বো না। আপনিও তা জিজ্ঞেস কর্‌তে পার্‌বেন না ; কেমন, সাহস হয় কি ?

গঙ্গা। আচ্ছা, তা না বল, আর দু'একটা কথা বল। তোমার নাম কি ? তুমি কে ? কি কর ? আমাকেই বা কি ক'র্‌তে হবে ?

মুরলা। আমার নাম মুরলা, এ ছাড়া আর কিছুই বল্‌বো না। আপনি আস্‌তে সাহস না করেন, আস্‌বেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত থেকে নগর রক্ষা ক'র্‌বেন কি প্রকারে ? আমি স্ত্রীলোক যেখানে যেতে পারি, আপনি নগর-রক্ষক হ'য়ে সেখানে এত কথা নইলে যেতে পার্‌বেন না ?

গঙ্গা। আচ্ছা, চল। (সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীর সম্মুখে গিয়া) এ যে রাজবাড়ী ?

মুর। তাতে দোষ কি ?

গঙ্গা। সিংদরজা দিয়ে গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়্‌কী। অন্তঃপুরে যেতে হবে নাকি ?

মুর। এই অট্টালিকায় প্রবেশ করুন। কি, সাহস হয় না ?

গঙ্গা। না, আমার সে সাহস হয় না। এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যেতে পারিনে।

মুর। কার হুকুম চাই ?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুর। তিনি তো দেশে নাই। রাণীর হুকুম হ'লে চ'ল্‌বে ?

গঙ্গা। চ'ল্‌বে।

মুর। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শোনাবো।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যেতে দেবে ?

মুর। দেবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমায় না চিন্‌লে ছেড়ে দেবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দেবার আমার ইচ্ছে নেই।

মুর। পরিচয় দেবারও প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। (দ্বারের নিকটে গিয়া) ও পোড়ারমুখো পাঁড়ে, দোর খোল্ !

পাঁড়ে। আরে দরোয়াজা তো খোলা রাখিয়েছে। বক্ বক্ কাহে করতি ? এ কোন্ ?

মুর। এ আমার ভাই।

পাঁড়ে। মরদ যাতে পারবে না। হুকুম্ নেহি।

মুর। ইস্ ! কার হুকুম রে ? তোর আবার কার হুকুম চাই ? আমার হুকুম ছাড়া তুই আবার কার হুকুম খুঁজিস্ ? খ্যাংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেবো জানিস্‌নে ?

পাঁড়ে। আঃ। কাহে বখেড়া করতি। যা—যা।

[মুরলা ও গঙ্গারামের অন্তঃপুরে প্রস্থান।

পাঁড়ে। আরে শ্বশুরিকা ভাই, যা—যা। পাঁড়ে কুচ্ সমঝ্‌তা নেই, না ? তু উল্লু বানায় দিহি। ও দুস্‌রে ফিকিরসে তেরা ভাই, ভাই পছ্যাস্তা নেই, কোতেয়ালকো অন্দরমে ঘুসাতে হো, আউর কেয়া !

অষ্টম দৃশ্য

রমার কক্ষ

রমা ও গঙ্গারাম

গঙ্গা। মহারাণী কি আমাকে তলব ক'রেছেন ?

রমা। (উঠিয়া গঙ্গারামকে প্রণাম) আপনি আমার দাদা হন, জ্যেষ্ঠ ভাই। আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই। অতএব আপনাকে যে এমন সময় ডেকেছি, তাতে কিছু দোষ ধর্‌বেন্ না।

গঙ্গা। আমাকে যখন আজ্ঞা ক'রবেন, তখনি আসতে পারি, আপনিই কর্ত্রী।

রমা। মুরলা ব'ল্লে যে, প্রকাশ্যে আপনি আস্‌তে সাহস ক'র্‌বেন না। সে আরও বলে—পোড়ারমুখী কত কি বলে, তা আমি কি বল্‌বো ? তা দাদা মহাশয় ! আমি বড় ভয় পেয়েই এমন দুঃসাহসিক কাজ করেছি। তুমি আমায় রক্ষা কর। (ক্রন্দন)

গঙ্গা। কি হয়েছে ? কি কর্ত্তে হবে ?

রমা। কি হয়েছে ? কেন, তুমি কি জান না যে, মহম্মদপুর মুসলমান লুঠ্‌তে আস্‌ছে ? আমাদের সব খুন করে, সহর পুড়িয়ে চলে যাবে।

গঙ্গা। কে তোমাকে ভয় দেখিয়েছে। মুসলমান এসে যদি সহর পুড়িয়ে দিয়ে যাবে, তবে আমরা কি ক'র্‌তে আছি ? আমরা তোমর অন্ন খাই কেন ?

রমা। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সাহস বড়। তোমরা অত বোঝ না। যদি তোমরা না রাখ্‌তে পার তখন কি হবে ? (ক্রন্দন)

গঙ্গা। সাধ্যানুসারে আপনাদের রক্ষা ক'রবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রমা। তা তো ক'র্‌বে, কিন্তু যদি না পার্‌লে?

গঙ্গা। না পারি, ম'র্‌বো।

রমা। না, তা কোর না, আমার কথা শোন। আজ সকলে বড়রাণীকে বলেছে, মুসলমান্‌কে আদর ক'রে ডেকে, সহর তাঁদের সঁপে দাও, আপনাদের প্রাণভিক্ষা মেগে লও। বড়রাণী সে কথায় বড় কাণ দিলেন না, তার বুদ্ধি-শুদ্ধি বড় ভাল নয়— আমি তাই তোমাকে ডেকেছি! তা কি হয় না?

গঙ্গা। আমাকে কি ক'র্‌তে বলেন?

রমা। এই আমার গহনাপাতি আছে, সব নাও। আমার টাকা-কড়ি যা আছে, সব না হয় দিচ্ছি, তুমি কা'কেও কিছু না ব'লে মুসলমানের কাছে যাও, বল গিয়ে যে, আমরা রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা কা'কেও প্রাণে মার্‌বে না, কেবল এইটি স্বীকার কর। যদি তারা রাজী হয়, তবে নগর তোমার হাতে—তুমি গোপনে তাদের এনে কেল্লায় দখল দাও; সকলে বেঁচে যাবে।

গঙ্গা। (শিহরিয়া) মহারাণি! আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন, আর কখনও কারো সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আন্‌বেন না। আমি প্রাণে ম'র্‌লেও এ কাজ আমা হ'তে হবে না। যদি এমন কাজ আর কেউ করে, আমি স্বহস্তে তার মাথা কেটে ফেল্‌বো

রমা। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) তবে আমার বাছার দশা কি হবে?

গঙ্গা। (ভীত হইয়া) চুপ করুন—চুপ করুন! যদি আপনার কান্না শুনে

কেউ এখানে আসে, তা হ'লে আমাদের দু'জনের পক্ষেই অমঙ্গল। আপনার ছেলের জন্যেই আপনি এত ভীত হ'চ্চেন, আমি সে বিষয়ে কোন উপায় ক'র্‌বো। আপনি স্থানান্তরে যেতে রাজি আছেন ?

রমা। যদি আমার বাপের বাড়ী রেখে আসতে পার, তবে যেতে পারি। তা বড় রাণীই বা যেতে দেবেন কেন ? ঠাকুর মশায়ই বা যেতে দেবেন কেন ?

গঙ্গা। তবে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এক্ষণে আর কোন প্রয়োজন নেই। যদি তেমন বিপদ দেখি, আমি এসে আপনাদের নিয়ে গিয়ে রেখে আস্‌বো।

রমা। আমি কি প্রকারে সংবাদ পা'বো ?

গঙ্গা। মুরলার দ্বারা সংবাদ নেবেন। কিন্তু মুরলা যেন অতি গোপনে আমার নিকট যায়।

রমা। (নিশ্বাস ছাড়িয়া) তুমি আমার প্রাণ দান ক'র্‌লে, আমি চির-কাল তোমার দাসী হয়ে থাক্‌বো। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।

গঙ্গা। (স্বগত) তৃতীয় প্রহরে অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌লেম, কাজ কি ভাল ক'র্‌লেম ? কেন দোষ কি ?

রমা। (স্বগত) রজনীতে অন্তঃপুরে পরপুরুষ প্রবেশ কল্লে, কি করি, প্রাণ যে যায়। (প্রকাশ্যে) আমি এখন দিদির কাছে যাই, আপনি আসুন। মুরলা একে রেখে আয়। [রমার প্রস্থান।

(মুরলার প্রবেশ)

মুরলা। কথা-বার্ত্তা সব হলো গো ?

গঙ্গা। হ্যাঁ।

মুর। একদিনেই কি কথা শেষ হবে ?

গঙ্গা। (স্বগত) এমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য কখনও দেখিনি।

মুর। কি ভাব্‌ছেন ?

গঙ্গা। কিছু না, চল।

মুর। আমি থাক্‌তে কিছু ভাব্‌বেন না।

গঙ্গা। বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি-কৌশল !

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

হস্তিগুম্ফার অভ্যন্তর

শ্রী

শ্রী। কি মিষ্ট পাখীর শব্দ ! কাণ ভরে গেল।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি ?

* [শ্রী। এই নদীর তর তর গদগদ শব্দের তুল্য।

জয়ন্তী। স্বামীর কণ্ঠস্বরের তুল্য কি ?] *

শ্রী। অনেক দিন স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিনি—বড় আর মনে নেই।

জয়। এখন শুন্‌লে আর তেমন ভাল লাগ্‌বে না কি ?

শ্রী। কেন, ঠাকুর কি আমাকে পতিসন্দর্শনে যেতে অনুমতি ক'রেছেন ?

জয়। তোমাকে তো যেতেই হবে, আমাকেও তোমার সঙ্গে যেতে ব'লেছেন।

শ্রী। কেন?

জয়। তিনি বলেন, শুভ হবে।

শ্রী। এখন আর আমার তা'তে শুভাশুভ—সুখ দুঃখ কি ভগ্নি?

জয়। বুঝ্‌তে পারলে না কি শ্রী? তোমায় আজও কি বোঝাতে হবে?

শ্রী। না—বুঝিনি।

জয়। তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হ'লে, ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ ক'রতেন না, আপনার স্বার্থ খুঁজ্‌তে তিনি কা'কেও আদেশ করেন না। এতে তোমার শুভাশুভ কিছুই নাই।

শ্রী। বুঝিছি, আমি এখন গেলে আমার স্বামীর শুভ হবার সম্ভাবনা!

*[জয়। তিনি কিছুই স্পষ্ট বলেন না—অত ভেঙ্গেও বলেন না—আমাদের সঙ্গে বেশী কথা কইতে চান না। তবে তার কথার এই মাত্র তাৎপর্য্য হ'তে পারে, এ আমি বুঝি। আর তুমিও আমার কাছে এতদিন যা শুনলে, শিখ্‌লে, তাতে তুমিও বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্ছ।

শ্রী। তুমি যাবে কেন?

জয়। তা আমাকে কিছুই বলেননি। তিনি আজ্ঞা ক'রেছেন তাই আমি যাব। না যাব কেন? তুমি যাবে?

শ্রী। তাই ভাব্‌ছি।

জয়। ভাব্‌ছ কেন? সেই প্রিয়প্রাণহন্ত্রী কথাটা মনে প'ড়েছে বলে কি?

শ্রী। না। এখন আর তা'তে ভীত নই।

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

জয়। কেন ভীত নও, আমাকে বুঝাও! তা বুঝে তোমার সঙ্গে যাওয়া আমি স্থির ক'র্‌বো।

শ্রী। কে কা'কে মারে বোন্? মারবার কর্ত্তা এক জন। যে ম'র্‌বে, তিনি তাকে মেরে রেখেছেন। সকলেই মরে। আমার হাতে হোক্, পরের হাতে হোক্, তিনি এক দিন মৃত্যুকে পাবেন। আমি কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁ'কে হত্যা ক'র্‌বো না, এ বলাই বাহুল্য। তবে যিনি সর্ব্বকর্ত্তা—তিনি যদি ঠিক ক'রে থাকেন যে আমারই হাতে তাঁর সংসার-যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি ঘটবে, তবে কার সাধ্য অন্যথা করে? আমি বনে বনেই বেড়াই, আর সমুদ্র পারেই যাই, তাঁর আজ্ঞার বশীভূত হ'তেই হবে। আমি সাবধানে ধর্ম্মত আচরণ ক'র্‌বো—তাতে তাঁর বিপদ ঘটে, আমার তাতে সুখ-দুঃখ কিছুই নাই।

জয়। তবে ভাব্‌ছ কেন?

শ্রী। ভাব্‌ছি, গেলে যদি তিনি আর না ছেড়ে দেন্?

জয়। যদি কোষ্টীর ভয় আর নাই, তবে ছেড়ে নাই দিলেন্? তুমিই আস্‌বে কেন?

শ্রী। আমি কি আর রাজার বামে বস্‌বার যোগ্য?

জয়। এক হাজার বার। যখন তোমাকে সুবর্ণরেখার ধারে কি বৈতরণী-তীরে প্রথম দেখেছিলেম, তার অপেক্ষা তোমার রূপ কত গুণে বেড়েছে, তা তুমি কিছুই জান না।

শ্রী। ছি!

জয়। গুণ কত গুণে বেড়েছে, তাও কি জান না? কোন্ রাজমহিষী গুণে তোমার তুল্য?

শ্রী। আমার কথা বুঝ্‌লে কই ? কই, তোমার আমার মনের মধ্যে বাঁধা রাস্তা বেঁধেছ কই ? আমি কি তা বল্‌ছিলুম ? বল্‌ছিলুম— যে শ্রী ফিরাবার জন্য তিনি ডাকা-ডাকি করেছিলেন, সে শ্রী আর নাই —তোমার হাতে তার মৃত্যু ঘটেছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে নিয়ে মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হবেন কি ? না, তোমার শিষ্যাই মহারাজাধিরাজকে ল'য়ে সুখী হবে ? রাজরাণীগিরি চাক্‌রি তোমার শিষ্যার যোগ্য নহে।

জয়। আমার শিষ্যার আবার সুখ-দুঃখ কি ? (স্বহাস্যে) ধিক্, এমন শিষ্যায় !

শ্রী। আমার সুখ-দুঃখ নাই ;—কিন্তু ওঁর আছে। যখন দেখ্‌বেন, তাঁর শ্রী ম'রে গেছে, তার দেহ ল'য়ে একজন সন্ন্যাসিনী প্রবঞ্চনা ক'রে বেড়াচ্ছে, তখন কি তাঁর দুঃখ হবে না ?

জয়। হ'তে পারে,—না হ'তেও পারে। সে সকল কথার বিচারে কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্তসুন্দর কৃষ্ণ-পাদপদ্মে মনস্থির করেছে, তা ছাড়া আর কিছুই তার চিত্তে যেন স্থান না পায় তা হ'লে সকল দিকেই ঠিক কাজ হবে।] * এখন চল, তোমার স্বামীর হোক্—কি যারই হোক্, যখন শুভসাধন ক'র্‌তে হবে, তখন এখনই যাত্রা করি।

শ্রী। (জয়ন্তীর হস্তস্থিত ত্রিশূলদ্বয় দেখিয়া) ত্রিশূল কেন ?

জয়। * মহাপুরুষ আমাদের ভৈরবীবেশে যেতে ব'লে দিয়েছেন। এই দুটি ত্রিশূল দিয়েছেন। বোধ হয় ত্রিশূল মন্ত্রপূত।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহম্মদপুরের রাজপথ

গঙ্গারাম

গঙ্গা। রূপ সাগরে আমার প্রাণ দিবারাত্র ডুবে র'য়েছে—এ জীবনে আর উঠ্‌বে না। সেই রূপের ধ্যানে আমি জীবন অতিবাহিত ক'র্‌বো—এই আমার কার্য্য, এই আমার ব্রত, এই আমার সর্ব্বস্ব। কে আমার অন্তরের অন্তর হ'তে ব'ল্‌ছে—গঙ্গারাম! সাবধান! আমি কি ক'রে সাবধান হব, আমি তো সে গঙ্গারাম নই, আমি তো তার রূপের পণে প্রাণ বিকিয়েছি। ক্রীতদাসের স্বাধীনতা কোথায়? কৈ—কৈ, প্রাণ ধৈর্য্য-বন্ধন মানে কৈ! অদৃষ্টে যা থাকে, আর একবার দেখ্‌বো

(মুরলার প্রবেশ)

গঙ্গা। কি খবর?

মুর। তোমার খবর কি?

গঙ্গা। কিসের খবর চাও?

মুর। বাপের বাড়ী যাওয়ার।

গঙ্গা। আবশ্যক হবে না বোধ হয়। রাজ্যরক্ষা হবে।

মুর। কিসে জান্‌লে?

গঙ্গা। তা কি তোমায় বলা যায় ?

মুর। তবে আমি এই কথা বলিগে ?

গঙ্গা। বলগে।

মুর। যদি আমাকে পাঠান্ ?

গঙ্গা। কাল যেখানে আমাকে ধরেছিলে, সেইখানে আমাকে পাবে।

[মুরলার প্রস্থান।

একি! সংসার সমস্ত রমাময় দেখ্‌ছি! যে দিকে চাই—সেই দিকে রমা, যে দিকে চাই—সেই দিকে সেই কোঁকড়া চুল, সেই বিম্বাধর, সেই প্রফুল্ল নয়ন, সেই রোদনরঞ্জিত বদন! রমা—রমা! রমা কোথায় ? একবার দেখ্‌বো, এতে পাপ কি ? আর একবার মাত্র—তার পর মরি—ক্ষতি নাই

(চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। গঙ্গারাম—গঙ্গারাম! এখনও ঘুরছ। একটু শয়নের সময় না ক'র্‌লে শরীর থাক্‌বে কেন ?

গঙ্গা। প্রভু, শত্রু অগ্রসর—নফরের বিরামের অবসর কই ?

চন্দ্র। গঙ্গারাম, যথার্থ তুমি প্রভুভক্ত। শেষ প্রহরে আমি নগর ভ্রমণ ক'র্‌বো, তুমি বিরাম করো।

গঙ্গা। সংবাদ কি ?

চন্দ্র। তোরাব খাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম জান তো,—যে, যুদ্ধে কাজ কি, এ নগর কেন তিনি কিনে নিন্ না। এ শুনে ব্যাটার আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে। চণ্ডাল বেটা ব'লে পাঠিয়েছে—সীতারামকে ধ'রে দিতে হবে। হ্যাঁ, দেখ গঙ্গারাম, আমি ব'লেছি তাই ক'র্‌বো,

কিন্তু অল্প টাকায় হবে না! তুমি দেখ না, দর-কষাকষি ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে রাজা এসে প'ড়বে। প্রভাত নিকট। আমি স্নানে যাই। তুমিও প্রাতঃকৃত্য ক'রে একটু বিরাম লও।

[চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান।

গঙ্গা। কি ভীষণ ছায়া আমার হৃদয় আবরণ ক'রেছে! কিছু নয়—নিদাঘের মেঘের মত সরে যাবে। কেন দোষ মনে ক'র্‌ছি? কি দোষ? নয়ন পরিতৃপ্ত ক'র্‌বো—কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত ক'র্‌বো—জীবন পরিতৃপ্ত ক'র্‌বো—এতে দোষ কি? দেবীদর্শনে দোষ কি? কেন—কেন, কে মানা ক'র্‌ছে? সীতারাম আমার প্রভু, আমার প্রাণ দাতা; কিন্তু এ বিষ-জর্জ্জরিত প্রাণে আমার ফল? জীবন এখন ভাবমাত্র। সকলই অসার—সংসার অসার, জীবন অসার, মান, মর্য্যাদা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলই অসার। কেবল তার ধ্যান জীবন-সর্ব্বস্ব। না দেখে কেমন ক'রে বাঁচ্‌বো? কেবল দেখ্‌ব। আমার পাপতৃষ্ণা নাই—কেবল দেখ্‌বো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সীতারামের খিড়্‌কীর সম্মুখ

মুরলা ও পাঁড়ে

পাঁড়ে। তোমারা ভাই হামেসা রাতকো ভিতরমে যায়া আয়া করতা হৈ কাহেকো?

মুরলা। তোর কিরে বিট্‌লে? খ্যাংরার ভয় নেই?

পাঁড়ে। ভঁয় তো হৈ, লেকেন জানৃকা ভি ডর হৈ।

মুর। তোর আবার আরও জান্ আছে না কি? আমিই তোর জান্।

পাঁড়ে। তোম্ ছোড়্‌নেসে মরেঙ্গে নেহী, লেকেন জান্ ছোড়্‌নেসে সব আঁধিয়ারা লাগেগী। তোমারা ভাইকো হম্ ছোড়েঙ্গে নেহী।

মুর। তা না ছোড়িস্, আমি তোকে ছোড়েঙ্গে! কেমন, কি বলিস্?

পাঁড়ে। দেখো, ওহ্ আদ্‌মী তোমারা ভাই নেহী, কোই বড়ে আদমী হোগা, ওস্কা হিঁয়া কিয়া কাম্, হামকো কুছ্ মালুম নেহী, মালুম হোনেভী কুছ্ জরুরী নেহী। কিয়া জানে, ওহ্ অন্দরকা খবর-দারিকে লিয়ে আতা যাতা হৈ। তৌ ভী যব্ পুষিদা হোকে আতে যাতে, তব হামলোগ্‌কো কুচ মিল্‌না চাহিয়ে। তোম্‌কে কুচ্ মিলা হোগা—আধা হামকো দেও, হম্ নেহী কুছ্ বোলেঙ্গে।

মুর। সে আমায় কিছু দেয় নি। পেলে দেবো।

পাঁড়ে। আধা কাবুকে লে লেও।

মুর। (স্বগত) পোড়ারমুখো বলেছে মন্দ না, রাণীর কাছে থেকে কাপড়খানা গহনাখানা পেয়েছি, কিন্তু গঙ্গারামের কাছে কিছু হয় নি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আজ আস্‌বে, তুমি ছেড় না, আমি বোল্লেও ছেড়ো না, তা হ'লে কিছু আদায় হবে। ঐ আস্‌ছে।

(গঙ্গারামের প্রবেশ)

গঙ্গা। কি মুরলা?

পাঁড়ে। আজ মুরলা নেহী, পাঁড়েজী কহিয়ে। যানে দেগা নেহী।

গঙ্গা। কেন পাঁড়েজী? কেন পাঁড়েজী?

পাঁড়ে। সো কাহে, তোমকো কেত্তে বাতাই।

গঙ্গা। পাঁড়েজী, ছেড়ে দাও, বড় দরকার, তুমি বোঝ না।

পাঁড়ে। হাম্ সব বুঝ্ লিয়া, বড়া আদ্‌মীকো ঘরমে বহুত রোজসে খিড়্‌কীমে পাহারা রহেতে হেঁ।

মুর। কি মুখপোড়া, ছেড়ে দে, ঝাঁ্যাটা খেয়ে মর্‌বি, তা জানিস্?

পাঁড়ে। ঝাড়ু লাগা ওবি আচ্ছা, না লাগা ওবি আচ্ছা। পাঁড়ে ছোড়েগে নেই।

গঙ্গা। (জনান্তিকে) মুরলা, শোন।

পাঁড়ে। আরে কর কর—ভাই-বহিন মিল্‌কে সল্লা কর, পাঁড়ে ছোড়্‌নেওয়ালা নেহি হ্যায়!

গঙ্গা। (জনান্তিকে) দেখ, আমি নগররক্ষক জানান দিই।

মুর। ওমা, এ কি সর্ব্বনেশে কথা গো! পরিচয় শুন্‌লে ছেড়ে দেবে সত্যি! কিন্তু লোকের কাছে গল্প ক'র্‌বে। এ আমার ভাই আসে যায়, গল্প ক'র্‌লে দোষ আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাবে।

গঙ্গা। সত্য। এটাকে এখানে খুন ক'রে ফেলি।

মুর। আহা! কি সুক্ষ্মবুদ্ধি গা! তা হ'লে তো আর গোলমালটুকু কিছুই হবে না! কি ছেলে মানুষের মত ব'কৃছ?

পাঁড়ে। কেঁও মুরলা! সল্লা ভায়া। ভাইসে দোস্তী আজ্ রাত্‌কো মুকুব কিজীয়ে। ভিতর আনে মাঙ্গো আও, নেহীতো সড়ক পর দোস্তী চালাও, ম্যায় কেওয়াড়ি বন্ধ করে পাঁড়ে শোয়ে!

মুর। কি ক'র্‌বো বলুন্। আজ ফিরে যান, আমি রাণীকে গিয়ে খবর দিইগে।

গঙ্গা। বলো—বড় সর্ব্বনাশ, ভারি বিপদ, নগররক্ষা ক'র্‌তে পারি বা না পারি। মুসলমানেরা বিস্তর সৈন্য জড় ক'রেছে, এই বেলা যদি ছেলে নিয়ে আমার সঙ্গে পালান। আমি তাঁরে বাপের বাড়ী যেতে নিষেধ করেছিলেম, কিন্তু আর আমার সাহস হয় না। বলো—বুঝেছ।

মুর। আচ্ছা ঠিক্ বুঝেছি।

[মুরলা ও দরওয়ানের দ্বারবন্ধ করিয়া প্রস্থান।

গঙ্গা। এতদিন যাতয়াত ক'রলেম, কিন্তু মনের কথা ব'ল্‌তে সাহস হল না; অল্পমাত্র প্রেমের ভাব এক দিনও দেখি নাই। কি ক'রে ব'ল্‌বো? মনের কথা মনেই রইলো—বলা হোলো না। রমার প্রেম—আমি নিশ্চয় বুঝেছি, সে স্বর্গসুখে আমায় চিরদিন বঞ্চিত থাক্‌তে হবে। একবার দেখ্‌বো—কি করি, প্রাণ যায়—না দেখে বাঁচ্‌বো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রমার কক্ষ

রমা ও মুরলা

রমা। মুরলা! তিনি কি আজ আসবেন্ না?

মুর। তিনি এসেছিলেন—পাহারায় ছাড়্‌লে না

রমা। রোজ ছাড়ে—আজ ছাড়্‌লো না কেন?

মুর। তার মনে একটা সন্দেহ হ'য়েছে।

রমা। কি সন্দেহ?

মুর। আপনার শুনে কাজ কি ? সে সকল আপনার সাক্ষাতে আমি মুখে আন্‌তে পারিনে। তাকে কিছু দিয়ে বশীভূত ক'র্‌লে ভাল হয়।

রম কি ক'রলেম্‌ ! বুঝেছি—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লেম। * [হিন্দুর স্ত্রী হ'য়ে কি কাজ ক'রলেম্‌। হায় হায় ! আমি ভয়ে বিহ্বলা হয়ে কি গুরুতর অপরাধ করেছি ! একবারও ভাবিনি। একি কুলনারীর যোগ্য ?] * একি সীতারামের নারীর যোগ্য ? আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী। স্বামীর নিকট অপরাধিনী,—* [সংসারের নিকট অপরাধিনী—আপনার নিকট অপরাধিনী—যে সন্তানের মঙ্গল-সাধনায় এতো ক'র্‌লেম, তার্‌ নিকট অপরাধিনী।] * হায় ! হায় ! একথা আমি আগে বুঝিনি কেন ? কি হবে ? কি কর্‌লেম্‌ ! বিষ খাবো, নয় গলায় ছুরি দেবো ! * [গলায় ছুরি দেওয়াই উচিত, তা হ'লে সব ভয় ঘুচে যায়, মুসলমানের ভয় ঘুচে যায়।] * কিন্তু ছেলের কি হবে ? অবোধ বালকের কি হবে ? * [যদি মুসলমানের হাতে বাঁচি, রাজার পায়ে ছেলে ফেলে দিয়ে ম'র্‌বো। মুসলমানের হাতে তো বাঁচবো না নিশ্চয়।] * কিন্তু আর এ কাজ নয়, —আর গঙ্গারামকে ডাক্‌বো না নিশ্চয়। মুরলা, আর তুই গঙ্গারামকে ডাকিস্‌নি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মুর। কোথা যাও গো ?

রমা। আমি পবিত্র রাজপুরী কলুষিত করেছি, রাজার শয্যাগৃহ কলুষিত হয়েছে, আমি হেথা আর থাক্‌বো না। কি ক'র্‌বো ? ছেলের কি ক'র্‌বো ? মুরলা, তুই আর একবার গঙ্গারামের কাছে যাস্‌। তিনি

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

আমার ছেলে রক্ষা ক'র্‌তে স্বীকৃত আছেন। আমি মরি এখানে ম'র্‌বো। কিন্তু আমার ছেলেকে রক্ষা ক'র্‌তে স্বীকৃত আছেন। যেন তিনি সময়ে এসে রক্ষা করেন! বলিস্, আর আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না। না, না, তুই যাস্‌নে, আর দেখা করিস্‌নে, আমি বল্লে তবে যাস্। জগদীশ্বর! তুমি যা ক'র, আর আমার উপায় নেই।

[প্রস্থান।

মুর। (স্বগত) পীরিত চটে গেল যে গো! পোড়ারমুখো মেভুয়াবাদীর বুদ্ধি শুনে দু'পয়সা পাচ্ছিলেম, তা আর পাবো না। মুখপোড়া বখ্‌রা চায়। আঃ, কি নশো-পঞ্চাশ পেলেম্, তার আবার বখ্‌রা দেবে! ও মেভুয়াবাদীর বক্ত, ওতে কি আদায় হয়? হায়—হায়! আমার একুল ওকুল দুকুল গেল। আজ মুখ্‌পোড়ার মুখে সাত খ্যাংরা মার্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মহম্মদপুর—রাজপথ

চন্দ্রচূড়, মৃন্ময় ও গঙ্গারাম

চন্দ্র। তোমরা এসেছ? ফৌজদারের সৈন্য দক্ষিণ দিক্ পার হবে সংবাদ পেলেম।

মৃন্ময়। তবে আমি এই রাত্রে সৈন্য লয়ে দক্ষিণ পথ রোধ করি। আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নগররক্ষক মহাশয়! আপনার নগররক্ষার জন্য কত সৈন্য চাই?

গঙ্গা। অল্প সৈন্য রেখে গেলেই হবে!

চন্দ্র। তবে তুমি সত্বর প্রস্তুত হও। ভূষণা হ'তে অন্যান্য চর আমার গৃহে আস্‌বার কথা আছে। আরও কি সংবাদ আমি জানিগে ;

[চন্দ্রচূড় ও মৃন্ময়ের প্রস্থান।

গঙ্গা। দূতী কি মিছে কথা কইলে ? মূরলার সঙ্গে কি দেখা হযনি ? সে তো এখানে এসে দেখা ক'র্‌বে, তবে এখনও আস্‌ছে না কেন ?

(মূরলার প্রবেশ)

মুর। ডেকেছেন কেন ?

গঙ্গা। আর খবর নাও না কেন ?

মুর। জিজ্ঞেস ক'র্‌লে খবর দাও কৈ ? আমাদের তো তোমার বিশ্বাস হয় না !

গঙ্গা। তা ভাল, আমি গিয়ে না হয় বলে আস্‌তে পারি।

মুর। তাতে যে ফল নৈবিদ্যিতে দেয়, তার আটিটি।

গঙ্গা। সে আবার কি ?

মুর। ছোট রাণী আরাম হ'য়েছেন।

গঙ্গা। কি হয়েছিল যে আরাম হ'য়েছেন ?

মুর। তুমি আর জান না, কি হয়েছিল ?

গঙ্গা। না।

মুর। দেখনি ; বাতিকের ব্যামো।

গঙ্গা। সে কি ?

মুর। নইলে তুমি অন্দর মহলে ঢুক্‌তে পাও !

গঙ্গা। কেন, আমি কি ?

মুর। তুমি কি সেখানকার যোগ্য ?

গঙ্গা। আমি তবে কোথাকার যোগ্য ?

মুর। এই ছেঁড়া আঁচলের। বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে হয় তো আমাকে নিয়ে চল! অনেক দিন বাপ-মা দেখিনি। [প্রস্থান।

গঙ্গা। সকল আশা ভরসা তো মহাসাগরে ভাস্‌লো। আর দেখ্‌তে পাব না। আর উপায় নেই! কেন, উপায় নেই কেন ? আমি রমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী কিন্তু সে নয়। প্রেমের নিদর্শন একদিনও পাইনি! কেবল ছেলের ভয়ে বিহ্বলা! আমি কি রমাকে ভালবাস্‌লে ভয় দেখাতে পারতেম ? ভালবাস্‌লে কি তার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করতেম ? অত তর্কের সময় নেই! আমার প্রাণ যায়, রমাকে চাই, নরক আমার সহায়! কৃতজ্ঞতা ? সে বিচারশক্তি আমার নেই, রূপ-তৃষ্ণায় আমার প্রাণ দিবানিশি জ্ব’ল্‌ছে! মাতৃভূমিকে ডুবাতে হয়,—রাজ্যের সর্ব্বনাশ কর্‌তে হয়,—মুসলমানকে রাজ্য দিতে হয়,—সীতারামকে বন্দী কর্‌তে হয়, রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বধ কর্‌তে হয়—সঙ্কল্প কর্‌লেম, সকল পাপ ক’রবো। কেন, কেন ক’র্‌বো না ? রমা আমার নয় কেন ? নরক, আজ তোমার ক্রীতদাসের সহায় হও। কেও ?

(বন্দে আলির প্রবেশ)

বন্দে। এজ্ঞে, বান্দা বন্দে আলি। ঐ যে মহম্মদ আলির কবিলারে নেকা করেছেলাম, হুজুর না পায়ে রাখ্‌লি এতদিন কবরে যাতাম। আপনাকার ক্যারপাই সিপুইগিরি কত্তিছি।

গঙ্গা। তুই আমার একটা কাজ পারবি ?

বন্দে। হুজুর হুকুম করলি কি না পারি ?

গঙ্গা। তুই ভূষণো ফৌজদারের কাছে যেতে পারিস্? তোর না সে ভগ্নীপতি হয় ?

বন্দে। এজ্ঞে, হুজুর ক্যা জানেন কি ? তা কি কত্তি হবে কন্!

গঙ্গা। বড় কঠিন কাজ।

বন্দে। হুজুর, যদি কসুর মাপ হয় তো একটি কথা কই। ফৌজদারের সাত মুলাকাত করবার চান্?

গঙ্গা। যদি অভয় পাই।

বন্দে। হ্যাদে, ভাবতিছেন কেন? যদি আপনাকার হাতের মধ্যে পান, তা হলি তো হুজুরির ডর থাক্‌পে না ?

গঙ্গা। সে কি ?

বন্দে। হ্যাদে, ফৌজদার এহানেই আছে।

গঙ্গা। সে কি ?

বন্দে। এজ্ঞে, তলে তলে সন্ধান নেবার আশরায় আইছেন, আজই ফেরবে; নৌকা আলি এই ঘাটে পার হয়ে চলিয়া যাবে।

গঙ্গা। কৈ, কৈ, ফৌজদার কোথায় ?

বন্দে। ঐ ঝোপ্‌টার মধ্যি ছেৎ পাইয়া আছেন।

গঙ্গা। তুই তারে ডাক্!

[বন্দে আলির প্রস্থান।

গঙ্গা। নরক, তুই সত্যই আমার সহায়।

(তোরাব খাঁ ও বন্দে আলির প্রবেশ)

তোরাব। তুমি কি বল্‌তে চান্‌ ?

গঙ্গা। বল্‌তে চাই, চন্দ্রচূড় ঠাকুর প্রবঞ্চক। চন্দ্রচূড় বল্‌ছেন যে, টাকা দিলে আমি মহম্মদপুর ফৌজদারের হাতে দেব, সে কেবল প্রবঞ্চনা-বাক্য। প্রবঞ্চনা দ্বারা কালহরণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। যাতে সীতারাম এসে পৌঁছোয়, তিনি তাই কচ্ছেন ; নগরও তাঁর হাতে নয়, তিনি মনে কল্লেও নগর ফৌজদারকে দিতে পাববেন না। নগর আমার হাতে, আমি না দিলে নগর কেউ পাবে না, সীতারামও না। আমি ফৌজদারকে নগর ছেড়ে দিতে পারি, আমি ফেরারী আসামী, প্রাণভয়ে ভূষ্‌ণোয় গিয়ে দেখা কর্‌তে সাহস করি না। ফৌজদার-সাহেব অভয় দিলে যেতে পারি।

তোরাব। তোমার সকল কসুর মাপ করা গেল।

গঙ্গা। হুজুর, তবে কালই মহম্মদপুর আক্রমণের চেষ্টা করুন।

তোরাব। এইরূপ আমার অভিপ্রায়। ও-পারে আমার সৈন্য প্রস্তুত।

গঙ্গা। কিন্তু শুন্‌ছি, আপনার সৈন্য দক্ষিণ পথে পার হবার জন্য গিয়েছে !

তোরাব। সে ছল মাত্র। আমি তোমাদের সৈন্য যাতে দক্ষিণ দিকে আমাদের বাধা দিতে যায়, সে নিমিত্ত এরূপ করেছি। মছ্‌লি টোপ্‌ গিলেছে। মৃন্ময় দক্ষিণ পথ আটক করতে গিয়েছে, যদি সে ফেরে, তাই ভাবছি। কিন্তু তার উপায়ও করিছি, আমার আধা ফৌজ দক্ষিণ পথে, আধা মহম্মদপুরের সাম্‌নে আছে।

গঙ্গা। হুজুর, উত্তম পরামর্শ করেছেন। জঙ্গলের ভেতর আপনার সৈন্য লুকিয়ে রাখুন। দৌড়কুচে মৃন্ময় যাচ্ছে, আজ রাত্রে অনেক দূর গিয়ে

পড়বে, তার পর আপনারা পার হ'লে, উত্তর দক্ষিণ দুই দিকের সৈন্যের মাঝখানে প'ড়ে মৃন্ময় মারা যাবে।

তোরাব। উত্তম, তুমি মুসলমানের খয়েরখাঁ আসে, লেকেন তোম্ কা মাঙ্‌তে হো কহ, তোমার তো কুছ্ চাহিয়ে।

গঙ্গা। আধা মহম্মদপুর, আওর—

তোরাব। আওর কেয়া কহ?

গঙ্গা। আমার জীবনসর্ব্বস্ব রমাকে চাই।

তোরাব। রমা কোন্?

গঙ্গা। সীতারামের কনিষ্ঠা স্ত্রী।

তোরাব। কুচ পরোয়া নেই, সোহি হোগা।

[প্রস্থান।

(মুরলার প্রবেশ)

গঙ্গা। কি মুরলা?

মুর। রাণী ঠাকুরুণ বলে পাঠিয়েছেন, আপনি ছেলে রক্ষা করতে স্বীকৃত আছেন, আপনার যেন অঙ্গীকার স্মরণ থাকে।

গঙ্গা। বলেন তো এখনি গিয়ে ছেলে নিয়ে আসি।

মুর। তা হবে না, যখন মুসলমান পুরীতে প্রবেশ করবে, আপনি তখন গিয়ে রক্ষা ক'রবেন, এই রাণীর অভিপ্রায়।

গঙ্গা। তখন কি হবে, কে বলতে পারে? যদি রক্ষার অভিপ্রায় থাকে, তবে এই বেলা বালকটিকে আমাকে দিন।

মুর। আমি তাকে নিয়ে আস্‌বো?

গঙ্গা। না, আমার অনেক কথা আছে।

মুর। আচ্ছা—পৌষ মাসে।

[গঙ্গারামের প্রস্থান।

(ভৈরবীবেশে জয়ন্তী ও শ্রীর প্রবেশ)

(মুরলার প্রণাম)

জয়ন্তী। তুই কে?

মুর। আমি মুরলা।

জয়ন্তী। মুরলা কে?

মুর। আমি ছোট রাণীর দাসী।

জয়ন্তী। নগরপালের কাছে এত রাত্রে কি কর্‌তে এসেছিলি?

মুরলা। ছোট রাণী পাঠিয়েছিলেন।

জয়ন্তী। সম্মুখে এই দেবমন্দির দেখ্‌ছিস্?

মুর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্তী। আমাদের সঙ্গে ওর উপরে আয়।

মুর। যে আজ্ঞে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্গমধ্যস্থ পথ

চন্দ্রচূড় ও গঙ্গারাম

চন্দ্র। এ কি গঙ্গারাম, নগররক্ষার তো কোন উদ্‌যোগই দেখ্‌ছি না।

গঙ্গা। সে আমার কায, আপনার নয।

চন্দ্র। তোমার কায বটে। কিন্তু কৈ—তোমাকে তো বিশেষ উদ্‌যোগী দেখ্‌ছি না।

গঙ্গা। যুদ্ধকার্য্য ব্রাহ্মণের নয। আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই। নগরের ভার আমার, আমি যা ভাল বুঝছি, তাই করছি।

চন্দ্র। মধুস্থদন রক্ষা কর।

গঙ্গা। হ্যাঁ, গৃহে গিয়ে স্বস্ত্যয়ন করুন্ গে।

চন্দ্র। গঙ্গারাম, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তুমি কি দেখেও দেখ্‌ছ না, শুনেও শুনছ না? তোমার এ ঔদাস্য কেন?

গঙ্গা। কি দেখ্‌ছি না? কি শুনছিনি? আমি সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত আছি।

চন্দ্র। তুমি কি শোনোনি, ওপারে বহুসংখ্যক নৌকা একত্র হয়েছে? তীরে বহুসংখ্যক সেপাই জমায়েৎ। ওপারে এত নৌকা কেন?

গঙ্গা। কি জানি।

চন্দ্র। কি জান!—আবার বল, নগররক্ষার উপায় করেছি। লোক-সমাগম, নৌকা, এ সব কেন? এ বুঝ্‌তে পারছো না? ঐ দেখ,

ওদের সৈনিক বলে অনুমান হ'চ্চে। চন্দ্রালোকে সঙ্গীনের ফলক ঝক্ ঝক্ ক'চ্চে? বিপক্ষ সেপাই নিশ্চিত নগর আক্রমণে আস্‌বে। গঙ্গারাম! সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমাদের চর আমাদের প্রতারণা ক'রেছে, অথবা সে-ই প্রতারিত হয়েছে। আমরা দক্ষিণ পথে সেনা পাঠালেম, কিন্তু ফৌজদারের সেনা এই পথে এসেছে। সর্ব্বনাশ হ'লো। এখন রক্ষা করে কে?

গঙ্গা। কেন? আমি আছি কি ক'র্‌তে?

চন্দ্র। তুমি এই কয়জন মাত্র দুর্গরক্ষক ল'যে এই অসংখ্য সেনার কি কর্ব্বে? আর তুমিও দুর্গরক্ষার কোন উদ্‌যোগ ক'চ্চ না। বল্লুম বলে, আমাকে কড়া কড়া শুনিযে দিলে। এখন কে দায়ভার ঘাড়ে করে?

গঙ্গা। অত ভয পাবেন না। ওপারে যে ফৌজ দেখ্‌ছেন, তা অসংখ্য নয। এই কযখানা নৌকায় কয জন সিপাহী পার হ'তে পারে? আমি তীরে গিযে ফৌজ ল'যে দাঁড়াচ্চি। ওরা যেমন তীরে আস্‌বে, অমনি ওদিকে টিপে মারবো। (স্বগত) একবার ফৌজদারের সেনা নির্ব্বিঘ্নে পার হোক্, দুর্গের দ্বার খুলে দেব।

চন্দ্র। তবে শীঘ্র যাও, সেনা লযে বার হও। বোধ হয প্রভাতেই আক্রমণ হবে।

গঙ্গা। যে আজ্ঞে।　　　　[প্রস্থান।

চন্দ্র। (স্বগত) গঙ্গারামের আচরণ তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! ও কি বিপক্ষ-করে নগর অর্পণ ক'রবে? বোধ হয়, তোরাব্‌খাঁকে

নগর সমর্পণ ক'র্‌বে। আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমি তার কোন উপায় করিনি।

* (চাঁদশাহের প্রবেশ)

চাঁদ। ব্রাহ্মণ, আপনাদের শাস্ত্রে কি বলে, সর্ব্বত্যাগী ফকিরের কোন কার্য্যে অধিকার আছে ?

চন্দ্র। অনাসক্ত হ'য়ে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

চাঁদ। আমার বোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রেরও মর্ম্ম এই। আর সেরূপ মর্ম্ম হোক আর না হোক, এরূপ কৃতঘ্নতার যদি দণ্ড না হয়, জগতের সম্পূর্ণ অকল্যাণ।

চন্দ্র। ফকির-সাহেব, আপনার কথার মর্ম্ম আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

চাঁদ। মর্ম্ম এই, গঙ্গারাম তোরাব্‌খাঁকে নগর অর্পণ ক'র্‌বে, এ কথা নিশ্চিত।

চন্দ্র। এ্যাঁ—এ্যাঁ! আপনি কিরূপে জান্‌লেন ?

চাঁদ। রাজঘাটের ঝোপের ভিতর বসে আমি তাদের সমস্ত পরামর্শ শুনেছি। তোরাব্‌ খাঁ চার জন সুদক্ষ অস্ত্রধারী দ্বারা রক্ষিত হয়ে মহম্মদপুরে সন্ধান নিতে এসেছিল।

চন্দ্র। বলেন কি ? এখন সে কোথা ?

চাঁদ। গঙ্গারামের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, ওপারে আক্রমণের উদ্‌যোগ ক'চ্চে। আর আমার কোন সংবাদ নাই—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

চন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! নরাধমকে ধরে এখনই বধ করবো। কিরূপে ধর্‌বো? সেপাই সকল তার অনুগত। হায—হায! সর্ব্বনাশ হ'লো। দৈত্যনিসূদন মধুসূদন! রক্ষা কর!

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

ফুল্লকান্তি ত্রিশূলধারিণী, মা তুমি কে?

জয। বাবা, শত্রু নিকটে, এ পুরীর বক্ষার কোন উদ্‌যোগ নাই কেন? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছি।

চন্দ্র। মা, তুমি কি এই নগরেব রাজলক্ষ্মী?

জয। আমি যে হই, আমার কথার উত্তব দাও, নচেৎ মঙ্গল হবে না।

চন্দ্র। মা, আমার সাধ্য আর কিছু নাই। রাজা নগবরক্ষকের উপর নগররক্ষার ভার দিযেছিলেন। নগররক্ষক নগররক্ষা ক'চ্চে না। সৈন্য আমার বশ নয। আমি কি ক'র্‌বো, আজ্ঞা করুন।

জয। নগররক্ষকের সংবাদ আপনি কিছু জানেন? কোন প্রকার অবিশ্বাসিতা শোনেন নাই?

চন্দ্র। শুনেছি! বোধ হয, তোরাব্‌খাঁকে নগর সমর্পণ ক'র্‌বে। আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি তার কোন উপায করিনি। মা! বোধ কচ্ছি, আপনি এই নগরীর বাজলক্ষ্মী, দযা ক'রে এ দাসকে ভৈরবীবেশে দর্শন দিযেছেন। মা, আপনি অপরিম্লান-তেজস্বিনী হ'য়ে আপনার এই পুরী রক্ষা করুন।

জযন্তী। তবে আমি এই পুরী রক্ষা ক'রবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গারামের কক্ষ

গঙ্গারাম

গঙ্গা। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার! যার জন্য বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিলেম, সে তো আমার অনুরাগিণী নয়। চক্ষু বুজে বিশাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি। রত্ন পাব না ডুবে মরা সার হবে? আঁধার—আঁধার—চারিদিক্ আঁধার! এখন কে আমায় উদ্ধার ক'র্‌বে? জগদীশ! না, ও নামে আমার শান্তি নেই। তবে নরক—পাপীর আশ্রয়-স্থান নরক! এস, এস—আমার রত্ন মিলিয়ে দাও! পাপলিপ্সা ত্যাগ ক'র্ব্বো? কেন ত্যাগ ক'র্ব্বো? এই যে চতুর্দ্দিক্ থেকে ব'ল্‌ছে—নরক-সহচর অদৃশ্য-শরীরী চতুর্দ্দিক্ থেকে বল্‌ছে—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও! ফের্‌বার যো নেই। আর ফির্‌বো না। রমা, রমা—চতুর্দ্দিকে রমার মূর্ত্তি! তবে ফির্‌বো কেমন ক'রে? এই যে নুরজিহানের তসবির বল্‌ছে—ফিরো না। এই যে সুসজ্জিত পালঙ্ক ব'ল্‌ছে—ফিরো না! এই যে প্রভাত-বায়ু ব'ল্‌ছে—ফিরো না। কুসুমসৌরভ ব'লছে—ফিরো না। পাখী ব'ল্‌ছে—ফিরো না। প্রাণ ব'ল্‌ছে—ফিরো না। তবে কেন ফির্‌বো? যা হবার হবে! এস এস—নরক-সহচর, নরক-সহচরী—আমায় উত্তেজনা কর। রমা! রমা! তুমি আমার—আর কারো নয়।

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

প্রভাত-নক্ষত্রোজ্জ্বলরূপিণী দেবী ভৈরবী! মা, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

জয়। বাছা, তোমার কাছে কিছু ভিক্ষার জন্য এসেছি।

গঙ্গা। মা, আপনি যা চাবেন, তাই দেব। আজ্ঞা করুন।

জয়। আমাকে এক গাড়ী গোলা-বারুদ দাও! আর এক জন ভাল গোলন্দাজ দাও!

গঙ্গা। (স্বগত) গোলা-বারুদ—গোলা-বারুদ! কে এ? (প্রকাশ্যে) মা, আপনি গোলা-বারুদ ল'যে কি ক'র্‌বেন?

জয়। দেবতার কাজ!

গঙ্গা। (স্বগত) এ যদি কোন দেবী হবে, তবে গোলাগুলী এর প্রয়োজন হবে কেন? যদি মানুষী হয়, তবে একে গোলাগুলী দেব কেন? কার চর, তা কি জানি? (প্রকাশ্যে) মা, তুমি কে?

জয়। আমি যে হই, রমা ও মুরলা-ঘটিত সংবাদ আমি সব জানি। তা ছাড়া, তোমার ভূষ্‌ণো-গমনসংবাদ, ফৌজদারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আমি জানি। আমি যা চাচ্ছি, তা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দাও! নচেৎ এই ত্রিশূলাঘাতে তোমাকে বধ ক'র্‌বো। (ত্রিশূল উত্তোলন করণ)

গঙ্গা। আসুন, আসুন—এখনই দিচ্ছি। (স্বগত) সাক্ষাৎ অসুর-নাশিনী! [উভয়ের প্রস্থান।] *

সপ্তম দৃশ্য

সীতারামের দুর্গ—মহম্মদপুরের ঘাট

সীতারাম

সীতা। যবনেরা পুরী আক্রমণ ক'র্‌বে? করে করুক। আমার আর রাজ্যের প্রয়োজন নাই। কার জন্য রাজ্য? উত্তেজনাকারিণী

সিংহবাহিনী রাজলক্ষ্মী আমার বাম হ'য়েছে। কৈ, কোথাও পেলেম না। উচ্চ আশা—হিন্দু-সাম্রাজ্যস্থাপন আশা মহাসাগরে নিমগ্ন হোক। ধর্ম্মরক্ষা, প্রজারক্ষা, আমার শক্তি কই? আমি শক্তিহীন, আমার শক্তি তো বামে নাই, তবে কিরূপে রক্ষা ক'র্‌বো? থাক, আমার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। পুরীরক্ষার কোন আর প্রয়োজন দেখ্‌ছি না; রাজরাণী, রাজপুত্র, রাজদুহিতা যবন-করে পতিতা হবে। চেষ্টাতেই বা কি উপায় হবে? গঙ্গারাম বোধ হয় বিশ্বাসঘাতক? হায় হায়! যদি এই সময় সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি উদয় হয়, এই সময় বৃক্ষশাখায় চরণ স্থাপন ক'রে মার্ মার্ শব্দ করে, তা হ'লে আমি মুহূর্ত্তমধ্যে যবন ধ্বংস ক'র্‌তে পারি; শ্রী—শ্রী! হৃদয়েশ্বরী, কোথায় তুমি?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

জয়। তুমি কে?

সীতা। আমি যে হই না, তুমি কে?

জয়। তুমি যদি বীরপুরুষ হও, গোলাগুলী এনে দিচ্ছি, এই পুরী রক্ষা কর।

(সীতারামের জয়ন্তীকে প্রণাম)

সীতা। কেন পুরী রক্ষা ক'র্‌বো? গোলাগুলী এনেছ, তাতেই বা কি! তুমি যদি দেবী হও, আমার অন্তরে যদি তোমার দৃষ্টি থাকে, দেখ আমার হৃদয় শূন্য। আমি হৃদয়েশ্বরী হারা হয়েছি, আমার সংসারে আর কিছু প্রয়োজন নেই, যা হবার হোক, আমি নিশ্চেষ্ট!

জয়। তুমি কি চাও?

সীতা। যা চাই, পুরী রক্ষা ক'র্‌লে তা পাবো ?

জয়। পাবে !

[প্রস্থান

(প্যারীলালের প্রবেশ)

প্যারী। মহারাজের জয় হোক্ !

সীতা। তুমি কে ?

প্যারী। গোলন্দাজ প্যারীলাল। বারুদ-গোলা নিয়ে এসেছি, এখন রাজ-আজ্ঞার প্রতীক্ষা।

সীতা। তবে সত্বর হও, এই দুটি বৃক্ষশাখায় তোপ আবৃত কর, তোপের গায়ে বাঁধ। শত্রু তোপ্ না দেখ্‌তে পায়। এখনি গুলীবৃষ্টি হবে, আমরা বৃক্ষের অন্তরালে থাকলে বিপক্ষেরা লক্ষ্য ক'র্‌তে পারবে না।

(উচ্চ স্তম্ভ-প্রাকারে চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। (নেপথ্যে তোপধ্বনি) এ কি ? কোথা হ'তে এই তোপধ্বনি ! মুসলমানশ্রেণী হ'তে আওয়াজ হচ্ছে, এমন তো বোধ হচ্ছে না। কৈ, তাদের নৌকায় তো কামান নাই। জয় দুর্গা ! এই যে, একখানা নৌকা জলমগ্ন হ'লো, তবে কি আমাদের তোপ্? না, কৈ, একটি সিপাইও গড়ের বার হয়নি। এখনো তো তারা দুর্গমধ্যে ঘুরছে, পাপাত্মা গঙ্গারাম—আবার তোপধ্বনি ! ঐ যে, আর একখানি তরী জলমগ্ন হলো। রাজবাটীর ঘাট হ'তে বোধ হচ্ছে ধূমরাশি ঘুরে ঘুরে আকাশ-পথে চলেছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই বটে, ঘাটের উপর গাছের তলায় একটা তোপ আছে, সে কামান কি চ'ল্‌ছে ?

কি ব্যাপার! মৃন্ময় কি কা'কেও পাঠিয়েছে? গঙ্গারামের সিপাই তো বার হয়নি, ফটক বন্ধ!

প্যারী। ঐ নৌকা নিকটবর্ত্তী!

সীতা। শীঘ্রই জলমগ্ন হবে। সাবধানে অবস্থান কর। এখনি গুলীবৃষ্টি হবে। নিকটস্থ নৌকার গুলী এ স্থানে আস্‌বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

চন্দ্র। জয় মা জগদীশ্বরী! ঐ যে বিপক্ষ নৌকা সকল স্রোতে উলটী-পালটী খাচ্ছে! সীতারাম এসেছে—এ যুদ্ধ মনুষ্যের সাধ্য নয়।

[প্রস্থান।

সীতা। প্যারীলাল! রণ অবসান, বিপক্ষ সেনা ভঙ্গীয়ান, আব অকারণ নরহত্যার প্রয়োজন নেই।

প্যারী। মহারাজ, বিদায় দিন, স্বর্গে যাই! (পতন)

সীতা। তোমার বাঞ্ছনীয় মৃত্যু আমার হোক্। জন্মভূমির নিমিত্ত যেন প্রাণ দিতে পারি। হে বিপদবন্ধু! তোমার নিমিত্ত আমি শোক কর্‌বো না। দেহদানে মাতৃভূমি রক্ষা করেছ, বীর-লোকে গমন করো।

(দুই জন সিপাইয়ের প্রবেশ)

১ম সি। কোতোয়াল গঙ্গারামজী হুকুম দিয়া, যো তোপ্ ছোড়তা উস্‌কো পাক্‌ড়ানে।

২য় সি। (সীতারামের প্রতি।) তোম্ কোন্ হ্যায় রে?

১ম সীতা। কেন বাবু?

২য় সি। বুলিমে মালুম হোতা আদ্‌মী হ্যায়।

১ম সি। সোহী মালুম্!

২য় সি। তোম্ কাহে হিঁয়া বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে তোপ্ ছোড়্‌তে হো ?

সীতা। কেন বাপু, তাতে কি দোষ হয়েছে ?

২য় সি। হুকুম নেহী !

সীতা। মুসলমানের সঙ্গে তোমরাও কি মিলেছ ?

২য় সি। আরে মুসলমান আনেছে হাম্ লোক্ আবি হাঁকায়ে দেত, তোম কাহেকো দিক্ কিয়ে হো ? চল, হুজুরমে জানে হোগা !

১ম সি। কোতয়াল সাহেব কি হুকুমসে তোমকো উন্‌কা পাস্ লে যায়েঙ্গে।

সীতা। আচ্ছা যাচ্ছি ! নেড়েরা আগে বিদায় হোক্, যতক্ষণ ওদের মধ্যে এক জন ওপারে দেখা যাবে, ততক্ষণ তোরা কি তোদের কোতয়াল এলেও উঠ্‌বো না। ততক্ষণ দেখ দেখি, যে মানুষটা পোড়ে আছে, ওকে চিন্‌তে পারিস্ কি না ?

১ম সি। হাঁ, হাম লোক ইস্‌কো পছন্‌তে হেঁ। এ তো হামারা গোলন্দাজ প্যারীলাল হেঁ। এ কাঁহাসে আযা ?

সীতা। তবে আগে ওকে গড়ের ভিতর নিয়ে যা, আমি যাচ্ছি।

১ম সি। এ আদ্‌মী তো আচ্ছা বোল্‌তে হেঁ। যো তোপ্‌কো পাস রহে গা, উস্‌কো লে যানে কো হুকুম হ্যায়। এ মুদ্দা তোপ্‌কো পাস হ্যায়, উস্‌কো আলবাত্ লে যানে হোগা !

২য় সি। এনসাফ কি বাত্, আচ্ছা বোল্‌তা—আচ্ছা বোল্‌তা। লেকেন লে যায় ক্যায়সে ? ডুটো ডোম সিপাহী মাঙ্গাও !

১ম সি। আচ্ছা, হাম যাতে হেঁ। হুসিয়ার, মুর্দ্দা না ভাগে !

[১ম সৈনিকের প্রস্থান।

(গঙ্গারামের প্রবেশ)

গঙ্গা। তুই এখানে কি কচ্ছিস্?

২য়। আসামীকো খবরদারিসে হ্যায়।

গঙ্গা। আসামী কই?

২য়। এই মুর্দ্দা আসামী।

(দুই জন প্রজার প্রবেশ)

১ম-প্র। জয় মহারাজের জয়! জয় মহারাজ সীতারামকী জয়!

২য়-প্র। জয় মহারাজাধিরাজকী জয়!

(চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। রাজা—রাজা! সীতারাম! ধর্ম্মরক্ষক! প্রজাপালক! চন্দ্রচূড়ের নয়নানন্দ! বাপ্‌ধন, কোল দে!

সীতা। গুরুদেব! চরণে স্থান দিন!

চন্দ্র। মহারাজ! এ বিশ্বাসঘাতককে বন্দী করুন।

সীতা। গঙ্গারাম, তুমি বন্দী।

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক

[প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

শ্রী ও জয়ন্তী

গীত

চিতহব স্বর মনোহর, বিহগ-কলস্বর তটিনী তরতর
স্থল সলিল ভূধব জলধর সুন্দর।
সুন্দর পবন বহে ভুবন ব্যাপিত সুন্দর সুন্দরী জীবনে
সুন্দর জীবনে সুন্দর নেহারে, মগন প্রাণ-মন সুন্দর সাগরে,
খেলে সুন্দর লহর ॥

জয। শ্রী, আব দেখ কি, এক্ষণে স্বামীব সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

শ্রী। সেই জন্যই কি এসেছি ?

জয। তোমাকে পেলে তিনি যত সুখী হবেন, আর কিছুতেই না। তবে তাঁকে সুখী না ক'রবে কেন ?

শ্রী। তুমিই তো আমাকে শিখিযেছ, ইন্দ্রিযাদির নিরোধই যোগ !

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

জয়। ইন্দ্রিয় সকলের সংযমের নামই যোগ! তা কি তুমি লাভ করতে পার নি?

শ্রী। আমার কথা হ'চ্ছে না।

জয়। যাঁর কথা হচ্ছে, তাঁকে তুমি পথে আনতে পারবে। সেই জন্যই সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন। যত প্রকার মানুষ আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়। আমি বুঝি যে, তোমা হতেই এ মহাকার্য্য সিদ্ধ হ'তে পাবে। যাও, শীঘ্র গিয়ে রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তি! সোলা জলে ভাসে বটে; কিন্তু খাটো দড়িতে পাথরে বেঁধে দিলে সোলাও ডুবে যায়। আবার কি ডুবে মরব?

জয়। কৌশল জানলে মরতে হয় না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়, কিন্তু মরে না, রত্ন তুলে আনে।

শ্রী। আমার সে সাধ্য আছে, আমার এমন ভরসা হ'চ্ছে না। অতএব আমি এখন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো না। কিছু দিন না হয় এখানে থেকে আপনার মন বুঝে দেখি। যদি দেখি, আমার চিত্ত এখনও অবশ, তবে সাক্ষাৎ না ক'রেই এ দেশ ত্যাগ ক'রে যাব স্থির ক'রেছি।

জয়। আমি যে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত আছি যে, তোমাকে দেখাবো।

শ্রী কিছু দিন এখানে থেকে বিচার ক'রে দেখা যাক্, দুদিক্ বজায় রাখা যায় কি না। সহসা দেখা দেবো না!

[উভয়ের প্রস্থান।] *

[দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর

নন্দা, রমা ও দাসী

দাসী। বড়রাণী ঠাকৃরুণ! আর তো কাণ পাতা যায় না। কেউ বল্‌ছে, ছোটরাণীর ঘরে গঙ্গারাম গেরেপ্তার হ'য়েছে; কেউ বল্‌ছে, ছোটরাণীতে গঙ্গারামেতে মিলে মোগলকে রাজ্য বেচ্‌তে গেছলো; কেউ বল্‌ছে, মুরলাতে গঙ্গারামেতে সড় করে রোজ গঙ্গারামকে নিয়ে ছোটরাণীর ঘরে আস্‌তো। কলঙ্কে তো দেশ পূরে গিয়েছে।

নন্দা। চুপ, ছোটরাণী র'য়েছে। [দাসীর প্রস্থান।

রমা। (স্বগত) ডুবে মরা সোজা, না গলায় দড়ি দিয়ে মরা সোজা? মর্‌বোই তো, কোন্‌টা সোজা? ডুবে মরাই সোজা।

নন্দা। দেখ্‌ছি, তুমিও ছাই কথা শুনেছো।

রমা। (ঘাড় নাড়িয়া) শুনেছি। (ক্রন্দন)

নন্দা। (সস্নেহে) কাঁদলে কলঙ্ক যাবে না দিদি! না কেঁদে যাতে এ কলঙ্ক মুছে তুলতে পারি, তাই কর্‌তে হবে। স্থির হয়ে শোন। এখন আমাকে সতীন ভাবিসনি—কালী চুণ তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই বড় মাথা হেঁট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু, আমারও প্রভু; এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী, তা মনে করিস্‌নি। আর মহারাজা আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর কাণে এ কথা উঠ্‌লে আমি কি জবাব দেব?

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

রমা। যা যা হ'য়েছিল, আমি সব তাকে বলেছি। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে আমাকে ক্ষমা ক'রেছেন। আমার ত কোন দোষ নাই।

নন্দা। তা ব'লতে হবে না, তোর যে কোন দোষ নেই, সে কথা আমায় ব'লে কেন দুঃখ পাস্?

রমা। সব কথা বলি শোনো দিদি!

নন্দা। সব শুনেছি, তোব উপর আমাব সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু যদি ঘুণাক্ষরে আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে এ কাজ ক'র্‌তে দিদি, তবে কি এত কাণ্ড হ'তে পায়? তা যাক্, যা হয়ে গিয়েছে তার জন্য তিরস্কার ক'রে এখন আব কি হবে? এখন যাতে আবার মান-সম্ভ্রম বজায় হয়, তাই ক'র্‌তে হবে।

রমা। যদি তা না কর দিদি, তবে তোমায নিশ্চিত ব'লছি, আমি জলে ডুবে ম'র্‌বো কি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌বো। আমি তো রাজাব মহিষী, এমন কাঙ্গাল গরীব ভিখারীর মেয়ে কে আছে যে অপবাদ হ'লে আর প্রাণ রাখ্‌তে চায়?

নন্দা। ম'র্‌তে হবে না, দিদি! কিন্তু একটা খুব সাহসেব কাজ ক'র্‌তে পারিস্? বোধ হয় তা হ'লে কারও মনে আর সন্দেহ থাক্‌বে না।

রমা। এমন কাজ নেই যে, এর জন্যে আমি ক'র্‌তে পারিনে। কি ক'র্‌তে হবে?

নন্দা। তুমি যদি সকলকার কাছে এ কথা ভেঙ্গে ব'ল্‌তে পার, তা হ'লে তুমি যার কাছে ভেঙ্গে-চুরে ব'ল্‌বে, সেই তোমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'র্‌বে, এ আমার নিশ্চিত বিবেচনা হয়। যদি রাজধানীর লোক সকলে তোমার মুখে এ কথা শোনে, তবে আর এ কলঙ্ক থাক্‌বে না।

রমা। তা কি প্রকারে হবে, দিদি ?

নন্দা। আমি মহারাজকে ব'লে দরবার ক'র্‌বো। তিনি ঘোষণা দিয়ে সমস্ত নগরবাসীকে সেই দরবারে উপস্থিত ক'র্‌বেন। সেখানে গঙ্গারামের সাক্ষাতে—সমস্ত নগরবাসীর সাক্ষাতে তুমি এই কথাগুলি বল্‌বে। আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদের দেখ্‌তে পায় না। এই সমস্ত নগরবাসীর সুমুখে বার হ'য়ে মুক্তকণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি ব'ল্‌তে পার্‌বে ? পার তো সব কলঙ্ক হোতে আমরা মুক্ত হই।

রমা। তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলছো, দিদি ? সমস্ত জগতের লোক জমা কর, আমি জগতের লোকের সুমুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা ব'ল্‌বো।

নন্দা। পার্‌বি ?

রমা। পার্‌বো—নইলে ম'রবো।

নন্দা। আচ্ছা, তবে আমি গিয়ে মহারাজকে ব'লে দরবারের বন্দোবস্ত করাই। তুই আর কাঁদিস্‌নে। যা ছেলে নিয়ে যা, রাজাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, যা হয় একটা বিলি ক'চ্ছি।

(সীতারামের প্রবেশ)

নন্দা। মহারাজ ! দাসীর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

সীতা। কি, দরবার—সে কি হয় ?

নন্দা। আমরা দু'জনে গলায় কপড় দিয়ে তোমার পায়ে লুটিয়ে বল্‌ছি যে, এখন তুমি আমাদের মান রাখ, এ কলঙ্ক হোতে উদ্ধার করো, নইলে আমরা দু'জনেই আত্মহত্যা ক'রে ম'র্‌বো।

সীতা। রাজমহিষী—আমি কি প্রকারে দরবারে বার ক'রবো? কি প্রকারে আপনার মহিষীকে সামান্যা কুলটার মত বিচারালয়ে খাড়া ক'রে দেবো?

নন্দা। তুমি যেমন বুঝবে, আমরা কিন্তু তেমন বুঝবো না। সে বেশী লজ্জা, না রাজমহিষীর কুলটা অপবাদ বেশী লজ্জা?

সীতা। এরূপ মিথ্যা অপবাদ রাজার ঘরে, সীতা হোতে চলে আস্‌ছে। প্রথমতঃ কাজ ক'রতে হোলে, এত কাণ্ড না ক'রে সীতার ন্যায় রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তা হ'লে আর কোন কথাই থাকে না।

নন্দা। মহারাজ। নিরপরাধিনীকে ত্যাগ ক'রবে, তবু তার বিচার ক'রবে না, এই কি তোমার রাজধর্ম্ম? রামচন্দ্র করেছিলেন ব'লে কি তুমিও ক'রবে? যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তাঁর আর ত্যাগই বা কি, গ্রহণই বা কি? তোমার কি তা সাজে মহারাজ?

সীতা। এই সমস্ত প্রজা, শত্রু, মিত্র, ইতর, ভদ্র লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করে দিতে আমার বুক কি ভেঙ্গে যাবে না? আমি তো পাষাণ নই?

নন্দা। মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোকের সাম্‌নে শ্রী গাছের ডালে চড়ে নেচেছিলো, তখন কি তোমার বুক পাঁচ হাত হ'য়েছিলো?

সীতা। তা হ'য়েছিলো নন্দা! আবার তেমন হোল না, সেই দুঃখই আমার বেশী!

নন্দা। প্রভু, ক্ষমা করুন্, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমরা পদে পদে দোষী!

সীতা। আমি দরবারে সম্মত, নচেৎ রমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, অথচ রমা নিরপরাধিনী, কাজেই দরবার ভিন্ন উপায় নেই।

(চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। বড়রাণী! আমি পরদা-টরদার অত ধার ধারিনে। ভাব্‌ছি, ছোটরাণী রমা যদি কথা কইতে না পারে। মহারাজ! তুমি সম্মত?

সীতা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দ্র। আমার ঐ ভয়, রমা যদি কথা কইতে না পারে, তা হ'লে সব দিক যায়।

[সীতারাম ও চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান।

নন্দা। কেমন, এই সমারোহের মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌তে পার্‌বি? সাহস হ'চ্ছে তো?

রমা। যদি আমার স্বামিপদে ভক্তি থাকে, তবে নিশ্চয় পার্‌বো।

নন্দা। আমরা কেউ সঙ্গে যাব? বল তো যাই।

রমা। তুমি কেন আমার সঙ্গে এই অসম্ভ্রমের সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে? কাকেও যেতে হবে না। কেবল একটা কাজ ক'রো, যখন আমার কথা কইবার সময় হবে, তখন যেন আমার ছেলেকে কেউ নিয়ে গিয়ে আমার কাছে দাঁড়ায়! তার মুখ দেখ্‌লে আমার সাহস হবে।

নন্দা। এখনই সভামধ্যে যেতে হবে, একটু কাপড়-চোপড় দুরস্ত ক'রে নাও। এই বেলা প্রস্তুত হও। চল।

রমা। জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! জয় জগদীশ। আজ্‌কের দিনে যেন আমি সকল কথা ব'ল্‌তে পারি। তার পর জন্মের মত বোবা হই,

সেও ভাল ! হে লক্ষ্মীনারায়ণ ! এই আমায় ভিক্ষে দাও ! আজকের দিন মুখ রেখো। তার পর মরণে আমার কোন দুঃখ থাক্‌বে না। ধাত্রি ! একখানা সামান্য বস্ত্র নিয়ে এস, তাই প'রে সভামধ্যে যাই।

নন্দা। এ কি ! সামান্য বস্ত্র প'রে সভামধ্যে যাবে না কি ?

রমা। আজ আমার সাজবার দিন নয় ! বিধাতা যদি আবার কখনও সাজবার দিন দেন, তবে আবার সাজ্‌বো। নইলে এই সাজই শেষ ! এই মলিন বেশেই সভায় যাব। [প্রস্থান।] *

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-সভা—দরবার

(সীতারামের প্রবেশ)

প্রজাগণ। জয়, মহারাজ সীতারাম কি জয় !

(শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারামকে আনয়ন)

সীতা। গঙ্গারাম ! তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং বেতন-ভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ ক'র্‌তেম্, তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, এ সকলেই জানে। একবার আমি তোমার প্রাণও রক্ষা ক'রেছি। তার পর তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ক'র্‌লে কেন ? তুমি রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

গঙ্গা। কোন শত্রুতে আপনার কাছে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়েছে।

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

আমি কোন বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিনি। মহারাজ স্বয়ং আমার বিচার ক'রছেন—ভরসা করি, ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত প্রমাণ না পেলে, আমার কোন দণ্ড ক'র্‌বেন না!

সীতা। তাই হবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত যে প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাই শোনো, আর যথাসাধ্য উত্তর দাও। (চন্দ্রচূড়ের প্রতি) আপনি যা জানেন, তা ব্যক্ত করুন।

চন্দ্র। যে দিন মুসলমান দুর্গ আক্রমণ ক'র্‌বার জন্য নদী পার হয়েছিল, সে দিন আমার পেড়াপীড়ি সত্ত্বেও গঙ্গারাম দুর্গরক্ষার কোন চেষ্টা করেননি।

সীতা। নরাধম! এর কি উত্তর দাও?

গঙ্গা। (যুক্তকরে) ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইনি যুদ্ধের কি জানেন? মুসলমান এ পারে আসেওনি, দুর্গ আক্রমণও করেনি। যদি তা কর্‌তো, আর আমি তাদের না হঠাতেম্, তবে ঠাকুরমশায় যা বলেছেন, তা শিরোধার্য্য হোতো। মহারাজ! দুর্গমধ্যে আমিও বাস করি, দুর্গের বিনাশে আমার কি লাভ?

সীতা। কি লাভ, তা আর এক জনের নিকট শোনো। (চাঁদশাহের প্রতি) আপনি যা জানেন, তা বলুন্।

চাঁদ। মহারাজ! আমি শুনেছি, এই গঙ্গারাম তোরাব খাঁকে আক্রমণের আগের রাত্রে মহম্মদপুর অর্পণ ক'রতে চেয়েছিলো।

সীতা। এর উত্তর কি দাও?

গঙ্গা। সে রাত্রে তোঁরাব খাঁর সহিত দেখা হয়েছিল বটে, আমি

একা ছিলেম, তার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী ছিল, কিছু বল্‌তে পারলেম না, সেই নিমিত্ত বিশ্বাসঘাতক সেজে কুপথে এনে, ওকে গড়ের নীচে এনে, টিপে মারবো—আমার এই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু সে পলায়ন করলে।

সীতা। সে জন্য তোরাব খাঁর কাছে কিছু পুরস্কার চেয়েছিলে?

গঙ্গা। নইলে তার বিশ্বাস জন্মাবে কেন?

সীতা। কি পুরস্কার চেয়েছিলে?

গঙ্গা। অর্দ্ধেক রাজ্য।

সীতা। আর কিছু?

গঙ্গা। আর কিছু না।

সীতা। (চাঁদশাহের প্রতি।) আপনি সে কথা কিছু জানেন?

চাঁদ। জানি।

সীতা। কি প্রকারে জান্‌লেন?

চাঁদ। আমি মুসলমান ফকীর, তোরাব খাঁর কাছে যাতায়াত ক'রতেম তিনিও আমাকে বিশেষ যত্ন ক'রতেন। আমি কখনও তার কথা মহারাজের কাছে বল্‌তেম না, অথবা মহারাজের কথা তাঁর কাছে বল্‌তেম না। এজন্য কোন পক্ষ বলে গণ্য নই। এখন তিনি গত হ'য়েছেন; এখন ভিন্ন কথা। যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হ'য়ে মধুমতীর তীর হতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাঁর সহিত পথিমধ্যে আমার দেখা হয়েছিল। গঙ্গারাম তাঁকে প্রতারণা ক'রেছে, এই বিবেচনায় তিনি আপনা হতেই সে সকল কথা আমাকে বলেছিলেন। গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কার চেয়েছিল বটে, কিন্তু

আরও কিছু চেয়েছিল। তবে সে কথা হুজুরে নিবেদন কর্‌তে বড় ভয় পাই। অভয় ভিন্ন বল্‌তে পারি না।

সীতা। নির্ভয়ে বলুন।

চাঁদ। দ্বিতীয় পুরস্কার, মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী!

গঙ্গা। মহারাজ! এ অতি অসম্ভব কথা, আমার নিজের পরিবার আছে—মহারাজের অবিদিত নাই! আর আমি নগররক্ষক। স্ত্রীলোকে আমার রুচি থাক্‌লে, আমার দুষ্প্রাপ্য বড় অল্প। আমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীকে কখনো দেখি নাই,—কি জন্যে তাঁকে কামনা ক'র্‌বো?

সীতা। তবে তুমি কুকুরের মত রাত্রে লুকিয়ে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌লে কেন?

গঙ্গা। কখনো না।

চন্দ্র। পাঁড়েকে ডাক।

(পাঁড়ের প্রবেশ)

সীতা। তুমি একে কখনও অন্তঃপুরে যেতে দেখেছ?

পাঁড়ে। হুজুর, ভারি রাতমে, এই গঙ্গারাম, হামেসা অন্দরমে যাতা আতা রহা,—ও বোল্‌তা মুরলাকা ভাই!

গঙ্গা। মহারাজ! এ সম্ভব নয়; মুরলার ভাইকেই বা এ ব্যক্তি পথ ছেড়ে দেবে কেন?

পাঁড়ে। হাম্ কোতোয়াল কা পছন্তা। যব মুরলাকা ভাই কহা, ম্যায় চুপ রহা। পছান্‌কে নেহী পছানা।

গঙ্গা। মুরলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোক, সকল কথা মিথ্যা প্রকাশ পাবে। (স্বগত) মুরলা কি আপনার প্রাণের ভয় কর্‌বে না?

সীতা। গুরুদেব! মুরলাকে তলব করুন।

(মুরলার প্রবেশ)

মুর। এই কোতোয়ালকে আমি গভীর রাত্রে আমার ভাই ব'লে পরিচয় দিয়ে নিয়ে যেতেম। মহারাজ! আমি হীনবুদ্ধি, না বুঝে অপরাধ ক'রেছি। মহারাজ! বড়রাণীর নিকট শুনেছি, আপনি দয়াবান্। স্ত্রীহত্যা কর্‌বেন না, এই ভরসায় চরণে অপরাধ স্বীকার কর্‌লেম।

সীতা। তুমি সত্য কথা বলেছ, তোমায় গুরুতর দণ্ড দেবো না। যাও।

গঙ্গা। মহারাজ! এ স্ত্রীলোক অতি কুচরিত্রা, আমি নগরমধ্যে একে অনেকবার ধরেছি, এবং কিছু শাসনও কর্ত্তে হয়েছিল। বোধ হয়, সেই রাগে এ সকল কথা ব'ল্‌ছে।

সীতা। তবে কার কথা বিশ্বাস করবো, গঙ্গারাম? খোদ মহারাণীর কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

গঙ্গা। অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। তাঁর কথায় যদি আমি দোষী হই, আমাকে সমুচিত দণ্ড দেবেন। (স্বগত) রাজরাণী কখনও সভামধ্যে আস্‌বেন না। এ কি? কে মলিনবেশধারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী সভামধ্যে আস্‌ছে? এ কি রমা? তবেই আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়েছে।

(রমার প্রবেশ)

চন্দ্র। মহারাণি! এই গঙ্গারামের বিচার হ'চ্ছে, এ ব্যক্তি কখনও আপনার অন্তঃপুরে গিয়েছিল কি না? গিয়ে থাকে—কেন গিয়েছিল?

আপনার সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল, সব স্বরূপ বলুন্। রাজার আজ্ঞা, আর আমি তোমার গুরু, আমার আজ্ঞা, সকল কথা সত্য বল।

রমা। রাজার রাণীতে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। আমরা যদি মিথ্যাবাদিনী হতেম, তবে এই সিংহাসন ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যেতো।

সকলে। জয় মহারাণীজী কি জয়!

রমা। বল্‌বো কি গুরুদেব! * [আমি রাজমহিষী—রাজার ভৃত্য আমার ভৃত্য। আমি যে আজ্ঞা কর্‌বো, রাজার ভৃত্য তা কেন পালন ক'র্‌বে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতোয়ালকে ডেকে পাঠিয়েছিলেম। কোতোয়াল এসে আজ্ঞা শুনে গিয়েছিল। তাব আর বিচারই বা কেন? আমি বোল্‌বোই বা কি?

সকলে। জয় মহারাণীজী কি জয়!

জনকতক। কবুল—কবুল?

চন্দ্র। এমন কি কার্য্য মা যে, রাত্রিতে কোতোয়ালকে ডাক্‌তে হয়?

রমা। তবে সকল কথা শুনুন! মুসলমানেরা দুর্দ্দান্ত—এই আমার ধারণা! এই ধারণায় বার বার রাজপদে নিবেদন করেছি যে, মুসলমানকে পুরী অর্পণ ক'রে বিবাদ অবসান করুন। মহারাজ দিল্লীতে গেলেন, এদিকে শুন্‌লেম, মুসলমান-আক্রমণ আসন্ন; সকলে বড়রাণীকে অনুরোধ কর্ত্তে লাগ্‌লো—মুসলমানকরে রাজ্য অর্পণ করুন, সমস্ত মঙ্গল হবে।

১ম-প্রজা। মা, আমরা শুন্‌তে পাচ্ছিনে, চেঁচিয়ে বলুন!

রমা। বড়রাণী অসম্মত; আমি পুত্রের মুখ চেয়ে দেখ্‌লেম—নিরাশ্রয়

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

বালকের মুখ দেখে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো! কি উপায়ে তার প্রাণরক্ষা কর্‌বো, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হ'লেম—হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হলেম।]* এই আমার পুত্র দেখুন! চাঁদমুখ দেখুন! মহা-রাজাধিরাজ! বলুন, এই পুত্রের বিপদ আশঙ্কায় মার প্রাণ ব্যাকুল হয় কি না? সকলে বলে—পুরবাসীরা বলে, রাণীদ্বয় নৃশংস! ক্রোড়স্থ শিশুর প্রতিও দয়াশূন্য! তখন একেবারেই বিচারশূন্য হলেম। কোতোয়াল শ্রীর সহোদর—আমিও ভ্রাতৃ জ্ঞানে সন্তানের মঙ্গল কামনায় অন্তঃপুরে ডাকিয়েছিলেম। *[মহারাজ! তোমার আরও সন্তান আছে, আমার আর নাই। মহারাজ! তোমার রাজ্য আছে, আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, আমার ধর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই!]* মহারাজ! অপরাধিনী হ'য়ে থাকি, তবে দণ্ড দিন।

কতক। জয় মহারাণী কি জয়!

*[২য় প্র। আমার তো এ কথা বিশ্বাস হয় না!

১ম বৃদ্ধা। পোড়াকপাল! রাত্রে মানুষ ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন—উনি আবার সতী! রাজা এ কথায় ভোলেন ভুলুন, আমরা ও কথায় ভুল্‌বো না।]* রাণী হ'য়ে যদি উনি এ কাজ কর্‌বেন্‌, তবে আমরা গরীব-দুঃখী কি না কর্‌বো?

সীতা (স্বগত) পবিত্র জনকনন্দিনীর উপরেও কলঙ্ক অর্পণ হয়েছিল। প্রজারঞ্জন অতি দুরূহ কার্য্য। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র একবার

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

বুঝেছিলেন, আর কে বুঝ্‌বে? (প্রকাশ্যে রমার প্রতি) প্রজাবর্গ সকলে তো তোমার কথা বিশ্বাস ক'চ্ছে না।

রমা। * [যখন লোকের বিশ্বাস হোল না,—তখন আমার একমাত্র গতি আপনার রাজপুরীর কলঙ্কস্বরূপ এ জীবন আর রাখ্‌তে পার্‌বো না। আপনি চিতা প্রস্তুত কর্‌তে আজ্ঞা দিন, আমি সকলের সম্মুখে পুড়ে মরি! দুঃখ তাতে কিছুই নাই। লোকে আমাকে কলঙ্কিনী ব'ল্‌লে ম'র্‌লেই সে দুঃখ গেল! কিন্তু এক নিবেদন, মহারাজ! আপনিও কি আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাব্‌ছেন? তা হ'লে বুঝি আমার পুড়ে মরাও বৃথা হবে। তুমি যদি এই লোক-সমারোহের সম্মুখে বল যে, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নাই—তা হ'লে আমি সেই চিতাই স্বর্গ মনে কর্‌বো! মহারাজ! পরলোকের উদ্ধারকর্ত্তা,—ভূদেবতুল্য আমার গুরুদেব এই সম্মুখে! আমি তাঁর সম্মুখে ইষ্টদেবকে সাক্ষী করে বল্‌ছি, আমি অবিশ্বাসিনী নই। যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হয়েও দেবতার অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতি-দেবতা আপনি স্বয়ং আমার সম্মুখে,] * যখন বিশ্বাস হচ্ছে না—আমি পতি-দেবতাকে সাক্ষী করে বল্‌ছি, আমি অবিশ্বাসিনী নই! * [মহারাজ! আমি এই নারীদেহ ধারণ ক'রে যে কিছু দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দান, ব্রতনিয়ম করেছি—যদি আমি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে থাকি, তবে আমি সে সকলেরই ফলে যেন বঞ্চিতা হই। পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই, কায়মনোবাক্যে আমি যে আপনার চরণসেবা করেছি, তা আপনিই জানেন—

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

আমি যদি অবিশ্বাসিনী হ'য়ে থাকি, তবে আমি যেন সে পুণ্যফলে বঞ্চিতা হই। আমি ইহজীবনে যে কিছু আশা, যে কিছু ভরসা, যে কিছু কামনা, যে কিছু মানস ক'রেছি, আমি যদি অবিশ্বাসিনী হয়ে থাকি, সকলই যেন নিষ্ফল হয়। মহারাজ! নারীজন্মে স্বামি-সন্দর্শনের মত পুণ্যও নাই—সুখও নাই। যদি আমি অবিশ্বাসিনী হয়ে থাকি, যেন ইহজন্মে সে সুখে চিরবঞ্চিত হই।]* যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটিয়েছি—যার তুলনায় জগতে আমার আর কিছু নেই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হই, যেন সেই পুত্রমুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত থাকি! মহারাজ! আর কি বোল্‌বো, যদি আমি অবিশ্বাসিনী হযে থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ ক'রে স্বামি-পুত্রমুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত হই।

(রমার মূর্চ্ছা ও জনকতক ধাত্রী কর্ত্তৃক অন্তঃপুরে লইয়া যাওন)

*[১ম প্রজা। গঙ্গারাম কি বলে ?

২য় প্রজা। গঙ্গারাম কি মিছে কথা বলে ?

৩য় প্রজা। গঙ্গারাম যদি মিছে বলে, তবে এস, আমরা সকলে মিলে গঙ্গারামকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলি!]*

গঙ্গা। মহারাজ! কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কথা বিশ্বাস ক'রবেন—না আমার কথায় বিশ্বাস ক'রবেন? প্রভু! আপনার এই রাজ্য কি স্ত্রীলোকে স্থাপিত ক'রেছে—না আমার ন্যায় রাজভৃত্যদের বাহুবলে স্থাপিত হয়েছে? মহারাজ! সকল স্ত্রীলোকই বিপথ-গামিনী হ'তে পারে। রাজরাণীরাও

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

বিপথগামিনী হয়ে থাকেন। রাজরাণী বিপথগামিনী হ'লে রাজার কর্ত্তব্য যে, তাঁকে পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাসী ভৃত্য কখনও বিপথ-গামী হয় না, তবে স্ত্রীলোক দোষক্ষালন জন্য ভৃত্যের ঘাড়ে চাপ দিতে পারে। এই মহারাণী রাত্রে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে দোষী কচ্ছেন, তার স্থিরতা—মহারাজ—রক্ষা কর! মহারাজ রক্ষা কর!

(ত্রিশূল হস্তে জয়ন্তীর প্রবেশ)

গঙ্গা। (স্বগত) রণরঙ্গিণী ভৈরবী মা চণ্ডিকে আমায় বধ কর্ত্তে আস্‌ছেন! (প্রকাশ্যে) মা, রক্ষা কর!

জয়। (গঙ্গারামের বক্ষে ত্রিশূলাগ্রভাগ স্থাপন) এখন বল্।

গঙ্গা। মহারাজ! আমি অপরাধী! যে যে কথা আমার বিপক্ষে শুনেছেন, সকলই সত্য　　[জয়ন্তীর প্রস্থান।

সীতা। এখন তুমি আপন মুখে সকল অপরাধ স্বীকৃত হলে। এরূপ কৃতঘ্নের মৃত্যু ভিন্ন অন্য দণ্ড উপযুক্ত নয়। অতএব তুমি রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হও।

চন্দ্র। প্রজাবর্গ! শুন্‌লে মহারাণী অকলঙ্ক!

(সীতারামের সিংহাসন হইতে উত্থান)

প্রজা। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

চন্দ্র। সকলে শোনো! কল্য মহারাজের অভিষেক। মহারাজকে সিংহাসনে দর্শন ক'রে নয়ন সার্থক কর।

সকলে। জয় রাজা সীতারামের জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

(কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ)

গীত

আমোদ-তুফানে চলে কানে-কান।
ডোবে ওঠে চলে ভুলে দুলে ভেসে প্রাণ॥
সেজেছে কুসুম কানন, গগন, গহন, মেতেছে মন,
মত্ত হৃদি ঢালে মাতুয়ারা তান॥

জমাদার। হ্যাঁদে নায়েব জমাদার, গানের ঠেলাটা একবার দেখ্তিছ! সুমুন্দি ক্যালার গাছটা এখ্‌লে না। লুচী, সন্দেশ, দৈহর ঠেলাতে এক হাঁটু কেদা হয়েছে। আর ভাঁর খুলিতে তো মধুমতী বুজি যাবার যোগার হতিছে। কাঁড়ি কাঁড়ি মোহর ঢালুলে। সুমুন্দি বামুনদির প্যাট আজ খুব ভ'রেছে। গানের ঠেলায় মাতা ধরুছে।

নায়েব জমা। বাহবা বাহবা, ক্যাযা মজাদার।

জমা। মজা করতি হয় তুমি কর। আমার খই-ঢেকুর উঠ্তিছে।

গীত

নয়ন ভরি হেরি রাজারাণী।
মেঘের কোলে স্থিরা দামিনী।
চল দেখি আদর-ভরা বদন দু'খানি॥
জয় সীতারাম, বল অবিরাম, হিন্দুস্থান পাবে প্রাণ।
রবে ধরম করম জুড়াবে তাপিত মরম,রবে মানীর মান, রবে ধনপ্রাণ।
হবে ভারতে হিন্দু-রাজধানী, জয় ভবানী॥

পঞ্চম দৃশ্য

সীতারামের কক্ষ

সীতারাম ও জয়ন্তী

সীতা। (প্রণামান্তে) মা, আপনি কে, আমাকে দয়া ক'রে বলুন।

জয়। মহারাজ! আমি ভিখারিণী। আপনার নিকট ভিক্ষার্থে এসেছি।

সীতা। মা, কেন আমায় ছলনা করেন? দেবি, আমি চিনেছি, আপনি সাক্ষাৎ কমলা, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন!

জয়। মহারাজ! আমি সামান্যা মানুষী! নচেৎ আপনার নিকট ভিক্ষার্থ আসতেম না। শুনলেম, আজ যে যা চাচ্চে, আপনি তাকে তাই দিচ্চেন। আমার আশা বড়, কিন্তু যার এমন দান, তার কাছে আশা নিষ্ফলা হবে না মনে ক'রে এসেছি!

সীতা। মা, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আপনি একবার আমার রাজ্য রক্ষা ক'রেছেন, দ্বিতীয় বারে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন। আপনি দেবীই হোন্ আর মানবীই হোন্, আপনাকে সকলই আমার দেয়। কি বস্তু কামনা করেন আজ্ঞা করুন, আমি এখনই এনে উপস্থিত করৃচি।

জয়। মহারাজ! গঙ্গারামের বধদণ্ডের বিধান হ'য়েছে। কিন্তু এখনও সে মরে নাই। আমি তার জীবন-ভিক্ষা করৃতে এসেছি।

সীতা। আপনি?

জয়। কেন মহারাজ? অসম্ভাবনা কি?

সীতা। গঙ্গারাম কীটানুকীট—আপনার তার প্রতি দয়া কিসে হোল ?

জয়। আমরা ভিখারী, আমাদের কাছে সবাই সমান।

সীতা। কিন্তু আপনিই তো তাকে ত্রিশূল বিঁধে মারতে চেয়েছিলেন। আপনা হ'তেই দুবার তার অসৎ অভিসন্ধি ধরা প'ড়েছে। বলতে কি, আপনি মহারাণীর প্রতি দয়াবতী না হোলে সে সত্য স্বীকার করতো না, তার বধদণ্ড হ'ত না। এখন তা'র অন্যথা করতে চান কেন ?

জয়। মহারাজ, আমা হ'তে এ কাজ ঘটেছে ব'লেই তার প্রাণ-ভিক্ষা চাচ্চি। ধর্ম্মের উদ্ধারে ত্রিশূলাঘাতে অধর্ম্মচারীর প্রাণবিনাশেও দোষ বিবেচনা করি না। কিন্তু ধর্ম্মের এখন রক্ষা হ'য়েছে। এখন প্রাণিহত্যা পাপ হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি! গঙ্গা-রামের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

সীতা। আপনাকে অদেয় কিছু নাই। আপনি যা চাইলেন, তা দিলেম। গঙ্গারাম এখনই মুক্ত হবে। কিন্তু মা, তোমাকে ভিক্ষা দিই, আমি তার যোগ্য নই। আমি তোমায় ভিক্ষা দেব না। গঙ্গারামের জীবন তোমাকে বেচবো, মূল্য দিয়ে কিনতে হবে।

জয়। (ঈষৎ হাস্যসহ) কি মূল্য মহারাজ! রাজভাণ্ডারে এমন কোন্ ধনের অভাব যে, ভিখারিণী তা দিতে পারবে ?

সীতা। রাজভাণ্ডারে নাই রাজার জীবন! আপনি সেই মধুমতী-তীরে ঘাটের উপর কামানের নিকট দাঁড়ায়ে স্বীকার ক'রেছিলেন যে, আমি যা খুঁজি তা পাবো। সে অমূল্য সামগ্রী আমাকে দিন্— সেই মূল্যে আজ গঙ্গারামের জীবন আপনার নিকট বেচবো।

জয়। কি সে অমূল্য সামগ্রী মহারাজ! আপনি রাজ্য পেয়েছেন।

সীতা। যার জন্য রাজ্য ত্যাগ ক'রতে পারি, তাই চাচ্চি!

জয়। সে কি মহারাজ?

সীতা। শ্রী নামে আমার প্রথমা মহিষী আমার জীবনস্বরূপ। আপনি দেবী, সব দিতে পারেন। আমার জীবন আমায় দিয়ে সেই মূল্যে গঙ্গারামের জীবন কিনে নিন্।

জয়। সে কি মহারাজ! আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা রাজাধিরাজের জীবনের সঙ্গে সেই নরাধম পাপাত্মার জীবনের কি বিনিময় হয়? মহারাজ, কাণা কড়ির বিনিময়ে রত্নাকর?

সীতা। মা! জননী যত দেন, ছেলে কি মাকে কখনও তত দিতে পারে?

জয়। মহারাজ! আপনি আজ অন্তঃপুরদ্বার সকল মুক্ত রাখ্‌বেন। আর অন্তঃপুরের প্রহরীদের আজ্ঞা দেবেন, ত্রিশূল দেখ্‌লে যেন পথ ছেড়ে দেয়। আপনার শয্যাগৃহে আজ রাত্রেই মূল্য পৌঁছিবে। গঙ্গারামের মুক্তির হুকুম হোক্।

সীতা। গঙ্গারামের এখনই মুক্তি দিচ্ছি। প্রহরী!

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই দেবীর আদেশ মত কার্য্য করো।

জয়। আমি এই অনুচরদের সঙ্গে গঙ্গারামের কারাগারে যেতে পারি কি?

সীতা। আপনি যা ইচ্ছা ক'রতে পারেন। কিছুতেই আপনার নিষেধ নাই!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

কারাগার

গঙ্গারাম

গঙ্গা। যেমন অন্ধকার নিম্ন কূপের ন্যায় আদ্র বায়ুশূন্য কারাগার মধ্যে আবদ্ধ আছি; আমার হৃদয়ও সেইরূপ অন্ধকূপে নিমগ্ন। শূল হবে—মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর! শূল বিপরীত যন্ত্রণা! যদি কোনরূপে কারাগার থেকে পালাতে পার্‌তেম, রমাকে প্রতিশোধ দেবার চেষ্টা কর্‌তেম। রাক্ষসী! পিশাচী! আমার পতনের মূল। আর আমার সে প্রেম নেই—সে ভালবাসা নেই। আর তাকে আমি দেখ্‌তে চাইনি, চাই নখে বিদীর্ণ ক'র্‌তে। এই উৎসব কোলাহল শুন্‌ছি। রমার কারাগার হয় না? কুহকিনী—রাক্ষসী—পিশাচিনী! এ সময় শ্রী কোথায়? সে একবার আমার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, এবারও চাইতো। আমি যত পাপী হই না কেন, শ্রী আমায় পরিত্যাগ কর্‌তো না। আহা, এ ভগ্নী আমার নেই! (দ্বার উদ্‌ঘাটন শব্দ) একি! এই রাত্রে আমায় শূলে দেবে না কি? (জয়ন্তীর প্রবেশ) রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমি কি করেছি?

জয়। বাছা! কি ক'রেছ তা জান। কিন্তু তুমি রক্ষা পাবে। শ্রীকে মনে আছে কি?

গঙ্গা। শ্রী! যদি শ্রী বেচে থাক্‌তো!

জয়। শ্রী বেঁচে আছে। তার অনুরোধে আমি মহারাজের কাছে তোমার জীবন-ভিক্ষা চেয়েছিলেম, ভিক্ষা পেয়েছি! তোমাকে মুক্ত কর্‌তে

এসেছি। পালাও গঙ্গারাম। কাল প্রভাতে এ রাজ্যে আর মুখ দেখিও না। দেখালে আর তোমাকে বাঁচাতে পারবো না।

(রাজপুরুষের দ্বারা বেড়ী ইত্যাদি খোলন)

গঙ্গা। সত্যি সত্যি মা রক্ষা করলে কি ?

জয়। বেড়ী খুলেছে, চলে যাও।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

সীতারামের কক্ষ

সীতারাম ও নন্দা

সীতা। রমা কেমন আছে ?

নন্দা। কিছু বিশেষ হয়নি। সেই সভাস্থলে মূর্চ্ছা গিয়ে অবধি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য কি এক রকম হ'য়ে আছে।

সীতা। আমি এত রাত্তিরে তাকে দেখ্‌তে যেতে পাচ্ছি নি! বড় ক্লান্ত আছি। তুমি আমার হ'য়ে যাও, তাকে আমি যেমন যত্ন ক'রতেম, তেমনি যত্ন করো। আর আমি যে জন্যে যেতে পাল্লেম না, তাও বলো।

নন্দা। মহারাজ! যাবেন না? দুঃখিনী নিরপরাধিনী কাঙ্গালিনীকে পায়ে ঠেল্‌বেন না। এ কথা যদি গুরুদেব স্বয়ং বল্‌তেন, আমি বিশ্বাস করতেম না। কিন্তু দেখ্‌ছি পৃথিবীতে সকলই সম্ভব—

মহারাজও দাসীর প্রতি নির্দ্দয়! আমি রাজ-আজ্ঞা পালন করতে যাই।

[নন্দার প্রস্থান।

সীতা। রাণী! কারে ধিক্কার দিলে? আমি সে সীতারাম আর নই। যে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছিল—সে সীতারাম আমি আর নই। যে প্রাণ দিয়ে শরণাগতকে রক্ষা করতে গিয়েছিল—সে সীতারাম আমি আর নই। আমি শ্রীর জন্য রাজদণ্ড-প্রণেতা হ'য়ে গঙ্গারামকে ছেড়ে দিয়েছি। আমি লোকবৎসল ছিলেম—এখন আমি আত্মবৎসল। নন্দা, তুমি এ কথা বোঝনি, সে দেবীমূর্ত্তি দেখনি, সে রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি তোমার নয়নপথে পতিত হয়নি, তা হ'লে তুমি আমায় দুষতে না! কৈ, কোথায় শ্রী, এখনও এলো না? এই তো অর্দ্ধ নিশি অতীত হোল। যার জন্য রাজ্য, সুখ, রাজ্যভার ত্যাগ ক'রে দেশে দেশে নগরে নগরে ভ্রমণ ক'রেছি, যার চিন্তা অগ্নিস্বরূপ হ'য়ে হৃদয়কে দিবারাত্র দাহ করেছে—সে কোথায়? সন্ন্যাসিনী বলেছে, তার সাক্ষাৎ পাব। কৈ, এখন কেন এলো না?—এখন কেন এলো না? দেবী তো মিথ্যাবাদিনী নয়।

(শ্রীর প্রবেশ)

শ্রী! তুমি কি নির্দ্দয়! হৃদয়েশ্বরি, এখনও তুমি আমার হৃদয়ে আস্‌ছো না? তোমার ভাব আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। তোমার মূর্ত্তি স্থির ধৈর্য্যসম্পন্না, তোমার প্রেমিকা মূর্ত্তি নয়! কেন! কেন! তোমার এ ভাব কেন শ্রী?

শ্রী। কি ভাব?

সীতা। কই, তোমার সে প্রফুল্ল প্রেমময়ী মূর্ত্তি কোথায়, আমার হৃদয়-উন্মাদিনী মূর্ত্তি কোথায়? তোমার এ স্থির ভাবহীন মূর্ত্তি দর্শনে আমার হৃদয়ে আশার স্রোত শুষ্ক হয়ে যাচ্চে! কথা কও, শ্রী! বল, তুমি আমার।

শ্রী। মহারাজ, আমি আমার নই, কি বল্‌বো।

সীতা। বল তুমি আমার, তুমি আমার মনের বেদনা জান না, আমি তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগী হয়ে পৃথিবী ঘু'রে বেড়িয়েছি। দেশে দেশে, নগরে নগরে, অট্টালিকায় অট্টালিকায়, নানা বেশে তোমার অনুসন্ধান করেছি, শেষ নিরাশ হ'য়ে ফিরে এসেছি, রাজ্যরক্ষা করেছি—তোমার আশায় আমি গঙ্গারামকে ছেড়ে দিয়েছি—তোমার আশায়। তোমার আশায় সর্ব্বত্যাগী। আমায় আশায় নৈরাশ কর না!

শ্রী। এখন আমায় কি কর্ত্তে হবে?

সীতা। কি কর্ত্তে হবে জান না? তুমি কি কঠিন! প্রবঞ্চনা ক'র না। তুমি আমার মনের কথা জান, বল তুমি আমার, নৈরাশ ক'র না।

শ্রী। মহারাজ! স্থির হোন।

সীতা। কি কর্ত্তে হবে? তবে শোনো; আমি আজ পাঁচ বছর ধ'রে রাজ-মহিষী খুঁজে বেড়াচ্ছি? তুমি আমার মহিষী হ'য়ে রাজপুরী আলো কর।

শ্রী। মহারাজ! নন্দার প্রশংসা বিস্তর শুনেছি। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি তেমন মহিষী পেয়েছো। অন্য মহিষী কামনা ক'র না।

সীতা। তুমি জ্যেষ্ঠা। নন্দা যেমন হোক্, তোমার পদ তুমি গ্রহণ ক'র্‌বে না কেন?

শ্রী। যে দিন তোমার মহিষী হ'তে পারলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হ'তে চাইতেম্ না, আমার সে দিন গিয়েছে।

সীতা। সে কি? কেন গিয়েছে? কিসে গিয়েছে?

শ্রী। আমি সন্ন্যাসিনী, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করেছি।

সীতা। পতিযুক্তার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। পতিসেবাই তোমার ধর্ম্ম।

শ্রী। যে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করেছে, তার পতিসেবাও ধর্ম্ম নয়, দেবসেবাও তার ধর্ম্ম নয়।

সীতা। সর্ব্বকর্ম্ম কেউ ত্যাগ কর্ত্তে পারে না, তুমিও পারনি গঙ্গারামের জীবনরক্ষা ক'রে কি তুমি কর্ম্ম কর্‌লে না? আমাকে দেখা দিয়ে তুমি কি কর্ম্ম কর্‌লে না?

শ্রী। ক'রেছি, কিন্তু তাতে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়েছে, একবার ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছি ব'লে এখন চিরকাল ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে বল?

সীতা। স্বামিসহবাস স্ত্রী-জাতির পক্ষে ধর্ম্মভ্রংশ, এমন কুশিক্ষা তোমায় কে দিলে? * [যেই দিক্, এর উপায় আমার হাতে আছে। আমি তোমার স্বামী, তোমার উপর আমার অধিকার আছে। সেই অধিকার-বলে আমি তোমায় আর যেতে দোব না!

শ্রী। তুমি স্বামী, আর তুমি রাজা! তা ছাড়া তুমি উপকারী, আমি উপকৃত। অতএব তুমি যেতে না দিলে আমি যেতে পার্‌বো না।

সীতা। আমি স্বামী, আমি রাজা আর আমি উপকারী, তাই আমি যেতে না দিলে তুমি যেতে পার্‌বে না। বল্‌ছো না কেন, আমি

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

তোমায় ভালবাসি, তাই, আমি ছেড়ে না দিলে তুমি যেতে পার্‌বে না? স্নেহের সোনার শিকল কাট্‌বে কি প্রকারে?

শ্রী। মহারাজ! সে ভ্রমটা এখন গিয়েছে। এখন বুঝেছি, যে ভালবাসে, ভালবাসায় তার ধর্ম্ম এবং সুখ আছে। কিন্তু যে ভালবাসা পায়, তার তাতে কি? তুমি মাটীর ঠাকুর গ'ড়ে তাকে পুষ্প-চন্দন দাও, তাতে তোমার ধর্ম্ম আছে,—সুখ আছে—কিন্তু তাতে মাটীর পুতুলের কি?

সীতা। কি ভয়ানক কথা!

শ্রী। ভয়ানক নয়—অমৃতময় কথা। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভালবাস্‌বে। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বিকার, তার সুখ-দুঃখ নাই। ঈশ্বরের অংশস্বরূপ যে আত্মা জীবে আছেন, তাঁরও তাই। ঈশ্বরে অর্পিত যে প্রীতি, তাতে তাঁর সুখ-দুঃখ নেই। তবে যে কেউ ভালবাস্‌লে আমরা সুখী হই, সে কেবল মাযার বিক্ষেপ।] *

সীতা। শ্রী! দেখ্‌ছি, কোন ভণ্ড সন্ন্যাসীর হাতে প'ড়ে তুমি স্ত্রীবুদ্ধি বশতঃ কতকগুলো বাজে কথা কণ্ঠস্থ ক'রেছ। ও সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল নয়। ভাল যা, তা বল্‌ছি শোনো। আমি তোমার স্বামী, আমার সহবাসই তোমার ধর্ম্ম। তোমার ধর্ম্মান্তর নাই। আমি রাজা, সকলেরই ধর্ম্মরক্ষা আমার কর্ম্ম। আর স্বামীরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, স্ত্রীকে ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী করে। তোমার ধর্ম্মে আমি তোমাকে প্রবৃত্ত কর্‌বো। তোমাকে যেতে দোব না!

শ্রী। তুমি স্বামী, রাজা, তুমি উপকারী। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কেবল আমার এইটুকু বলে রাখা যে, আমা হ'তে সুখী হবে না।

সীতা। তোমাকে দেখ্‌লেই আমি সুখী হব।

শ্রী। আর এক ভিক্ষা এই, যদি আমায় গৃহে থাকৃতে হোলো, তবে আমাকে এই রাজপুরীর মধ্যে স্থান না দিয়ে আমাকে একটু পৃথক কুটীর তৈয়েরী ক'রে দেবেন। আমি সন্ন্যাসিনী, রাজপুরীর ভেতর আমিও সুখী হব না, লোকেও আপনাকে উপহাস ক'রৃবে।

সীতা। আর কুটীরে রাজমহিষীকে রাখ্‌লে লোকে উপহাস ক'রৃবে না কি?

শ্রী। রাজমহিষী বলে কেউ না জান্‌লে।

সীতা। আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে না কি?

* [শ্রী। সে আপনার অভিরুচি!

সীতা। তোমার সঙ্গে আমি দেখা-শোনা ক'রৃবো অথচ তুমি রাজমহিষী নও, লোকে তোমাকে কি বলৃবে জান?

শ্রী। জানি বৈ কি? লোকে আমাকে রাজার উপপত্নী বিবেচনা ক'রৃবে। মহারাজ! আমি সন্ন্যাসিনী—আমার মান-অপমান কিছুই নেই। বলে বলুক না, আমার মান-অপমান আপনারই হাতে।

সীতা। সে কি রকম?

শ্রী। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী—আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করো না, ধর্ম্মার্থ ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, তা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নি। পশুদের বিবাহ নেই, কেবল ধর্ম্মার্থে বিবাহ। রাজর্ষিগণ কখনও বিশুদ্ধচিত্ত না হ'য়ে সহধর্ম্মিণীর সহবাস ক'রৃতেন না। ইন্দ্রিয়বশ্যতা

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

মাত্রই পাপ। আপনি যখন নিষ্পাপ হ'য়ে শুদ্ধচিত্তে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে পার্‌বেন, তখন আমি এই গৈরিক বস্ত্র ছাড়্‌বো। যত দিন আমি এ গেরুয়া না ছাড়ি, তত দিন মহারাজ! তোমাকে পৃথক্ আসনে বস্‌তে হবে।

সীতা। আমি তোমার প্রভু, আমার কথাই চল্‌বে।

শ্রী। একবাব চল্‌তে পারে, কেন না, তুমি বলবান্। কিন্তু আমারও এক বল আছে। আমি বনবাসিনী, বনে আমরা অনেক প্রকার বিপদে পড়ি। এমন বিপদ ঘট্‌তে পারে যে, তাতে উদ্ধার নেই। সে সময় আপনার রক্ষার জন্য আমরা সঙ্গে একটু বিষ রাখি। আমার নিকট বিষ আছে. আবশ্যক হ'লে খাবো।

সীতা। এ কি কথা শ্রী?

শ্রী। এই কথা।] * মহারাজ! আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষা কচ্ছেন, আমি আর সে শ্রী নই। মহারাজ বিবাহ করেছিলেন সে শ্রী ম'রেছে। আর একটা শ্রী সেই দেহে জন্মগ্রহণ করেছে।

সীতা। না, না—তুমি আমার শ্রী—সেই শ্রী—আমার সহধর্ম্মিণী, রাজ-মহিষী—সীতারামের জীবন-সর্ব্বস্ব।

শ্রী। আমি রাজপুরে অবস্থান কর্‌বো না। স্বতন্ত্র বাসস্থান ক'রে দিন।

সীতা। আচ্ছা চল, "চিত্ত-বিশ্রাম" নামে আমার এক প্রমোদ উদ্যান আছে, সেইখানে চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

রমার কক্ষ

* [যমুনা ও কবিরাজ

যমুনা। কবিরাজ মশাই, কেমন দেখ্‌চেন ?

কবি। আর দ্যাখ্‌ছি কি—বোজ্রাঘাত বাকি। মৃত্যু-পীরার কোন লক্ষণই বাকি নাই। মেরুদণ্ড বাহির হইছে, দিবা-রাত্তির জ্বর হয়। খুক্ খুক্ কাশাও অষ্টপ্রহর। রাজা আলে—রাজা আলে ব'লে প্রলাপও আছে। হিক্কা বাকি—তার পর খুদ্দুর শ্বাস দেখা দিবে।

যমুনা। কব্‌রেজ মশাই, তবে কোন উপায় নেই ?

কবি। যে বটিকা দিছি, তাতে নদীর স্রোত রোদ হয়' রোগের ঔষধ আছে, মৃত্যুর ঔষধ তো কবিরাজ রাখে না।

যমুনা। বড়রাণীকে এ সব কথা বল্‌বো না কি ?

কবি। বড়রাণী বুদ্ধিমতী, তাঁর বোঝবার বাকি আছে না কি ? এ পোটলের সোত্ত আর মধু দিয়্যা ওষুধ দিছি। দুই পান রাণীরে ধারণ করাও। যদি এতে উপশম না হয়, শিব আসিয়ে বাপ বলিয়ে বৃষ হাঁকাইবো। আমি যার তার শিষ্য নই, ধন্বন্তরির অবতার শ্রীদাম রায়ের শিষ্য। দেখ্‌তেছি, তুমি খুব যত্ন করতিছ। যেরূপ বল্লাম, সেরূপ ক'র্‌তে থাক। [প্রস্থান।]

যমু। মা, ওষুধ খাও !

রমা। কেন রে যমুনা !

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

যমু। মা! ওষুধ না খেলে কি ব্যামো সারবে?

রমা। আমার কি ব্যামো, তুই কি জানিস্?

যমু। ও মা, তোমার অনাছিষ্টি কথা! আমি না জানি, বৈদ্দী জানে না গা?

রমা। ত্রিভুবনে কেউ জানে না; অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন ·আর আমি জানি।

যমু। ওষুধ খাবে কি না বল বাছা। নৈলে আমি বড়রাণীকে বলিগে, তিনি আপনি এসে ওষুধ খাইয়ে যান।

রমা। যমুনা, তুই না বলেছিলি, তুই বড় গরীব?

যমু। ওমা, বড় গরীব মা—বড় গরীব।

রমা। তা কেন বড় মানুষ হ না।

যমু। ছোট রাণীমার এক কথা।

রমা। তুই বাছা যদি মৃত্যুকালে আর আমায় না জালাতন করিস্, তা হ'লে তোর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করি।

যমু। ওমা, কিসের বন্দোবস্ত গো?

রমা। তোমার এই ঔষধগুলি আমাকে বেচ্‌বে? আমি এক এক টাকা দিয়ে এক একটা বড়ী কিন্‌তে রাজী আছি।

যমু। সে আবার কি মা! তোমার ওষুধ তোমায় আবার বেচ্‌বো কি?

রমা। টাকা নিয়ে তুমি যদি আমার বড়ী বেচ, তা হ'লে তোমার আর তাতে কোন অধিকার থাক্‌বে না। চাই আমি খাই, চাই না খাই, তুমি আর কথা কইতে পারবে না।

যমুনা। (স্বগত) এ তো মরবেই, তবে আমি টাকাগুলো ছাড়ি কেন?

(প্রকাশ্যে) তা মা, তুমি যদি খাও, তা টাকা দিয়েই নাও। অমনিই নাও, নাও না কেন? আর যদি না খাও তো আমার কাছে ঔষধ প'ড়ে থেকেই কি ফল?] *

(নন্দার প্রবেশ)

যমু। মা, কবরেজ মশায় তো জবাব দিয়ে গেলেন।

নন্দা। তিনি আর বল্‌বেন কি? মৃত্যু-লক্ষণ তো আমিই দেখ্‌ছি। কব্‌রেজদের ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। তাঁদের একবার জিজ্ঞাসা কর্‌বো! তাদেরও কি ডাকিনীতে পেয়েছে!

* [(কবিরাজগণের প্রবেশ)

নন্দা। এই যে সব আস্‌ছে। (অন্তরাল হইতে) রোগ ভাল কর্‌তে পারেন না। এ দিকের মাসিকের জন্য মাস মাস আসেন।

১ম কবি। মা, কবিরাজ ওষুধ দেবার পারে, পরমায়ু দেবাব পারে না।

নন্দা। তবে আমাদের ওষুধেও কাজ নাই, কবরেজেও কায নাই. আপনাবা দেশে যান।

২য় কবি। মা, আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই এরূপ ঘটতিছে। আমি যে ওষুধ দিছি, তা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি; আমি এ্যাকোনও আপনার নিকট স্বীকার কর্‌ছি, আমি তিন দিনেব মধ্যে আরাম কর্‌বো—একটা বিষয়ে যদি অভয় দেন।

নন্দা। আপনার কি চাই?

২য় কবি। আমি স্বয়ং ব'সে ওষুধ খাওয়াব। বিটী ওষুধ খায় না। আমার ওষুধ খালি কি রোগী মরে।] *

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

নন্দা। হ্যাঁ লা, তুই কি ওষুধ খাস্‌নি? হাস্‌লি যে?

রমা। ওষুধ খাব না।

নন্দা ছি দিদি, এত ওষুধ খেলে ত আর তিনটে দিন খেতে দোষ কি?

রমা। আমি ওষুধ খাইনি।

নন্দা। সে কি! মোটে না?

রমা। সব বালিসের নীচে আছে।

নন্দা। (বালিস উল্টাইয়া দেখিয়া) এ কি করেছিস্? কেন বোন, এখন আর আত্মঘাতিনী হবে কেন? পাপ তো মিটেছে।

রমা। তা নয়—ওষুধ খাব।

নন্দা। আর কবে খাবি?

রমা। যবে রাজা আমায় দেখ্‌তে আসবে।

(ক্রন্দন)

নন্দা। আজই তোরে দেখ্‌তে আস্‌বেন। আমি মহারাজকে বলেছি, তিনি আস্‌ছেন। এই যে মহারাজ!

(সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। ভয় কি, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? তুমি আরাম হবে, কেঁদ না!

রমা। আমি ভয় করিনি। অনেক দিন তোমায় দেখিনি। তোমায় দেখে প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে, তাই চখে জল আস্‌ছে।

সীতা। (স্বগত) এ যে মৃত্যু-চিহ্ন দেখ্‌ছি।

রমা। আমার ছেলেকে একবার কোলে নাও। মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করো না, এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা। বড় রাণীর

হাতে ওকে সমর্পণ ক'রে যাব মনে ক'রেছিলুম ; কিন্তু তা নয়, তোমার হাতে সমর্পণ ক'রলেম। দেখো, কথা রেখো।

সীতা। তোমার ছেলের রক্ষার ভার তো আমারই।

রমা। আমায় পায়ের ধূলো দাও। এ জন্মের মত বিদায় হলেম্। আশীর্ব্বাদ করো, যেন জন্মান্তরে তোমাকে পাই। (মৃত্যু)

নন্দা। মহারাজ ! দেখ্‌ছ কি, রমা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল ! এত দিনে অভাগিনী জুড়ল !

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সীতারামের বহির্ব্বাটীর কক্ষ

চন্দ্রচূড়

চন্দ্র। দূর হোক, কাশী চলে যাই। দেখ্‌তে পারিনি—পারবোও না। রাজাকে একটা কথা বলে যাব। আমার ভাগ্য প্রসন্ন—রাজাই আস্‌ছে।

(সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। আমার কি দোষ, আমি তারে কত ভালবাস্‌তেম—আমি কি কর্‌বো—মরণ তার অদৃষ্টে। ও বড় পতিপ্রাণা ছিল। শ্রীর জন্যই তাকে দেখিনি। নন্দাকে অবহেলা করেছি, রমাকে অবহেলা করেছি। কেন—কেন—এত দিন তো এদের কাছে থাকতুম। শ্রীও স্ত্রী—তার কাছে যাই, তাতে দোষ কি!

চন্দ্র। মহারাজ! একবার এ কথায় কর্ণপাত না কর্‌লে রাজ্য থাকে না।

সীতা। থাকে থাকে—যায় যায়। ভাল;—শুন্‌ছি, বলুন কি হয়েছে।

চন্দ্র। সিপাহী সব দলে দলে ছেড়ে চলেছে।

রাজা। কেন?

চন্দ্র। বেতন পায় না?

সীতা। কেন পায় না।

চন্দ্র। টাকা নেই।

সীতা। এখনো কি চুরি চলেছে না কি?

চন্দ্র। না, চুরি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তাতে কি হবে? যে টাকা চোরের পেটে গেছে, সে টাকা তো আর ফেরেনি।

সীতা। কেন, আদায় তহশীল হচ্ছে না?

চন্দ্র। এক পয়সাও না।

সীতা। কারণ কি ?

চন্দ্র। যাদের প্রতি আদায়ের ভার, তারা বলে, আদায় ক'রে শেষে তহবিল গরমিল হ'লে শূলে যাব না কি?

সীতা। তাদের বরতরফ করুন।

চন্দ্র। নূতন লোক পাব কোথায়? আর কেবল নূতন লোকের দ্বারায় কি আদায় তহশীলের কাজ হয়?

সীতা। তবে তাদের কয়েদ করুন।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ, তবে আদায় তহশীল ক'রবে কে?

সীতা। পোনের দিনের মধ্যে যে বাকী বকেয়া আদায় না ক'রবে, তাকে কয়েদ করবো।

চন্দ্র। সকল তহশীলদারেরও দোষ নাই। দেনেওয়ালারা অনেকে দিচ্ছে না।

সীতা। কেন দেয় না?

চন্দ্র। বলে মুসলমানের রাজ্য হলে দেবো। এখন দিয়ে কি দোকর দেবো?

সীতা। যে টাকা না দেবে, যার বাকী পড়্‌বে, তাকেও কয়েদ ক'র্‌তে হবে।

চন্দ্র। (স্তম্ভিত হইয়া) মহারাজ! কারাগারে এত স্থান কোথা?

সীতা। বড় বড় চালা তুলে দিন। (প্রস্থানোদ্‌যোগ)

চন্দ্র। মহারাজ! কি ব'লছেন! দেশে হাহাকার পড়ে যাবে। কারাগারে লোকের স্থান হবে না। বাকিদার তৌশীলদার উভয়ে পালাবে। নূতন কারাগার ক'র্‌লে তাতেও লোক ধর্‌বে না।

সীতা। তা আমি কি ক'রবো? [প্রস্থান।

চন্দ্র। কাশীধামে যাওয়াই আমার বিধি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিত্তবিশ্রাম

সীতারাম ও শ্রী

সীতা। তুমি কি নারী নও, তোমার কি নারীর হৃদয় নয়? দর্পণে তুমি প্রতিমূর্ত্তি দেখনি যে, তুমি কত সুন্দর?

শ্রী। মহারাজ! সামান্য মৃত্তিকানির্ম্মিত দেহে যদি আপনার আকর্ষণ হয়ে থাকে, তা হ'লে প্রকৃত সৌন্দর্য্য আপনি দেখ্‌তে পাবেন না।

সীতা। আমি দেখ্‌তে পাব না। তুমি দেখনি, তাই এ কথা বল্‌ছ। বৃক্ষশাখায় দাঁড়িয়ে তোমার সেই রণ-রঙ্গিণী-মূর্ত্তি দেখনি, তাই এ কথা বল্‌ছ। সদ্য প্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের ন্যায় তোমার

শোভা কখন দেখনি, তাই এ কথা বলছ। তোমার ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি তোমার চক্ষে পতিত হয়নি, তাই এ কথা বল্‌ছ। তোমার মনমোহিনী বাক্‌লহরী বোধ হয় কখনও তোমার কর্ণকুহরে যায়নি, তাই তুমি এ কথা বল্‌ছ। সীতারামের সর্ব্বনাশ করেছ, তাই এ কথা বলছ। তোমার ব্যাঘ্রচর্ম্মের নিকট আমি ঘেঁস্‌তে পারিনি! দিবারাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে—এ কথা তুমি জেনেও জান না। আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই—এ কথা তুমি জেনেও জান না। অন্তর্দাহে আমার জীবন জ্বল্‌ছে—এ কথা তুমি জেনেও জান না। তোমার কি নারীর প্রাণ নয়?

শ্রী। মহারাজ! আমি সন্ন্যাসিনী—বিলাসবর্জ্জিত। এ সব আলাপ আমার সঙ্গে উচিত নয়।

সীতা। কি উচিত নয়? কোন্ অনুচিত কার্য্য আমার বাকি আছে যে, উচিত অনুচিতের কথা আমায় বল্‌ছ? পতি-প্রাণা রমা আমার অযত্নে মরেছে—নন্দা দিবানিশি অশ্রুধার বিসর্জ্জন করছে—গুরুদেব চন্দ্রচূড় দিবানিশি হা-হুতাস কর্‌ছেন—রাজ্য ছারখারে যাচ্ছে—আমি কিছুই দেখিনি। উচিত অনুচিত বিচার কর্ত্তে আমায় বল—আমার সে শক্তি কোথায়? শ্রী! দোষ আমার কি তোমার?

শ্রী। মহারাজ। রাত্রি অনেক হয়েছে, আপনি শয়নে যান।

সীতা। তুমি সন্ন্যাসিনী ব'লে পরিচয় দাও। সন্ন্যাসিনীর প্রধান গুণ দয়া, কিন্তু দয়ার ছায়ামাত্র তোমার হৃদয়ে নাই। যদি থাক্‌তো, তুমি আমায় ত্যাগ করে যেতে পার্‌তে না—এখন আমার প্রতি এরূপ আচরণ কর্‌তে পারতে না।

শ্রী। মহারাজ! কাল কথা হবে।

সীতা। তুমি কি আমায় আশা দিলে?

শ্রী। না।

সীতা। লোকে তোমার ডাকিনী বলে, জানি না, তুমি কে?

[প্রস্থান।

(হিন্দুস্থানী ঝির প্রবেশ)

ঝি। মায়ি! এক আওরাৎ তো বড়া জুলুম করতি! ও হিঁয়া আনে মাঙ্‌তি।

শ্রী। শীঘ্র তারে সমাদরে নিয়ে এস।

ঝি। সো হাম মালুম কিয়া। নেহি এত্তা জোর করতি।

[প্রস্থান।

শ্রী। এতো দিনে কি জয়ন্তীর আমায় মনে পড়েছে?

(জয়ন্তীর প্রবেশ)

এসেছ ভাল হয়েছে। আমার এমন সময় উপস্থিত হয়েছে যে, তোমার পরামর্শ না হলে চল্‌ছে না।

জয়। আমি তো এই সময় তোমার সংবাদ নিতে আস্‌বো বলে গিয়েছিলেম। এখন সংবাদ কি বল। নগরে শুন্‌লেম, রাজ্যে না কি বড় গোলযোগ। তুমিই না কি তার কারণ। ব্যাপারটা কি?

শ্রী। তাই তো তোমায় খুঁজ্‌ছিলুম্।

জয়। তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ক'চ্চ না কেন?

শ্রী। সেটা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

জয়। রাজধানীতে যাও। রাজপুরীমধ্যে মহিষী হ'য়ে বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হ'য়ে তাকে স্বধর্ম্মে রাখো। এ তোমারই কায।

শ্রী। তা তো জানি না। মহিষীর ধর্ম্ম তো শিখিনি। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম শিখিয়েছ, তাই শিখেছি। যা জানি না, যা পারি না, সে ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে সব গোল কর্ব্বো। সন্ন্যাসিনী মহিষী হলে কি মঙ্গল হবে?

জয়। তা আমি বল্‌তে পারি না। তোমা হতে সে ধর্ম্ম পালন হবে না বোধ হচ্ছে। তা হবার সম্ভাবনা থাক্‌লে কি এত দূর হয়? তুমি এখন প্রস্থান কর।

*[শ্রী। বুঝি সে এক দিন ছিল। যে দিন আঁচল দুলিয়ে মুসলমান-সেনা ধ্বংস করেছিলেম—সে দিন থাক্‌লে বুঝি হ'তো। কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হোল না। অদৃষ্ট গেল ঠিক উল্‌টো পথে—বনবাসে—সন্ন্যাসে গেল। কে জানে, আবার অদৃষ্ট ফির্‌বে!

জয়। এখন উপায়?

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন তো আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বল্‌ছি। রাজাকে রাত্রি-দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেক সময়ে মনে হয়, আমি গৃহিণী, ওঁর ধর্ম্মপত্নী।

জয়। তা তো বটেই।

শ্রী। তাতে পুরোন কথা মনে আসে, আবার কি ভালবাসবার ফাঁদে

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

প'ড়বো ? তাই আগেই বলেছিলেম, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লয়ে বারো জন।

জয়। আর এগার জন আপনার শরীরে। ভারি তো সন্ন্যাস সেধেছ দেখ্‌ছি। যা জগদীশ্বরে সমর্পণ ক'রেছিলে, তা আবার কেড়ে নিচ্চ। আবার আপনার ভাবনাও ভাব্‌তে শিখেছ দেখ্‌ছি। একে কি বলে সন্ন্যাস ?

শ্রী। তাই বল্‌ছিলেম, পলায়নই বিধি কি না ?

জয়। বিধি বটে ?

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পালালে তিনি আত্মঘাতী হবেন।

জয়। পুরুষ মানুষের মেয়ে-ভুলানো কথা। পুষ্প-শরাঘাতের প্রলাপ।

শ্রী। সে ভয় নাই ?

জয়। থাকলে তোমার কি ? রাজা বাঁচ্‌লো কি মলো, তাতে তোমার কি ? তোমার স্বামী ব'লে কি তোমার এতো ব্যথা ? এই কি সন্ন্যাস ?

শ্রী। তা হোক্ না হোক্—রাজা মলেই কোন্ সর্ব্বভূতের হিতসাধন হোল ?

জয়। রাজা মর্‌বে না—ভয় নাই। ছেলে খেলনা হারালে কাঁদে—মরে না। তুমি ঈশ্বরে কর্ম্ম-সন্ন্যাস ক'রে যাতে সংযতচিত্ত হ'তে পার, তাই কর।

শ্রী। তা হলে এখান হতে প্রস্থান ক'র্‌তে হয়!

জয়। এখনই।] *

শ্রী। কি প্রকারে যাই ? দ্বারবানেরা ছাড়্‌বে কেন ?

জয়। তোমার সে গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, ত্রিশূল,—সবই আছে দেখ্‌ছি। ভৈরবীবেশে পালাও, দ্বারবানেরা কিছু বল্‌বে না।

শ্রী। মনে কর্‌বে তুমি যাচ্চ। তার পর তুমি যাবে কি প্রকারে ?

জয়। (হাসিয়া) এ কি আমার সৌভাগ্য! এত কালের পর আমার জন্য ভাববার একটা লোক হ'য়েছে! আমি নাই যেতে পারলেম্, তাতে ক্ষতি কি দিদি?

শ্রী। রাজার হাতে প'ড়বে। কি জানি, রাজা যদি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হন।

জয়। হলে আমার কি ক'রবেন? রাজার এমন কোন ক্ষমতা আছে কি যে, সন্ন্যাসিনীর অনিষ্ট ক'র্তে পারেন?

শ্রী। তা জানি। তা তোমার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হবে?

জয়। তুমি বরাবর গ্রামে যাও। সেখানে রাজার পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। তোমার ত্রিশূল আমাকে দাও, আমার ত্রিশূল তুমি নাও। সে গ্রামের রাজার পুরোহিত আমার মন্ত্রশিষ্য। তিনি আমার চিহ্নিত ত্রিশূল দেখ্‌লে, তুমি যা বল্‌বে, তাই ক'র্‌বেন। তাঁকে ব'লো, তোমাকে অতি গোপনীয় স্থানে লুকিয়ে রাখেন। কেন না, তোমার জন্য বিস্তর খোঁজ-তল্লাস হবে। তিনি তোমাকে রাজপুরীর মধ্যে লুকিয়ে রাখবেন। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে।

[জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া শ্রীর প্রস্থান।

(সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। (স্বগত) রাত্রদিন অন্তর্দাহে কেন দগ্ধ হব? শ্রীর প্রতি বল-প্রকাশে দোষ কি? বলপ্রকাশ করবো—নইলে প্রাণ যায়। স্ত্রীলোকের চরিত্র—বিশেষ শ্রী-চরিত্র—মুখে কিছু প্রকাশ পায় না।

বলপ্রকাশ করবো। তার পর শ্রী আমার হবে। (জয়ন্তীর প্রতি) তুমি কে ?

জয়। মহারাজ তো আমায় চেনেন ?

সীতা। শ্রী কোথায় ?

জয়। মহারাজ আর তার দেখা পাবেন না।

সীতা। কি ?

জয়। শ্রী হেথায় নাই, সে চলে গিয়েছে।

সীতা। কেন ?

জয়। তার অনুমান, মহারাজ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করবেন—মহারাজ বলপ্রকাশ করবেন।

সীতা। তবে তুমি তার পলায়নের কারণ ?

জয়। কতকটা বটে।

সীতা। তোমার অপরাধের দণ্ড আছে জান ?

জয়। দণ্ড-পুরস্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নাই।

সীতা। এখনি লক্ষ্য হবে। কাল প্রাতে উলঙ্গ ক'রে, চণ্ডালের দ্বারা তোমায় বেত্রাঘাত করাবো।

জয়। মহারাজের যথা অভিরুচি—সন্ন্যাসিনী কিছুতেই কাতর নয়।

সীতা। কই হ্যায় ?

নেপথ্যে। হুজুর !

(দ্বারপালের প্রবেশ)

সীতা। এস্‌কো গারদমে লে যাও !

জয়। চল, আমি আপনি যাচ্চি। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বধ্য-মঞ্চ

জনতা

(রাজা, জয়ন্তী, চন্দ্রচূড় প্রভৃতির প্রবেশ)

প্রজাগণ। জয় মায়ীজীকি জয়! জয় লছমী মায়ীকি জয়!

জয়। (স্বগত) জয় জগদীশ্বর! তোমারই জয়। তুমি লোকের কণ্ঠে থেকে আপনার জয়বাদ আপনি দিচ্ছ। জয় জগন্নাথ, তোমারি জয়, আমি কে?

সীতা। বিবস্ত্র ক'রে বেত মার!

চন্দ্র। (হাত ধরিয়া) মহারাজ রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমি আর কখনও ভিক্ষা চাইবো না। এইবার আমায় এই ভিক্ষা দাও—এঁকে ছেড়ে দাও!

সীতা। (ব্যঙ্গের সহিত) কেন, দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়িয়ে যায়! জুয়াচোরের উচিত শাসন হচ্চে।

চন্দ্র। দেবতা না হোলে—স্ত্রীলোক বটে!

সীতা। স্ত্রীলোকেরও রাজা দণ্ড করতে পারেন।

প্রজাগণ। জয় মায়ীজীকি জয়।

চন্দ্র। ঐ জয়ধ্বনি শুনছেন? ঐ জয়ধ্বনিতে আপনার রাজা-নাম ডুবে যাবে?

সীতা। ঠাকুর! আপনার কাজে যাও। পাঁজি-পুথি নাই কি?

[চন্দ্রচূড়ের প্রস্থান।

চণ্ডাল। (বেত উত্তোলন ; জয়ন্তীর মুখপানে তাকাইয়া বেত আছাড়িয়া দাঁড়ান)

সীতা। (বজ্রের ন্যায় কর্কশ স্বরে) কি ?

চণ্ডা। মহারাজ! আমা হ'তে হবে না!

সীতা। তোকে শূলে যেতে হবে!

চণ্ডা। (যোড় হাতে) মহারাজের হুকুমে শূলে যেতে পারবো, এ কাজ পারবো না।

সীতা। চণ্ডালকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে কয়েদ কর!

(রক্ষিগণের ধরিতে উদ্যত)

জয়ন্তী। এ ব্যক্তিকে পীড়ন ক'রবেন না। আপনার যে আজ্ঞা, আমি নিজেই পালন করছি! চণ্ডাল বা জল্লাদের প্রয়োজন নেই। (চণ্ডালের প্রতি) বাছা, তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাবে? আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ-দুঃখ নেই ; বেঁচে আমার কি হবে? আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র-বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও, বেত তোলো! বাছা, স্ত্রীলোকের কথা বলে বিশ্বাস করলে না—এই তার প্রমাণ দেখ। (স্বহস্তে বেত লইয়া আঘাত) (চণ্ডালের প্রতি হাসিয়া) দেখ্‌লে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে! তোমার ভয় কি? [দৌড়িয়া চণ্ডালের প্রস্থান।

সীতা। দোস্‌রা লোক নিয়ে এসো—মুসলমান।

(কসাইয়ের প্রবেশ)

কসাই! কাপড়া উতার, তেরি গোশ্‌ত্ টুক্‌রা করকে হাম দোকানমে বেচেঙ্গে।

জয়ন্তী। (জনতার প্রতি) রাজাজ্ঞায় এ মঞ্চের উপর বিবস্ত্রা হব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হবে, সে আপনার মাতাকে স্মরণ ক'রে ক্ষণকালের জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক্। * [যে হিন্দু—যার দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক্; যার কন্যা আছে—সে আপনার কন্যাকে মনে ক'রে—আমাকে সেই কন্যা ভেবে চক্ষু আবৃত করুক্। যার মাতা অসতী, যে বেশ্যার গর্ভে জন্মেছে, সে যা ইচ্ছা করুক্, তার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাদের মানুষের মধ্যে গণ্য করি না। (রাজার দিকে ফিরিয়া) তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্র হব; কিন্তু তুমি চেয়ে দেখো না। তুমি রাজেশ্বর; তোমার পশুবৃত্তি দেখ্‌লে প্রজারা কি না করবে?]* মহারাজ! আমি বনবাসিনী, বনে থাকতে গেলে অনেক সময় বিবস্ত্র হতে হয়। একদিন আমি বাঘের মুখে পড়েছিলুম। বাঘের মুখ থেকে আপনার শরীর রক্ষা করতে পেরে-ছিলুম, কিন্তু বস্ত্ররক্ষা করতে পারিনি। তোমাকেও, আমি তোমার আচরণ দেখে, সেই বন্যপশু মনে করেছি; তোমার কাছে আমার লজ্জা হচ্ছে না, কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। কেন না, তুমি রাজা, গৃহী—তোমার মহিষী আছেন! চক্ষু বোজো।

সীতা। (ক্রোধভরে) জবরদস্তী কাপড়া উতার লেও।

(জয়ন্তীর মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া উপবেশন)

জয়। (স্বগত) যখন পৃথিবীর সকল সুখ-দুঃখে জলাঞ্জলি দিইছি, যখন

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

আর আমার সুখও নাই দুঃখও নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি ? * [ইন্দ্রিয়ের সহিত আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই—তখন আমার আবার বিবস্ত্র কি ? পাপই লজ্জা, আবার কিসে লজ্জা কর্‌বো ? জগদীশ্বরের নিকট ভিন্ন সুখ-দুঃখের অধীন মনুষ্যের কাছে লজ্জা কি ? আমি কেন এই সভামধ্যে বিবস্ত্র হতে পারবো না। (যোড়হাত করিয়া) দীনবন্ধু ! আজ রক্ষা কর ! মনে করেছিলাম, বুঝি এই পৃথিবীর সকল সুখ-দুঃখ জলাঞ্জলি দিয়েছি।] * কিন্তু হে দর্পহারী ! আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে, আমায় আজ রক্ষা কর ! নারী-দেহ কেন দিয়েছিলে প্রভু ! সব সুখ-দুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়,—কিন্তু নারী-দেহ থাক্‌তে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না ! তাই আজ কাতরে ডাক্‌ছি, জগন্নাথ ! আজ রক্ষা কর !

প্রজাগণ। রাণীজীকি জয় ! মহারাণীকি জয় ! দেবী কি জয় !

(পৌরস্ত্রীবেষ্টিতা মহারাণী নন্দার প্রবেশ ও জয়ন্তীকে ঘেরিয়া সকলের দণ্ডায়মান)

প্রজাগণ। (করতালি দিয়া) হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

সীতা। (রাগান্বিত হইয়া) এ কি, এ যে মহারাণি ?

নন্দা। মহারাজ ! আমি পতিপুত্রবতী, আমি জীবিত থাক্‌তে তোমাকে কখনও এ পাপ কর্‌তে দেব না। তা হলে আমার কেউ থাক্‌বে না।

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

সীতা। (ক্রুদ্ধভাবে) তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয়। অন্তঃপুরে যাও।

নন্দা। মহারাজ! আমি যে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছি, এই কসাইটে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়ায় কোন্ সাহসে? ওকে নাম্‌তে আজ্ঞা দিন্! (সীতারাম নিরুত্তর) এই রাজপুরীমধ্যে আমার কি এমন কেউ নাই যে, এটাকে নামিয়ে দেয়?

প্রজাগণ। মার্—মার্—মার্!

(কসাইয়ের দৌড়িয়া পলায়ন উদ্যোগ
ও উহাকে ধরিয়া প্রহার)

নন্দা। মা, দয়া ক'রে অভয় দাও মা। আমার বড় ভয় হচ্ছে, পাছে কোন দেবতা ছলনা ক'র্‌তে এসে থাকেন। মা, অপরাধ নিও না। একবার অন্তঃপুরে পায়ের ধূলো দেবে চল, আমি তোমার পূজা ক'র্‌বো। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

জমাদার ও নায়েব জমাদার

জমা। রাজাটার নাজলক্ষ্মী ব্যাত খাইয়া সট্‌কাইছে। হুমন্দি গণৎকার ঠিক বলেছে। মোর নসিবি সুবেদারিটে আছে। শুনতেছি—শুনতেছি না, মুরশুদোবাদথে ফৌজ আস্‌তিছে। এহন নবাবী চালটা

শিখ্‌তি হবে। মোর কবিলে কইছেলো শিখুবে, তার নানীর দাদা হ্যালো নবাব-সরকারের সিপুই। নবাবী চাল্‌টে আমার কবিলের খুব মালুম আছে।

না-জমা। এ জবর শল্লা—এ জবর শল্লা। নবাবী শিখ্‌না চাহিয়ে—নবাবী শিখ্‌না চাহিয়ে!

জমা। তুমি কইতেছ রাজার সিপুই মুরশুদবাদী সিপুই রুখ্‌বে? রুখ্‌তি পারে কেডার দাদা? রাজার সিপুই আর কনে ব্যাতন না পালা কি আর সিপুই থাহে? এখন ব্যাগম খুঁজ্‌তি হবে।

না-জমা। এ জবর শল্লা—এ জবর শল্লা! বেগম চাহিয়ে—বেগম চাহিয়ে!

জমা। হ্যাদে ছ্যাখ্‌ চালটে মোর ঠিক পাবা হ্যানে। চাহারার চটকখানা দেখ্‌তিছ, নেরিয়েল ভ্যাল মাইহ্যা মোচে চারা যখন তোলবো, দুধার থেহে নবাব বলি সেলাম দিতি থাক্‌বে। আমি মচ্‌মচে জুতা পায়ে দিয়ে মচ্‌মচ্‌ চলতি থাক্‌বো।

না-জমা। জবর শল্লা—এ জবর শল্লা!

জমা। হ্যাদে, চন্দ্রচূড় বামুনটো এ দিকে আস্‌তিছে। ও বামুনটো বড় খবিস্‌। চল, হখন থেকে যাই চল।

না-জমা। এ জবর শল্লা—এ জবর শল্লা!   [উভয়ের প্রস্থান।

(চন্দ্রচূড়ের প্রবেশ)

চন্দ্র। এ অত্যাচার ত আর দেখা যায় না। রাজ্যে যেখানে সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে, নীচাশয় অনুচর চিত্তবিশ্রামে আন্‌ছে। কাউকে অর্থ দিয়ে—সাধ্বীকে বলপূর্ব্বক এনে পাপাশয়ের পাপবৃত্তি পরিতৃপ্ত কর্‌ছে। রাজ্যে হাহাকারের উপর হাহাকার প'ড়ে গেছে।

(চাঁদশাহের প্রবেশ)

চাঁদ। ঠাকুরজী! কোথায় যাচ্ছেন?

চন্দ্র। কাশী। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

চাঁদ। মক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

চাঁদ। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাক্‌বো না। এ কথা সীতারাম শিখিয়েছে? [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সীতারাম ও নন্দা

নন্দা। হায় মহারাজ! কি কর্‌লেন?

সীতা। যা অদৃষ্টে ছিল, তাই করেছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করেছিলেম, তার কুহকে পড়েই এ মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হয়েছে।

নন্দা। সে কি মহারাজ? শ্রী?

সীতা। শ্রীর কথাই বল্‌ছি।

নন্দা। যাকে আমরা ডাকিনী ব'লে জানতেম, সেই শ্রী? এত দিন বলেননি কেন, মহারাজ?

সীতা। ব'লে কি হবে? ডাকিনী হোক্, শ্রীই হোক্, ফল একই হয়েছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীর ধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করিনি। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হয়ে যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ম'র্‌বে, আমি তোমার অনুগামিনী হব,—তা ঘট্‌লো না কেন?

সীতা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নেই—এক শত যোদ্ধাও নেই। কিন্তু আমি যুদ্ধে ম'র্‌বো, তা কেউ নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না। আমি এখনি ফটক খুলে মুসলমান-সৈন্য মধ্যে একাই প্রবেশ ক'র্‌বো। তোমাকে ব'ল্‌তে আর হাতিয়ার নিতে এসেছি।

নন্দা। মহারাজ! আমি যদি এতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হবার যোগ্য নই। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হয়েছ, এই আমার বহু ভাগ্য—আর যদি দু'দিন আগে হ'তে! তুমিও ম'র্‌বে মহারাজ! আমিও ম'র্‌বো—তোমার অনুগমন কর্ব্বো। কিন্তু ভাব্‌ছি—এই অপোগণ্ডগুলির কি হবে? এরা যে মুসলমানের হাতে প'ড়্‌বে। (ক্রন্দন)

সীতা। তাই তোমার মরা হবে না। এদের জন্য তোমাকে থাক্‌তে হবে।

নন্দা। আমি থাক্‌লেই বা ওরা বাঁচ্‌বে কি প্রকারে?

সীতা। নন্দা! এত লোক পালালো, তুমি পালালে না কেন? তা হ'লে এরা রক্ষা পেতো।

নন্দা। তোমার মহিষী হয়ে আমি কার সঙ্গে পালাবো? তোমার ছেলে-মেয়ে আমি তোমাকে না ব'লে কার হাতে দেবো? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলে ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোথায় যাব?

সীতা। কিন্তু এখন উপায়?

নন্দা। এখন আর উপায় নেই। অনাথ দেখে মুসলমানেরা যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যা করবেন তাই হবে। রাজ-ঔরসে এদের জন্ম, রাজকুলের সম্পদ-বিপদ দুই আছে—তার জন্য আমার তেমন চিন্তা

নাই। পাছে তোমায় কেউ কাপুরুষ বলে, সেই আমার বড় ভাবনা।

সীতা। তবে বিধাতা যা করেন, তাই হবে। এ জন্মে তোমাদের সঙ্গে আমার এই দেখা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দুর্গ

জয়ন্তী ও শ্রী

বীর-সঙ্গীত

বীর ধীর, চলে সমরে।
বীর ধীর অমর মর দেহ ধোরে।
সন্ সন্ লোহ ধারা বরিষণ,
বীর-হৃদয় নর্ত্তন।
তৃণজ্ঞানে প্রাণ সম্মুখ সমরে অর্পণ
বীর-হৃদয় সাধ করে॥

(সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। তোমরা আমার এই আসন্ন কালে এখানে এসে কেন বসে আছ? তোমাদের এখনো কি মনস্কামনা সিদ্ধি হয়নি।

জয়। (ঈষৎ হাস্য)

সীতা। শ্রী! তোমার অদৃষ্ট ফলেছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী ব'লে আগে ত্যাগ ক'রেই ভাল করেছিলেম। এখন অদৃষ্ট ফলেছে, আর কেন এসেছো?

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাই করতে এসেছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরতে এসেছি।

সীতা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হোক আর গৃহীই হোক—মরবার অধিকার সকলেরই আছে।

সীতা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করেছ—তুমি আমার সঙ্গে মরবে কেন? আমার সঙ্গে নন্দা যাবে, প্রস্তুত হয়েছে। তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নি, তবে আজও রাগ করবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করেছি—তা আপনার ও আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝেছি। এই তোমার পায়ে মাথা দিয়ে—(চরণে লুটাইয়া)—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা কর? আমায় আবার গ্রহণ কর।

সীতা। তোমায় তো বড় আদরেই গ্রহণ করেছিলেম—এখন আর তো গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরবার সময় যথেষ্ট আছে।

সীতা। তুমিই আমার মহিষী।

জয়। আমি ভিখারিণী আশীর্ব্বাদ করছি—আজ হতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হবেন।

সীতা। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখতে এসেছ, তা মনে করি না। তোমার আশীর্ব্বাদে বুঝেছি, তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল, তোমার কাছে কি

প্রায়শ্চিত্ত করলে তুমি প্রসন্ন হও ? ঐ শোনো, মুসলমানের কামান, আমি ঐ কামানের মুখে এখনি দেহ সমর্পণ করবো। কি করলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়। আর এক দিন তুমি একাই দুর্গরক্ষা করেছিলে।

সীতা। আজ তা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই যে, আজ একা দুর্গ রক্ষা করতে পারে।

জয়। তোমার তো এখনো পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

সীতা। ঐ কোলাহল শুনছ! ঐ সেনা সকলের এই পঞ্চাশ জনে কি ক'রবে ? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করে ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে পারি। কিন্তু বিনা অপরাধে ওদের হত্যা করি কেন ? পঞ্চাশ জন নিয়ে এ যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নেই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা ও রমার কতকগুলি পুত্র-কন্যা আছে, তাদের রক্ষার কিছু উপায় হয় না ?

সীতা। নিরুপায়। উপায় কি ক'রবো ?

জয়। নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তা জানেন না ? জানেন বৈ কি ? জানতেন, জেনে ঐশ্বর্য্য-মদে ভুলে গিয়েছিলেন। এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতিকে মনে পড়ে না ?

সীতা। নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলে কি আমায় দয়া ক'রবে না!

(সিপাহীগণের প্রবেশ)

[রঘু। রাজা আমাদের যুদ্ধ করতে হুকুম দিলেন কৈ? আমরা কেবল প্রাণ দেবো বলে প'ড়ে আছি। কেউ তো বলে না—এস আমার জন্য মর।

২য়-সি। ভাই সকল! ঘরের ভেতর যবনেরা এসে খুঁচিয়ে মার্‌বে, সেই কি ভাল হবে? এস, মর্‌তে হয় ত মরদের মত মরি! চল, সেজে গিয়ে লড়াই করি! কেউ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক্! মর্‌বার আবার হুকুম-হাকাম কি? মহারাজের নিমক খেয়েছি, মহারাজের জন্য লড়াই ক'র্‌বো—তা হুকুম না পেলে কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধর্‌বো না? চল, হুকুম না হোক, আমরা গিয়ে লড়াই করি।

৩য়-সি। লড়াই ক'র্‌বো কি প্রকারে? এখন দুর্গরক্ষার একমাত্র উপায় কামান। কিন্তু গোলন্দাজ ফৌজ তো সব পালিয়েছে। আমরা তো কামানের কাজ জানিনে। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?]*

রঘু। মহারাজ! কি হুকুম? আজ্ঞা পেলে আমরা এই ক'জনে শত্রুকে হাঁকিয়ে দি।

সীতা। আমার কি হুকুম? তোমাদের পক্ষে অতি সহজ হুকুম—রাজপুত পক্ষে অতি সহজ হুকুম—তৃণবৎ হুকুম! জহরব্রত যার কুলব্রত, তার পক্ষে অতি সহজ হুকুম—অতি বাঞ্ছনীয় হুকুম! রাজপুত-হৃদয়-প্রফুল্লকর হুকুম। যে হুকুম প্রত্যাশায়—যদিও সকলে আমায় পরিত্যাগ করেছে—তোমরা পরিত্যাগ করনি, রণসজ্জায়

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

আমার নিকট হুকুম প্রার্থনা ক'চ্ছ—সেই হুকুম। এস, আমি সমরে প্রাণ দেব, আমার সঙ্গে প্রাণ দেবে এস।

সকলে। জয়, রাজা সীতারামের জয়!

সীতা। আমি জানি, তোমরা জয়ধ্বনি ক'র্‌বে। তোমাদের প্রশংসা ক'র্‌ব না। সকলে পরিত্যাগ করেছে; রাজপুত যে আমার দুর্গে আমার জন্য প্রাণ দিতে অপেক্ষা কচ্ছে—এ রাজপুতের কুলব্রত—প্রশংসা নয়। বীরবংশসম্ভূত রাজপুতের প্রাণ তৃণসদৃশ। যুদ্ধে মৃত্যু রাজপুতের প্রার্থনা। রাজপুত-জননী সন্তানের রণ-মৃত্যু কামনা করে। যুদ্ধে মৃত্যু রাজপুতের ধ্যান-জ্ঞান। এত দিন তোমাদের বাঞ্ছনীয় হুকুম দিইনি; এজন্য আমায় মার্জ্জনা কর। চল, আমি প্রস্তুত। ক্ষুদ্র রাজপুতশ্রেণী অনেক বার সমুদ্রবৎ শত্রুশ্রেণী ভেদ করেছে। রাজপুতবীর্য্যে তোমরা গঠিত—আমি সেই রাজপুত-সহায়ে কেন না এই সাগরবৎ যবনশ্রেণী ভেদ ক'র্‌বো? না পারি, শত্রু-শবোপরি তরবারিহস্তে মৃত্যু কামনা। আমার হুকুম—চল, শত্রুশ্রেণী ভঙ্গ করি।

সকলে। জয় রাজা সীতারামের জয়!

সীতা। চল, চল—শীঘ্র দ্বার উদঘাটন কর, বহুদিন হিন্দুহস্তের বল শত্রু দেখেনি। রঘুবর! সুচিব্যূহ নির্ম্মাণ কর। (শ্রী ও জয়ন্তীর প্রতি) তোমরা বাইরে কেন? ব্যূহের ভিতর প্রবেশ কর।

* [শ্রী। আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে মৃত্যুতে আমরা ভেদ দেখি না।

---

* [ ] * চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

সীতা। জয় জগদীশ্বর! জয় লছমী-নারায়ণজী! এ কি ক'র্‌চ? এখনি পিশে মর্‌বে যে!

শ্রী। মহারাজ! রাজাদের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদের মরণে ভয় কি বেশী?]

(যবন সেনাপতির প্রবেশ)

য-সেনা। সম্মুখে তোপ স্থাপন কর, নইলে এ ক্ষুদ্র সুচিব্যূহ নিবারণের কোন উপায় নেই। শীঘ্র শীঘ্র—অতি শীঘ্র তোপ নিয়ে এস।

[যবন সেনাপতির প্রস্থান।

* [(গঙ্গারামের প্রবেশ)

গঙ্গা। আমি প্রস্তুত। এখনই ক্ষুদ্রসেনা ভস্মীভূত ক'র্‌বো। এ কি? শ্রী?

জয়। মহারাজ, কি কর—কি কর? রক্ষা কর!

সীতা। শত্রুকে আবার রক্ষা কি?

[সীতারাম কর্ত্তৃক গঙ্গারামের মুণ্ডচ্ছেদন ও গঙ্গারামের ভূতলে পতন]

গঙ্গা। র-মা-আ!] *

সপ্তম দৃশ্য

প্রান্তর

সীতারাম

সীতা। জীবনে কোন্‌টা ঠিক! আমি সীতারাম, ভারত-বিজয়ী যবন বিরুদ্ধে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন কর্‌বো, সেইটি ঠিক! একাকী প্যারীলালের সাহায্যে যবন-সৈন্য জয় ক'রেছি, সেইটা ঠিক! হিন্দুর জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে জীবনদানে প্রস্তুত ছিলাম, সেইটে ঠিক! কি—রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে উন্মাদ হয়েছিলেম, সেইটে ঠিক! তার জন্য

[ ] চিহ্নিত অংশ অভিনয়কালে পরিত্যক্ত।

পতিপ্রাণা রমার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেম, সেইটে ঠিক! নন্দার বিষ-পানে মৃত্যু—সন্তান-সন্ততির মুখে মিষ্টান্নের ন্যায় বিষ প্রদান, সেইটে ঠিক! না, কোন্‌টা ঠিক! আমি কোন্ সীতারাম? প্রজাপালক, হিন্দুধর্ম্মসংস্থাপক, আত্মত্যাগী, পরহিতরত সীতারাম, সেইটে ঠিক! না, কোন্‌টা ঠিক! না, কামুক সীতারাম, সেইটে ঠিক! শ্রীর রূপে উন্মাদ, এইটে ঠিক! দৈবলিপি! শাস্ত্র ফলবতী হয়েছে এটা ঠিক—নিশ্চিত ঠিক! শ্রী গঙ্গারামের মৃত্যুর কারণ—এটা ঠিক! তার প্রিয়জনের মৃত্যুর কারণ, এটা ঠিক! প্রাণ কেন তুমি এ কথা শুন্‌তে চাও না? আমি তোমায় যোড়করে বল্‌বো—শ্রী ভ্রাতৃবৎসলা, স্বামীর প্রেমকাঙ্ক্ষিণী নয়। প্রাণ কেন শুন্‌তে চায় না? এখনও প্রাণ তোমার বেদনা? ধন্য তুমি, তোমায় যে মায়ায় গঠিত বলে, এ কথা সত্য! শ্রী ভাইয়ের জন্য তখন তোমার কাছে এসেছিল, তাইতে তখন তার রূপ দেখেছিলে! স্বামী হয়ে আমার প্রাণবধের আশঙ্কা তাকে জানালেম, সে হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমার প্রাণ বিসর্জ্জনে উৎসাহ দিয়েছিল। রমা পার্‌তো না—নন্দা—আমি জোর কর্‌লে স্বামীর কথায় সম্মত হ'ত। শ্রী তার ভাইকে চাইতো, আমায় না, তবু শ্রীর রূপে আমার প্রাণ ভ'রে আছে। শ্রী আমার সর্ব্বনাশের কারণ! তবু শ্রীকে—ভগবান্—সত্যই কি চাই? হাঁা সত্য! এ কথা মিথ্যা কেমন ক'রে বল্‌বো? শ্রী এসে দাঁড়াক্, আমি হয় ত সকল দুঃখ ভুলে যাব। আমি রাজা—শ্মশানবাসী—এ দুঃখ ভুলে যাব, দেহ-সুখ এ মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ—সত্যই কারণ। বোধ হয় বুঝেছি; না বুঝে থাকি—ভগবান্! এ দুঃখের সময় বুঝিয়ে দাও!

(শ্রীর প্রবেশ)

শ্রী ! তুমি এসেছ ? আমি আশা করিনি । আমি মনে তুমি সহমৃতা হবে —এ জন্য প্রস্তুত ছিলে । কিন্তু আমি যে শ্মশানবাসী ! আমায় শ্মশানে যে দেখ্‌তে আস্‌বে, এরূপ প্রতিশ্রুত তো তুমি আমার কাছে নও, তবে কেন আমার কাছে এসেছ ? তুমি কি দেখ্‌তে এসেছ ? তোমার কুষ্ঠীর ফলে আমার কত দূর দুর্দ্দশা হয়েছে, তাই দেখ্‌তে এসেছ ? না, না—তা তো তোমার কুষ্ঠীর ফল নয় ! কুষ্ঠীর ফলে তুমি প্রিয়জনঘাতিনী হয়েছ ! এখন পতিসেবা নারীর পরম ধর্ম্ম—সেই ধর্ম্মপালনের জন্য এসেছ ? শ্রী ! তুমি অনেক দিন সন্ন্যাসিনী—অনেক ধর্ম্মের কথা জান ; কিন্তু যদি বুঝে থাক যে, ভালবাসা-শূন্য কর্ত্তব্য হয়, স্বামিসেবা কর্ত্তব্য, তাই ব'লে যদি এসে থাক—কর্ত্তব্যের অনুরোধে—ভালবাসার টানে নয়—শ্রী, জেনো, সে তোমার ধর্ম্ম নয়—সে তোমার অধর্ম্ম । প্রতারণা অপেক্ষা হীন । শ্রী ! তুমি চলে যাও ! তোমার সে শ্রী আর আমার চক্ষে নাই !

শ্রী। মহারাজ ! কেন আমায় পরিত্যাগ কর্‌ছেন ?

সীতা। গুরুদেব চন্দ্রচূড় আমায় বলেছিলেন—তুমি মা ভৈরবীর সহচরী। হতে পারে তুমি কোন প্রেতিনী। তুমি অনেক উপদেশ দিতে—চিত্তবিশ্রামে অনেক উপদেশ দিতে। কিন্তু তুমি এ কথা নিশ্চয় জান্‌তে যে, রাজরাণী হ'য়ে একদিন তুমি আমার পাশে বস্‌লে, কোটি যবন-শত্রুসৈন্য মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী হ'তে পার্‌তো না। পতির সেবা কর্‌তে চাও ? পতির সেবায় দেহ অর্পণ কর্‌তে তুমি প্রস্তুত ছিলে না ? তোমার ধর্ম্মভঙ্গ হবে,—তুমি প্রস্তুত

ছিলে না ; হিন্দু-মহিলা চিরদিন শুনেছে পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ; তাই সন্ন্যাসিনী হয়ে আমার সেবা কর্‌তে এসেছিলে, কি সেবা ক'রেছ ? আলুলায়িত কুন্তলজালে যেমন মীনকে আবদ্ধ করে, সেইরূপ করেছ ! যেমন শত্রুকে পানপাত্রে হলাহল অর্পণ করে, সেইরূপ তুমি আমার পানে কটাক্ষপাত করেছ ! যে হাসির প্রভাবে দেবতারা মুগ্ধ হয়েছে—যে হাসির প্রভাবে ব্রাহ্মণত্বকামী বিশ্বামিত্র বিমোহিত হয়েছে—সেই হাসি হেসে বলেছ, আমার কাছে এস না ! বোধ হয়, গঙ্গারাম যদি তোমার স্বামী হোতো, তা হলে তুমি এরূপ হ'তে না—কর্ত্তব্য আর একরূপ বুঝ্‌তে। যাও শ্রী, যাও, শ্মশানে আমি দেহ ত্যাগ কর্‌বো—দেহে আমার মমতা নাই। তোমার সৌন্দর্য্য আর আমার নয়নপথে প্রবেশ কর্‌বে না। তোমায় কুরূপা বল্‌তে এখনও আমার প্রাণ কাঁদে। শুনেছি, মহামায়া পিশাচিনীবেষ্টিতা ! তুমি সেই এক জন নরহৃদয়-রুধির-পানাসক্তা সহচরী ! অন্নপূর্ণা, উমা বা হর উরুবিলাসিনী—তার সহচরী তুমি নও।

শ্রী। মহারাজ ! আমি বালিকা ছিলেম। স্বামীর রক্ষা—স্বামীর জীবন-রক্ষা—নারীর পরম ধর্ম্ম, হিন্দুর ঘরে বার বার শুনেছি। যখন শুনলেম, আমি স্বামীর প্রাণবধের কারণ হব, তখন আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়েছি। তোমার রাজ্যরক্ষার জন্য এসেছিলেম। কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম স্বামীর মুখে শুনি নাই। সন্ন্যাসিনীর মুখে শুনেছি। তোমার প্রেমালাপে, যদি তোমায় আমি প্রাণের অবস্থা দেখাতে পারতেম, হয় তো মহারাজ আপনি আমাকে মাপ কর্ত্তে পার্‌তেন, কিন্তু তা আমি পারিনি ! গঙ্গারাম আমার প্রিয় ছিল সত্য।

মহারাজ স্পর্দ্ধা করেন আমায় ভালবাসেন। প্রিয়র নাম কি ভালবাসা। রমা কি আপনার প্রিয় ছিল না? নন্দা কি আপনার প্রিয় ছিল না? হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন কি আপনার প্রিয় ছিল না? যবন জয় কি আপনার প্রিয় ছিল না? এ সকলই আপনার প্রিয় ছিল। মহারাজ এখন আমায় দোষারোপ করেন—সকল প্রিয় বস্তুই আমার জন্য ত্যাগ করেছেন। সকল বস্তুর অপেক্ষা শুনেছিলেম সন্ন্যাস ধর্ম্ম উচ্চ। কিন্তু এখন বুঝেছি, পতিযুক্তার পতিসেবাই ধর্ম্ম। মহারাজ! এত দিন যা প্রিয় ছিল, সকল ত্যাগ করে এসেছি; মহারাজ! আমায় গ্রহণ করুন।

সীতা। ক'র্‌বো—ক'র্‌বো—গ্রহণ ক'র্‌বো—নদীর জলে গ্রহণ ক'র্‌বো—কি কোথায় গ্রহণ কর্‌বো? দেখ; অট্টালিকায় গেলে তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে না। সেথা রমা মরেছে—আমায় ভালবেসে মরেছে। নদীর জলে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—যবনসৈন্য মরেছে! প্রান্তরে অনেক প্রাণনাশ হয়েছে। নগরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—সোনার মহম্মদপুর ভস্মীভূত হয়েছে। কুটীরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—কুটীর শূন্য করে কুটীরবাসী পালিয়েছে। ক'র্‌বো—গ্রহণ ক'র্‌বো! চল, স্থান খুঁজিগে চল! ক'র্‌বো—ক'র্‌বো—গ্রহণ ক'র্‌বো! আমার এখনও মমতা যায়নি। ক'র্‌বো—ক'র্‌বো—তোমায় গ্রহণ ক'র্‌বো! চল চল, স্থান খুঁজিগে চল! তবে এস, স্থান খুঁজিগে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা